من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين

আল্লাহ্ যাহার মঙ্গল কামনা করেন তাহাকে ফকীহ্ বানাইয়া দেন।

বঙ্গানুবাদ

# বেহেশ্‌তী জেওর

৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম খণ্ড

**[দ্বিতীয় ভলিউম]**

লেখক

কুত্‌বে দাওরান, মুজাদ্দিদে যমান, হাকীমুল উম্মত

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী চিশ্‌তী (রঃ)

অনুবাদক

হযরত মাওলানা শামছুল হক (রঃ) ফরিদপুরী

প্রাক্তন প্রিন্সিপাল, জামেয়া কোরআনিয়া, ঢাকা

এমদাদিয়া লাইব্রেরী

চকবাজার ঃ ঢাকা

نحمده و نصلی علی رسوله الکریم

## আরয

হাম্‌দ ও ছালাতের পর বাংলা ভাষাভাষী মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দের নিকট অধীনের বিনীত আরয এই যে, মুজাদ্দেদে যমান, কুত্‌বে দাওরান, পাক-ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ আলেম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বুযুর্গ হযরত মাওলানা আশ্‌রাফ আলী থানভী (রহ্‌মতুল্লাহি আলাইহি) স্বীয় সম্পূর্ণ জীবনটি ইসলাম এবং মুসলিম সমাজের খেদমতে উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। তিনি প্রায় এক হাজার কিতাব লিখিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে কোন কোন কিতাব ১০/১২ জিল্‌দেরও আছে। কিন্তু এইসব কিতাবের কপি রাইট তিনি রাখেন নাই বা কোন একখানি কিতাব হইতে বিনিময় স্বরূপ একটি পয়সাও তিনি উপার্জন করেন নাই। শুধু আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে দ্বীন ইসলামের খেদমতে ও মুসলিম সমাজের উন্নতির জন্য লিখিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার লিখিত কিতাবের মধ্যে ১১ জিল্‌দে সমাপ্ত বেহেশ্‌তী জেওর একখানা বিশেষ যরূরী কিতাব। সমগ্র পাক-ভারতের কোন ঘর বোধ হয় বেহেশ্‌তী জেওর হইতে খালি নাই এবং এমন মুসলমান হয়ত খুব বিরল, যে বেহেশ্‌তী জেওরের নাম শুনে নাই। বেহেশ্‌তী জেওর আসলে লেখা হইয়াছিল শুধু স্ত্রীলোকদের জন্য; কিন্তু কিতাবখানা এত সর্বাঙ্গীন সুন্দর ও এত ব্যাপক হইয়াছে যে, পুরুষেরা এমন কি আলেমগণও এই কিতাবখানা হইতে অনেক কিছু শিক্ষা পাইতেছেন।

বহুদিন যাবৎ এই আহ্‌কারের ইচ্ছা ছিল যে, কিতাবখানার মর্ম বাংলা ভাষায় লিখিয়া বঙ্গীয় মুসলিম ভাই-ভগ্নীদিগের ইহ-পরকালের উপকারের পথ করিয়া দেই এবং নিজের জন্যও আখেরাতের নাজাতের কিছু উছীলা করি; কিন্তু কিতাব অনেক বড়, নিজের স্বাস্থ্য ও শরীর অতি খারাপ, শক্তিহীন; তাই এত বড় বিরাট কাজ অতি শীঘ্র ভাগ্যে জুটিয়া উঠে নাই। এখন আল্লাহ্‌ পাকের মেহেরবানীতে মুসলিম সমাজের খেদমতে ইহা পেশ করিতে প্রয়াস পাইতেছি। মক্কা শরীফের হাতীমে বসিয়া এবং মদীনা শরীফের রওযায়ে-আক্বদাসে বসিয়াও কিছু লিখিয়াছি। 'আল্লাহ্‌ পাক এই কিতাবখানা কবূল করুন এই আমার দো'আ এবং আশা করি, প্রিয় পাঠক- পাঠিকাগণও দো'আ করিতে ভুলিবেন না। এই পুস্তকে আমার বা আমার ওয়ারিশানের কোন স্বত্ব নাই ও থাকিবে না।

মূল কিতাবে প্রত্যেক মাসআলার সঙ্গেই উহার দলীল এবং হাওয়ালা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু উর্দু বেহেশ্‌তী জেওর কিতাব সব জায়গায়ই পাওয়া যায় এবং উর্দু ভাষাও প্রায় লোকেই বুঝে, এই কারণে আমি দলীল বা হাওয়ালার উল্লেখ করি নাই। যদি আবশ্যক বোধ হয়, পরবর্তী সংস্করণে দলীল ও হাওয়ালা দেওয়া হইবে। আমি একেবারে শব্দে শব্দে অনুবাদ করি নাই, খোলাছা মতলব লইয়া মূল কথাটি বাংলা ভাষায় বুঝাইয়া দিয়াছি। দুই একটি মাসআলা আমাদের দেশে গায়ের যরূরী মনে করিয়া ক্ষেত্র বিশেষে তাহা পরিত্যাগ করিয়াছি এবং কিছু মাসআলা যরূরত মনে করিয়া অন্য কিতাব হইতে সংযোজিত করিয়াছি। তা'ছাড়া বেহেশ্‌তী গওহরের সমস্ত মাসআলা বেহেশ্‌তী জেওরের মধ্যেই বিভিন্ন খণ্ডে ঢুকাইয়া দিয়াছি। কাহারও সন্দেহ হইতে পারে বিধায় বিষয়টি জানাইয়া দিলাম।

আরযগুযার
শামসুল হক
৩১/৭/৮৬ হিজরী

# সূচী-পত্র


বিষয় — পৃষ্ঠা

## চতুর্থ খণ্ড

বিবাহ ..... ১
যাহাদের সহিত বিবাহ হারাম ..... ২
ওলী ..... ৬
মেয়ের এয্নের নিয়ম ..... ৭
কুফু ..... ৯
মহর ..... ১২
মহরে মেছেল, কাফেরের বিবাহ ..... ১৫
স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা করা ..... ১৬
শিশুকে দুধ পান করান ..... ১৭
ইসলামে নারীর মর্যাদা, বিবাহের ফযীলত
এবং পর্দার আবশ্যকতা (পরিবর্ধিত) ..... ২০
তালাকের নিন্দাবাদ এবং অপকারিতা ..... ২৭
তালাক ..... ২৮
তালাক দেওয়ার কথা ..... ২৯
স্বামী স্ত্রীর মিলনের পূর্বের তালাকের কথা ..... ৩১
তিন তালাকের মাসআলা ..... ৩২
শর্তের উপর তালাক দেওয়া ..... ৩৩
তফ্বীযে তালাক, তওকীলে তালাক ..... ৩৫
মৃত্যু-রোগে তালাক দেওয়া ..... ৩৬
রজআতের মাসায়েল ..... ৩৭
খোলা তালাকের মাসায়েল ..... ৩৯
মাফ্কুদের মাসায়েল ..... ৪১
তফ্বীযে তালাকের শর্তযুক্ত কাবিননামা ..... ৪২
ইদ্দতের মাসায়েল ..... ৪৪
মওতের ইদ্দত ..... ৪৫
শোক প্রকাশের বিধান ..... ৪৭
খোর পোশের বয়ান ..... ৪৮
স্ত্রীর জন্য ঘর ..... ৪৯
নছব ছাবেত হওয়ার কথা ..... ৫০
সন্তান পালনের মাসায়েল, স্বামীর হকের বয়ান ..... ৫২
স্বামীর সহিত মিল-মহব্বত রাখিয়া সুখময় জীবন যাপনের উপায় ..... ৫৪
সন্তান পালনের নিয়ম ..... ৫৯
খানা-পিনার আদব-কায়দা, মজলিসে উঠা-বসার নিয়ম ..... ৬৩
কাহার কি হক তাহার বয়ানঃ মা-বাপের হক,
দুধ মার হক, বিমাতার হক, ভাই-বোনের হক ..... ৬৪

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের হক, সাধারণ মুসলমানের হক | ৬৫ |
| প্রতিবেশীর হক | ৬৬ |
| নিরাশ্রয়ের হক, অমুসলমানের হক, পশুপক্ষী, জীবজন্তু ইত্যাদির হক | ৬৭ |
| একটি জরুরী বিষয় | ৬৮ |
| পরিশিষ্টঃ যাহাদের সঙ্গে বিবাহ হারাম, জরুরী মাসআলা | ৬৯ |
| ওলীর বয়ান | ৭০ |
| মহর | ৭১ |
| কাফেরের বিবাহ, স্ত্রীগণের মধ্যে সমতা রক্ষা করা, স্বামী-স্ত্রী মিলনের পূর্বে তালাক | ৭২ |
| তিন তালাকের মাসআলা, শর্তের উপর তালাক, রজআতের বয়ান | ৭৩ |
| স্ত্রীর নিকট না যাওয়ার কসম | ৭৪ |
| বিবিকে মাতার সমতুল্য বলা | ৭৫ |
| কাফ্ফারার বয়ান | ৭৭ |
| লে'আনের বয়ান, কোরআন শরীফ পাঠের ফযীলত | ৭৮ |
| তজবীদের বয়ান | ৮৩ |
| **পঞ্চম খণ্ড** | |
| হালাল মাল অন্বেষণ করার ফযীলত | ৯০ |
| অযথা করয করার নিন্দাবাদ | ১০০ |
| করয আদায়ের দো'আ, দানের ফযীলত (বর্ধিত) | ১০২ |
| ক্রয় বিক্রয় | ১০৪ |
| বিক্রেয় দ্রব্যের মূল্য স্পষ্টরূপে জ্ঞাত হওয়া | ১০৫ |
| বিক্রেয় দ্রব্যের সঠিক অবস্থা জ্ঞাত হওয়া | ১০৭ |
| বাকী ক্রয়-বিক্রয় | ১০৮ |
| ফেরত দেওয়ার শর্তে ক্রয়-বিক্রয় (খেয়ারে শর্ত) | ১০৯ |
| অদেখা জিনিস ক্রয়ের বিধান (খেয়ারে রুইআত) | ১১০ |
| বিক্রয় দ্রব্যে দোষ প্রকাশ পাওয়া | ১১১ |
| বায়'য়ে-বাতেল ও বায়'য়ে ফাসেদ | ১১৩ |
| লাভের উপর মুনাফা চুক্তিতে বিক্রয় করা এবং আসল দামে বিক্রয় করা | ১১৭ |
| সুদের কারবারের বিবরণ | ১১৮ |
| বায়'য়ে সলমের বিবরণ | ১২৭ |
| করয গ্রহণ করার বিবরণ | ১২৯ |
| কাফিল বা জামিন হওয়ার বিবরণ | ১৩০ |
| একের করয অন্যের উপর বরাত দেওয়া | ১৩২ |
| কাহাকেও উকীল বানাইবার বিবরণ | ১৩৩ |
| উকীলকে বরখাস্ত করিয়া দেওয়ার বর্ণনা | ১৩৫ |
| মোযারাবাত অর্থাৎ বেপার করিতে টাকা দেওয়ার বিবরণ | ১৩৬ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| আমানত রাখার বিবরণ | ১৩৮ |
| আরিয়াত নেওয়ার বিবরণ | ১৪১ |
| হেবা করার বর্ণনা | ১৪৩ |
| হাদিয়ার মাসআলাঃ হাদিয়া ও ঘুষ রেশওয়াতের মধ্যে পার্থক্য | ১৪৫ |
| বাচ্চাকে দান করার মাসআলা | ১৪৮ |
| দিয়া ফিরাইয়া নেওয়ার বিবরণ | ১৪৯ |
| কেরায়া এবং মজুরীর বিবরণ | ১৫০ |
| ফাসেদ ইজারার বর্ণনা | ১৫১ |
| ক্ষতিপূরণ লইবার বর্ণনা | ১৫২ |
| ইজারা (কেরায়া) ভাঙ্গিয়া দেওয়ার বর্ণনা, বিনানুমতিতে পরের জিনিস লওয়া | ১৫৩ |
| শরীকী কারবার | ১৫৫ |
| শরীকী জিনিস ভাগ করিবার বর্ণনা | ১৫৬ |
| বন্ধক রাখার বিবরণ | ১৫৮ |
| জমি বর্গা দেওয়া, পত্তন দেওয়া প্রভৃতি, ছোলেহ করা, স্বীকার-উক্তি, দাবী, সাক্ষ্য ও বিচার | ১৫৯ |
| সাক্ষী, অন্তিমকালে | ১৬০ |
| অছিয়ত | ১৬১ |
| ফারায়েযের অংশ | ১৬৪ |
| যবিল ফুরূযদের তফছীল | ১৬৫ |


**ষষ্ঠ খণ্ড**


| | |
|---|---|
| সমাজ ব্যবস্থার তুলনামূলক বিশ্লেষণ ও সমাজের প্রচলিত কুপ্রথার সংশোধন | ১৬৭ |
| শিশু পালন | ১৬৯ |
| আকীকাহ্ | ১৭০ |
| বিস্‌মিল্লাহ্ শুরু করা ও মক্তবে পাঠান | ১৭১ |
| নামাযের অভ্যাস, খাত্‌না | ১৭২ |
| বালেগ হওয়া, সংযমের অভ্যাস | ১৭৩ |
| মসজিদ, মক্তব | ১৭৫ |
| মাদ্রাসা | ১৭৬ |
| দাড়ি রাখা ও মোচ খাট করা | ১৭৭ |
| লেবাস-পোশাক | ১৭৮ |
| হাফপ্যান্ট | ১৭৯ |
| নেক্‌টাই | ১৮০ |
| ফুলপ্যান্ট, নারীর মাথার চুল কাটা | ১৮১ |
| পুরুষের দাড়ি কাটা | ১৮২ |
| পুরুষের মাথা খোলা রাখা, নারীদের মাথা খোলা রাখা, শাড়ী, সিনেমা | ১৮৩ |
| কুসংসর্গ বর্জন, নাচ | ১৮৪ |
| গান-বাদ্য | ১৮৬ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| কুকুর পালা এবং ছবি রাখা, মানুষের শরীরের ১০টি সুন্নতে আম্বিয়া | ১৯২ |
| সংযম অভ্যাসের দ্বিতীয় স্তর | ১৯৩ |
| তাস-পাশা ইত্যাদি খেলা, ফুটবল খেলা, আতশবাজি | ১৯৪ |
| মাথায় টিকি রাখা ও মাথার সামনের চুল লম্বা রাখা, বিবাহ সম্পর্কে | ১৯৫ |
| পাত্র-পাত্রী নির্বাচন, স্বামী-স্ত্রীর শপথ গ্রহণ | ১৯৭ |
| বিবাহ সম্পর্কে আরো কথা | ২০২ |
| সন্তান জন্মিলে | ২০৩ |
| মকতব ও মাদ্রাসা সম্বন্ধে আরো কথা | ২০৪ |
| বিবাহ সম্পর্কে আরও জ্ঞাতব্য বিষয় | ২০৫ |
| একাধিক বিবাহ | ২০৬ |
| বাল্য বিবাহ, তালাক | ২০৯ |
| হিলা-শরা | ২১০ |
| পর্দা রক্ষা করা ফরয | ২১১ |
| ভোরে গাত্রোত্থান | ২১২ |
| কোরআন শরীফ তেলাওয়াত, মেয়েদের কয়েকটি কুপ্রথা | ২১৩ |
| বগলের ও নাভির নীচের পশম, কুঅভ্যাস শুরু হইতেই বর্জন করা উচিত | ২১৪ |
| সহশিক্ষা, বিভিন্ন নামে বিভিন্ন প্রকার জুয়া, কু-চিকিৎসা | ২১৫ |
| ওয়াযের মাহ্‌ফিল | ২১৬ |
| জায়গীর | ২১৯ |
| সমাজ বন্ধন | ২২০ |
| সীরাতে পাক | ২২১ |
| মাদ্রাসার জন্য চাঁদা গ্রহণ | ২২৩ |
| দানের ফযীলত | ২২৪ |
| ওস্তাদ ভক্তি ও ওস্তাদের খেদমত | ২২৫ |
| ওস্তাদকে হাদিয়া ও বিনিময় প্রদান | ২২৬ |
| খাদ্য সম্বন্ধীয়, খানার মজলিস | ২২৭ |
| ডান হাত, দাঁড়াইয়া পেশাব করা, বিভিন্ন প্রকারের জুয়া | ২২৮ |
| জাতীয়তা, অছিয়ত | ২২৯ |
| মানুষ যখন মরিয়া যাইবে | ২৩০ |
| ফারায়েয | ২৩১ |
| হুকুমতকে সৎপরামর্শ, 'মুহার্‌রাম' ও 'আশুরা' | ২৩৩ |
| ছফর মাস | ২৩৪ |
| রবিউল আউয়াল শরীফ, রবিউস-সানী, রজব শরীফ | ২৩৫ |
| শা'বান—শবেবরাত, রমযান, | ২৩৬ |
| রোযার ঈদের চাঁদ—শাওয়াল | ২৩৭ |
| কোরবানীর ঈদ—যিলহজ্জ | ২৩৮ |
| কতিপয় ভুল ধারণা | ২৩৯ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| যবাহ করিবার ফতওয়া, সালাম, মোছাফাহা, মোয়ানাকা | ২৪১ |
| জামাআতি নেযাম | ২৪২ |
| বেহ্তরীন জেহীয | ২৪৩ |
| হেদায়ত ও নছীহতসমূহ | ২৪৪ |
| শ্বশুর বাড়ীর লোকদের সহিত আচার ব্যবহার | ২৪৯ |
| **সপ্তম খণ্ড** | |
| ওযূ ইত্যাদি, নামায | ২৫৪ |
| মৃত্যু ও বিপদের সময়, যাকাত খয়রাত, রোযা | ২৫৫ |
| কোরআন শরীফ তেলাওয়াত, দো'আ ও যিকর | ২৫৬ |
| কসম এবং মান্নত, কারবার (আদান-প্রদান) ভালরূপে করা | ২৫৯ |
| বিবাহ, কাহাকেও কষ্ট দেওয়া | ২৬০ |
| খাওয়ার কুঅভ্যাস দূর করা | ২৬১ |
| কাপড় ইত্যাদি পরা | ২৬২ |
| রোগের চিকিৎসা, স্বপ্ন, সালাম | ২৬৩ |
| হাঁটা, বসা, শোয়া ইত্যাদি, অন্যের সঙ্গে বসা, কথা | ২৬৪ |
| বিবিধ | ২৬৫ |
| মনের সংশোধন ও লোভের প্রতিকার | ২৬৬ |
| বেশী কথা বলার দোষ, রাগ দমনের পন্থা | ২৬৭ |
| হাসাদ—হিংসা বা পরশ্রীকাতরতা | ২৬৮ |
| দুনিয়া এবং অর্থলোভ ও তাহার প্রতিকার | ২৬৯ |
| কৃপণতার অপকারিতা ও তাহার প্রতিকার, প্রশংসা ও যশের আকাঙ্ক্ষার অপকারিতা ও তাহার প্রতিকার | ২৭০ |
| অহঙ্কার ও তাহার প্রতিকার, আত্মগর্ব ও তাহার প্রতিকার | ২৭১ |
| রিয়াকারীর দোষ ও তাহার প্রতিকার, কয়েকটি জরুরী কথা | ২৭২ |
| আরও জরুরী একটা কথা, তওবা এবং তাহার প্রণালী, আল্লাহ্ তা'আলার ভয় | ২৭৩ |
| আল্লাহ্ তা'আলার রহমতের আশা রাখা, ছবর | ২৭৪ |
| শোক্র, কতকগুলি উপদেশ | ২৭৫ |
| তাওয়াক্কুল, আল্লাহ্র সঙ্গে মহব্বত পয়দা করার নিয়ম | ২৭৬ |
| রেযা বিল-ক্বাযা, ছেদক ও এখলাছ হাছেল করিবার নিয়ম | ২৭৭ |
| মোরাকাবা (আল্লাহ্র ধ্যান) হাছেল করিবার নিয়ম, কোরআন তেলাওয়াতের মধ্যে হুযূরে ক্বাল্ব হাছেল করার নিয়ত | ২৭৮ |
| নামাযে হুযূরে ক্বালব হাছেলের নিয়ম, মুরীদ হওয়ার ফায়েদার কথা | ২৭৯ |
| পীরে কামেলের শর্ত | ২৮০ |
| পীরী-মুরিদী সম্বন্ধে কয়েকটি উপদেশ | ২৮১ |
| নিম্নের উপদেশগুলি হামেশা পালন করিবে | ২৮৪ |
| কতকগুলি হাদীস, নিয়ত খালেছ করা, রিয়াকারী বর্জন, কোরআন হাদীসের নির্দেশানুযায়ী চলা | ২৮৭ |

বিষয় পৃষ্ঠা

নেক কাজের পথ আবিষ্কার ও বদ-কাজের ভিত্তি স্থাপন,
এল্‌মে দ্বীন বা ধর্ম-জ্ঞান শিক্ষা করা ..... ২৮৮
ধর্মের কথা গোপন করা, মাসআলা জানিয়া আমল না করা,
পেশাব হইতে সতর্ক থাকা, ওযু-গোসল ভাল করিয়া করা,
মিসওয়াক করা, ওযূতে ভালরূপে পানি না পৌঁছান ..... ২৮৯
নামাযের জন্য মেয়েলোকদের বাহিরে যাওয়া,
নামাযের পাবন্দি, আউয়াল ওয়াক্তে নামায পড়া,
ভালরূপে নামায না পড়া ..... ২৯০
নামাযে এদিক-ওদিক তাকান, নামাযের সামনে দিয়া যাওয়া,
জানিয়া বুঝিয়া নামায ক্বাযা করা, করযে হাসানা দেওয়া,
গরীব দেনাদারকে সময় দেওয়া ..... ২৯১
কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করার ছওয়াব,
অভিশাপ বা বদ দো'আ দেওয়া,
হারাম মাল কামাই করা ও খাওয়াপরা,
ধোঁকা দেওয়া (মহাপাপ), করয লওয়া ..... ২৯২
সঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও দেনা পরিশোধ না করা,
সুদ লওয়া ও দেওয়া গোনাহ্,
পরের জমি গছব করিয়া লওয়া (মহাপাপ),
মযুরী সঙ্গে সঙ্গে দিবে, একটুও দেরী করিবে না,
সন্তান মারা গেলে, মেয়েলোকের পর্দা করা জরুরী ..... ২৯৩
আতর (সুগন্ধি) লাগাইয়া পর-পুরুষের সামনে যাওয়া,
মেয়েলোকের পাতলা কাপড়া পরা,
মেয়েলোকের পুরুষের ছুরত বানান বা কাপড় পরা,
শান দেখাইবার জন্য কাপড় পরা,
কাহারো উপর যুল্‌ম (অত্যাচার) করা ..... ২৯৪
দয়া ও রহম করা, সৎকাজে আদেশ করা বদ কাজে নিষেধ করা,
মুসলমানের দোষ ঢাকিয়া রাখা,
কাহারও অপমান বা অনিষ্ট দেখিয়া খুশী হওয়া,
কোন গোনাহ্‌র কারণে তা'না বা খোটা দেওয়া,
ছগীরা (ছোট ছোট) গোনাহ্ করা ..... ২৯৫
মা-বাপকে সন্তুষ্ট রাখা, আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করা,
পিতৃহীন (এতীমের) লালন পালন করা,
পাড়া প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া ..... ২৯৬
কোন মুসলমানের কোন কাজ করিয়া দেওয়া,
লজ্জাশীলতা এবং নির্লজ্জতা, ভাল স্বভাব এবং মন্দ স্বভাব,
কোমল এবং কঠোর ব্যবহার ..... ২৯৭
কাহারও ঘরে বা বাড়ীতে উঁকি মারা,
বিনা এজাযতে কাহারও গোপনীয় কথায় কান দেওয়া,
রাগ করা, কথা বলা ত্যাগ করা,
কোন মুসলমানকে বে-ঈমান বলা ও অভিশাপ দেওয়া ..... ২৯৮

বিষয় পৃষ্ঠা

কোন মুসলমানকে (অনর্থক) ভয় দেখান,
মুসলমানের ওযর ক্বুবুল করিয়া লওয়া,
চোগলখুরী ও গীবৎ করা বড় গোনাহ্,
কাহারও উপর মিথ্যা দোষারোপ করা, কথা কম বলা (ভাল) ..... ২৯৯
নম্র ব্যবহার, অহংকার করা,
সদা সত্য কথা বলিবে, মিথ্যা বলা (বড় দোষ),
দোমুখো মানুষ (ভাল নহে),
এক আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের কসম খাওয়া,
ঈমানের কসম খাওয়া ..... ৩০০
রাস্তা হইতে কষ্টদায়ক জিনিস সরাইয়া দেওয়া, ওয়াদা ঠিক রাখা,
আমানত পুরা না করা, জ্যোতিষী দ্বারা ভাগ্য গণনা করান,
কুকুর পালা, ফটো বা ছবি রাখা, বিনা ওযরে উপুড় হইয়া শয়ন করা,
কিছু রৌদ্রে কিছু ছায়ায় শোয়া বা বসা,
কুলক্ষণ বা কুযাত্রা মানা, ..... ৩০১
দুনিয়ার লোভ না করা, মৃত্যুকে স্মরণ করা,
বিপদে ও বালা মুছীবতে ছবর, রোগীর সেবা শুশ্রুষা,
মৃত ব্যক্তির দাফন-কাফন, ..... ৩০২
চিল্লাইয়া ক্রন্দন করা, এতীমের মাল খাওয়া,
কিয়ামতের হিসাব-নিকাশ ..... ৩০৩
বেহেশ্‌ত ও দোযখের কথা, কিয়ামতের আলামত ..... ৩০৪
দাজ্জালের ফেৎনা ..... ৩০৭
সারা দুনিয়ায় মুসলমান, ইয়াজুজ মাজুজের ফেৎনা,
আকাশের ধুঁয়া, ..... ৩০৯
পশ্চিম দিকে সূর্য উদয়, দাব্বাতুল আর্‌দ (অদ্ভুত জন্তু),
সারা দুনিয়ায় কাফের, বায়তুল্লাহ্ শহীদ এবং কিয়ামত ..... ৩১০
খাছ ক্বিয়ামতের কথা, বড় শাফাআত, হিসাব শুরুর সুপারিশ ..... ৩১১
কিয়ামতের হিসাব-নিকাশ, অন্যান্য শাফা'আত ..... ৩১২
বেহেশ্‌তের নেয়ামতের বর্ণনা ..... ৩১৩
দোযখের আযাবের বর্ণনা ..... ৩১৫
যে কাজ না করিলে ঈমান অপূর্ণ থাকিয়া যায়ঃ
ঈমানের শাখা-প্রশাখার বয়ান ..... ৩১৬
স্বীয় নফ্‌স ও সাধারণ লোকদের অপকারিতা ..... ৩১৮
নিজ নফ্‌সের সঙ্গে ব্যবহার ..... ৩১৯
জনগণের সঙ্গে ব্যবহার ও গোনাহ্ হইতে আত্মরক্ষা ..... ৩২২
প্রথম প্রকার লোকের সঙ্গে ব্যবহার,
দ্বিতীয় প্রকার লোকের সঙ্গে ব্যবহার ..... ৩২৩
তৃতীয় প্রকার লোকের সঙ্গে ব্যবহার ..... ৩২৫
অন্তর পরিষ্কারের প্রয়োজনীয়তা ..... ৩২৬
সাধারণ মেয়েলোকদের প্রতি নছীহত ..... ৩৩০
খাছ যাহারা মুরীদ হইবে তাহাদের প্রতি নছীহত ..... ৩৩১

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

# বেহেশ্‌তী জেওর

## চতুর্থ খণ্ড

## বিবাহ

**১। মাসআলা ঃ** বিবাহ আল্লাহ্ তা'আলার অতি বড় একটি নেয়ামত। ইহা দ্বারা দ্বীনেরও উপকার হয় এবং দুনিয়ারও উপকার হয়। ইহার উপকারিতা এবং সদুদ্দেশ্যাবলী অনেক বেশী। বিবাহ দ্বারা মানুষ গোনাহ্ হইতে রক্ষা পায়, চক্ষু বা দিল এদিক ওদিক যায় না এবং মনের চাঞ্চল্য দূর হয়। বড় বিষয় এই যে, বিবাহে যেমন পার্থিব উপকার হয়, তেমন আখেরাতেরও উপকার হয়। কেননা, (পার্থিব উপকারিতা, ঘর-গৃহস্থালির সুশৃঙ্খলা ত আছেই, তাছাড়া হাদীস শরীফে আছে,) 'স্বামী-স্ত্রী যে সময়মত গোপন ঘরে বসিয়া প্রেমালাপ বা হাসি-ঠাট্টা করে তাহার ছওয়াব নফল নামাযের চেয়ে কম নহে।

**২। মাসআলা ঃ** দুই জনের মুখের দুইটি কথা অর্থাৎ 'ঈজাব' এবং 'কবূলের' দ্বারা নেকাহ্‌র আক্‌দ (বিবাহ-বন্ধন) সম্পাদিত হইয়া যায়। যেমন—যদি দুল্‌হানের পিতা সাক্ষীদের সামনে দুল্‌হাকে লক্ষ্য করিয়া বলেন যে, 'আমি আমার কন্যাকে আপনার নিকট বিবাহ দিলাম' এবং দুল্‌হা বলে যে, 'আমি কবূল করিলাম'—তবেই নেকাহ্‌র আক্‌দ হইয়া যাইবে এবং দুল্‌হা-দুল্‌হান উভয়ে স্বামী-স্ত্রী হইয়া যাইবে।

অবশ্য যদি তাহার একাধিক কন্যা থাকে, তবে মেয়ের নামও উল্লেখ করিতে হইবে (এবং নেকাহ্‌র আক্‌দের সময় মহরের উল্লেখ করিয়া দেওয়াও উত্তম এবং তৎপূর্বে খোৎবায়ে মাছুরা পড়া এবং পরে খোরমা, মিঠাই ইত্যাদির দ্বারা হাজিরানে মজলিসের মুখ মিঠা করা মোস্তাহাব। যদিও দুইজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুইজন স্ত্রীলোকের সামনে 'ঈজাব-কবূল' হইলেই নেকাহ্‌র আক্‌দ হইয়া যায়; তবুও ভাই-বেরাদর, পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবগণের প্রকাশ্য সভায় বিবাহ হওয়াই উত্তম।

**৩। মাসআলা ঃ** কেহ যদি বলে, 'আপনার অমুক মেয়ের বিবাহ আমার সহিত দিয়া দেন' এবং তদুত্তরে মেয়ের পিতা বলে, 'আচ্ছা আমি তাহার বিবাহ আপনার সহিত দিয়া দিলাম', তবে (এইরূপ বলাতেও) বিবাহ হইয়া যাইবে, প্রার্থী পুনরায় 'আমি কবূল করিলাম' এই কথা না বলিলেও চলিবে।

**৪। মাসআলা ঃ** মেয়ে যদি সামনে উপস্থিত থাকে এবং তাহার দিকে ইশারা করিয়া বলে যে, 'আমার এই মেয়ের বিবাহ আপনার সহিত দিয়া দিলাম' এবং দ্বিতীয় পক্ষ অর্থাৎ দুল্‌হা বলে যে, 'আমি কবূল করিলাম', তবে তাহাতেই বিবাহ দুরুস্ত হইবে, মেয়ের নাম উল্লেখ করার দরকার

হইবে না। আর যদি মেয়ে সামনে উপস্থিত না থাকে, তবে মেয়ের নাম এবং তাহার পিতার নাম এই পরিমাণ উচ্চ শব্দে বলিতে হইবে যে, সকল সাক্ষীরা যেন পরিষ্কার শুনিতে পায় যদি শুধু বাপের নাম উল্লেখ করাতে যথেষ্ট পরিচয় না হয়, সকলে পরিষ্কাররূপে বুঝিতে না পারে যে, কাহার বিবাহ কাহার সহিত হইল, তবে দাদার নামও উল্লেখ করিতে হইবে। ফলকথা এই যে, নাম-ধাম এমনভাবে উল্লেখ করা আবশ্যক যাহাতে সকলেই বুঝিতে পারে যে, অমুকের বিবাহ হইতেছে।

৫। **মাসআলা ঃ** বিবাহ দুরুস্ত হওয়ার জন্য শর্ত এই যে, অন্ততঃ (পূর্ণ বয়স্ক সজ্ঞান মুমিন মুসলমান) পুরুষ অথবা একজন পুরুষ এবং দুইজন স্ত্রীলোকের সাক্ষাতে ঈজাব কবূলের কথা দুইটি হওয়া দরকার এবং তাহাদেরও নিজ কানে উভয়ের কথা শুনা দরকার; আর যদি মেয়ের পিতা একা একা অথবা একজন পুরুষের সামনে অথবা শুধু স্ত্রীলোকদের বা বালকদের সামনে ঈজাবের কথা বলে যে, 'আমি আমার অমুক মেয়েকে আপনার সহিত বিবাহ দিলাম' এবং অপর পক্ষ বলে যে, 'আমি কবূল করিলাম' তবে তাহাতে বিবাহ দুরুস্ত হইবে না।

৬। **মাসআলা ঃ** যদি শুধু দশ বার জন মেয়েলোকের সাক্ষাতে ঈজাব-কবূল করে, তবে তাহাতেও বিবাহ হইবে না। ফলকথা এই যে, দুইজন মেয়েলোকের সঙ্গে একজন পুরুষ থাকাই চাই, বহু সংখ্যক মেয়েলোক হইলে তবুও তাহাদের সহিত একজন পুরুষ থাকাই চাই।

৭। **মাসআলা ঃ** যদি দুইজন অমুসলমান পুরুষের সামনে অথবা একজন মুসলমান পুরুষ এবং অন্যান্য অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকদের সামনে অথবা একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলমান পুরুষ এবং একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলমান স্ত্রীলোক এবং অন্যান্য অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক-বালিকাদের সামনে 'ঈজাব-কবূল' হয়, তবে বিবাহ দুরুস্ত হইবে না।

৮। **মাসআলা ঃ** প্রকাশ্য সভায়, যেমন জামে' মসজিদে জুমু'আর নামাযের পর অথবা এইরূপ অন্য কোন মজলিসে বিবাহ হওয়াই অতি উত্তম, যাহাতে বিবাহের সংবাদ সকলেই অবাধে জানিতে পারে; গোপনে বিবাহ হওয়া উচিত নহে। অবশ্য একান্তই যদি কোন ঠেকা পড়ে, তবে কমের পক্ষে দুইজন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দুইজন স্ত্রীলোকের অবশ্যই উপস্থিত থাকিতে হইবে যাহারা নিজ কানে বিবাহের 'ঈজাব-কবূল' কথাগুলি শুনিতে পায়।

৯। **মাসআলা ঃ** পাত্র এবং পাত্রী উভয় যদি পূর্ণ বয়স্ক বালেগ হয়, তবে তাহারা তাহাদের 'ঈজাব-কবূল' নিজেরাই করিতে পারে। সাক্ষীদের সামনে যদি তাহাদের একজন বলে, 'আমি তোমাকে বিবাহ করিলাম' এবং অন্যজন বলে, 'আমি কবূল করিলাম' তবে তাহাতেও বিবাহ দুরুস্ত হইয়া যাইবে।

১০। **মাসআলা ঃ** সাবালেগ পাত্র বা পাত্রী যদি নিজে 'ঈজাব-কবূল' না করিয়া অন্য কাহাকে বিবাহে 'ঈজাব-কবূল'-এর জন্য উকীল বানাইয়া দেয় এবং উকীল সাক্ষীদের সামনে উকীল স্বরূপ 'ঈজাব-কবূল' করিয়া দেয় তাহাতেও বিবাহ দুরুস্ত হইয়া যাইবে। উকীলের 'ঈজাব-কবূল'-এর পর আর মোয়াক্কেলের অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

## যাহাদের সহিত বিবাহ হারাম

১। **মাসআলা ঃ** (১) নিজের সন্তানের সহিত বিবাহ হারাম। যেমন ছেলে, পোতা, পরপোতা, নাতি, নাতির ছেলে ইত্যাদি (যতই নীচে দিকে যাউক না কেন) সকলের সহিতই বিবাহ হারাম।

(২) এইরূপে বাপ, দাদা, পরদাদা, নানা, পরনানা ইত্যাদি (যতই ঊর্ধ্বে যাউক না কেন,) সকলের সহিতই বিবাহ হারাম।

২। **মাসআলা ঃ** (৩) আপন ভাই, (৪) মামু, (৫) চাচা, ভাতিজা, ভাগিনা ইহাদের সহিত বিবাহ হারাম।

শরীঅতে ভাইয়ের অর্থ এই যে, উভয়েরই মা এবং বাপ উভয়ই এক, অথবা বাপ দুই মা এক, অথবা মা দুই বাপ এক। নতুবা যদি বাপ ও মা উভয়েই ভিন্ন হয়, তবে তাহারা শরীঅত অনুসারে ভাই নহে। তাহাদের সহিত বিবাহ্ দুরুস্ত আছে। (যেমন, বাপের স্ত্রীর ছেলে। এইরূপে শরীঅতে মামু তাহাকে বলে, যে মার শরীঅতী ভাই হয় নতুবা মার চাচাত, মামাত ইত্যাদি ভাইকে শরীঅতে মামু বলে না, তাহাদের সহিত বিবাহ দুরুস্ত আছে। এইরূপে চাচা তাহাকে বলে, যে বাপের উপরোক্ত প্রকারের ভাই হয়, নতুবা বাপের চাচাত, খালাত ইত্যাদি ভাই শরীঅত অনুসারে চাচা নহে, তাহাদের সহিত বিবাহ দুরুস্ত আছে।

৩। **মাসআলা ঃ** (৬) জামাই অর্থাৎ মেয়ের স্বামীর সহিত বিবাহ হারাম। মেয়ের যদি কাহারও সহিত শুধু আক্দ হয়, রোখছতী না হয় বা মেয়ে স্বামীর সহিত গৃহবাস নাও করে, তবুও সেই জামাইর সহিত শাশুড়ীর বিবাহ হারাম।

৪। **মাসআলা ঃ** (৭) বাপ মরিয়া যাওয়ার পর মা যদি দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করে, তবে মায়ের সেই স্বামীর সহিত মেয়ের বিবাহ হারাম। কিন্তু সেই স্বামীর সহিত সহবাস করিবার পূর্বেই যদি মা মরিয়া যায় বা তালাক প্রাপ্তা হয়, তবে মায়ের সেই স্বামীর সহিত মেয়ের বিবাহ হারাম নহে।

৫। **মাসআলা ঃ** (৮) সতীনের পুত্রের সহিত বিবাহ হারাম। স্বামী-সহবাস ভাগ্যে ঘটুক বা সহবাসের পূর্বেই স্বামী তালাক দেউক বা মরিয়া যাউক; তথাপি স্বামীর জন্য স্ত্রীর সন্তানদের সহিত বিবাহ হারাম। (ভাসুর-পুত) বা দেওর-পুতের সহিত বিবাহ হারাম নহে।

৬। **মাসআলা ঃ** (৯) শ্বশুর এবং তাহার বাপ, দাদা, পরদাদা ইত্যাদির সহিত পুত্র-বধূর বিবাহ হারাম। (চাচা-শ্বশুর, মামা-শ্বশুরের সহিত বিবাহ হারাম নহে।)

৭। **মাসআলা ঃ** (১০) নিজের ভগ্নীর স্বামীর সহিত বিবাহ হারাম, যে পর্যন্ত ভগ্নী তাহার বিবাহে থাকে। আর যদি ভগ্নী মরিয়া যায় অথবা ভগ্নীকে তালাক দেয় এবং তালাকের ইদ্দতও শেষ হইয়া যায়, তখন ভগ্নীপতির সহিত বিবাহ হারাম নহে। (এই জন্যই ভগ্নীপতি মাহ্রাম নহে, গায়ের মাহ্রাম। কেননা, মাহ্রাম উহাকে বলে, যাহার সহিত জীবনে কখনও বিবাহ দুরুস্ত হইতে পারে না।) ভগ্নীকে তালাক দেওয়ার পর ইদ্দত পূর্ণ হইবার পূর্বেই যদি অন্য ভগ্নীকে বিবাহ করে, তবে সে বিবাহ দুরুস্ত নহে। (নন্দাই অর্থাৎ, ননদের স্বামীর সহিত, বহনই অর্থাৎ ভগ্নীর স্বামীর সহিত ভগ্নীর মৃত্যু বা তালাকের ইদ্দতের পর এবং বিহাই অর্থাৎ ভাইয়ের শালা, ছেলের শ্বশুর, মেয়ের শ্বশুর প্রভৃতির সহিত বিবাহ হারাম নহে।)

৮। **মাসআলা ঃ** যদি দুই ভগ্নীর একই পুরুষের সহিত বিবাহ হয়, তবে যাহার বিবাহ প্রথমে হইয়াছে তাহার বিবাহ দুরুস্ত হইবে, যাহার বিবাহ পরে হইয়াছে তাহার বিবাহ হারাম ও বাতেল হইবে। (আর যদি আগে পরে আক্দ না হইয়া এক সঙ্গেই দুই বোনের আক্দ একই পুরুষের সহিত হয়, তবে উভয়েরই বিবাহ বাতিল হইবে।)

৯। **মাসআলা ঃ** (১১) নিজের ফুফা এবং খালুর সহিত বিবাহ হারাম, যতদিন পর্যন্ত ফুফু, ফুফার এবং খালা, খালুর বিবাহে থাকে; নতুবা যদি ফুফু বা খালা মরিয়া যায় অথবা তালাক

দিয়া দেয় এবং তালাকের ইদ্দতও শেষ হইয়া যায়, তবে বিবাহ হারাম হইবে না। (এই জন্যই ফুফা এবং খালু মাহ্‌রাম নহে, গায়ের মাহ্‌রাম।)

**১০। মাসআলা ঃ** ফলকথা এই যে, একত্রে এমন দুইজন মেয়েলোককে একজন পুরুষ বিবাহ করিতে পারে না, যাহাদের যে কোন একজনকে যদি পুরুষ ধারণা করা হয়, তবে তাহাদের পরস্পর বিবাহ হইতে পারে না। যেমন, খালা, বোন্‌ঝী, ফুফু, ভাতিজী ইত্যাদি।

**১১। মাসআলা ঃ** (আর যদি একজনকে পুরুষ ধরিলে বিবাহ হারাম হয়, কিন্তু অন্য জনকে পুরুষ ধরিলে হারাম হয় না, তবে এইরূপ দুইজনকে একত্রে বিবাহ করা যায়; যেমন) সতাল মা এবং সতীন-ঝি; (কেননা সতীন-ঝিকে যদি পুরুষ ধরা যায়, তবে এ বিবাহ হারাম হয়; কারণ সতাল মাকে বিবাহ করা হারাম; কিন্তু যদি সতাল মাকে পুরুষ ধরা যায়, তবে সতীন-ঝির সহিত তাহার কোন সম্পর্কই থাকে না, কাজেই বিবাহ হারাম হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে) দুইজনকে একত্রে একজনে বিবাহ করিতে পারে।

**১২। মাসআলা ঃ** পালক-পুত্র বা ধর্ম-ছেলের সহিত বিবাহ হারাম নহে। কেননা শরীঅতে মুখবোলা কুটুম্বিতার কোনই অস্তিত্ব নাই (কাজেই ধর্ম-ছেলে বা ধর্ম-বাপ মাহ্‌রামও হইবে না।)

**১৩। মাসআলা ঃ** আপন মামু অর্থাৎ, মার হাকীকী বা বৈমাত্রেয় বা বৈপিত্রেয় ভাই ব্যতিরেকে অন্য রেশ্‌তার মামুর সতি বিবাহ হারাম নহে। যেমন, মায়ের চাচাত, ফুফাত, মামাত, খালাত ভাইগণ (এইজন্য এইসব মামু মাহ্‌রাম নহে) এইরূপে আপন চাচা ব্যতিরেকে অন্য রেশ্‌তার চাচাদের সহিতও বিবাহ হারাম নহে। এইরূপে আসল ভাঞ্জা, ভাতিজা ব্যতিরেকে অন্য কোন রেশ্‌তার ভাঞ্জা, ভাতিজাদের সহিতও বিবাহ দুরুস্ত আছে। এইরূপে আপন ভাই ব্যতিরেকে চাচাত, মামাত, ফুফাত, খালাত ইত্যাদি রেশ্‌তার ভাইদের সঙ্গেও বিবাহ দুরুস্ত আছে।

**১৪। মাসআলা ঃ** এইরূপে যেখানে বলা হইয়াছে যে, দুই বোনকে বা ভাতিজীকে বা খালা-ভাঞ্জীকে একত্রে একজনে বিবাহ করিতে পারে না, সেখানে এই-ই অর্থ যে, আপন বোন বা আপন খালা-ভাঞ্জী বা আপন ফুফু-ভাতিজী; নতুবা যদি চাচাত, মামাত, খালাত বোন বা ফুফু-ভাতিজী বা খালা-ভাঞ্জী হয়, তবে তাহাদেরকে একত্রে বিবাহ করা হারাম নহে।

**১৫। মাসআলা ঃ** নসবের দিক দিয়া অর্থাৎ, জন্ম ও জাতিগত দিক দিয়া যে সব রেশ্‌তাদারের সহিত বিবাহ হারাম (বাপ, দাদা, ছেলে, চাচা, মামু ভাই, ভাতিজা, ভাগিনা, আর নানা, নাতি, পুতি) দুধের দিক দিয়াও সেইসব রেশ্‌তাদারের সহিত বিবাহ হারাম।যেমন, দুধ-বাপ অর্থাৎ, যাহার দুধ খাইয়াছে তাহার স্বামীর সহিত বিবাহ হারাম; দুধ-ভাই অর্থাৎ, যাহার দুধ খাইয়াছে তাহার পেটের ছেলে বা মেয়ে এবং দুধ পানকারী ছেলে-মেয়ের সহিত বিবাহ হারাম। দুধ-ছেলে,দুধ-পোতা অর্থাৎ যাহাকে নিজের দুধ খাওয়াইয়াছে তাহার সহিত এবং তাহার ছেলের সহিত বিবাহ হারাম। দুধ-চাচা অর্থাৎ দুধ-বাপের ভাইয়ের সহিত বিবাহ হারাম, দুধ-মামু অর্থাৎ দুধ-মার ভাইদের সহিত বিবাহ হারাম। দুধ-ভাতিজা অর্থাৎ দুধ-ভাইয়ের ছেলের সহিত বিবাহ হারাম। দুধ-ভাঞ্জা অর্থাৎ দুধ-ভগ্নীর ছেলের সহিত বিবাহ হারাম।

**১৬। মাসআলা ঃ** (নসবের দিক দিয়া এক, এইরূপ দুই ভগ্নীকে একত্রে বিবাহ করা হারাম। দুধের দিক দিয়া এক, এইরূপ দুই ভগ্নীকেও একত্রে বিবাহ করা (তদ্‌রূপ) হারাম। অর্থাৎ, যদি দুইটি বেগানা মেয়েকে শৈশবে কোন একটি মেয়েলোক দুধ খাওয়াইয়া থাকে, তবে ঐ দুইটি মেয়েকে কোন পুরুষ একত্রে বিবাহ করিতে পারিবে না। (এমন কি, একটির তালাকের ইদ্দতের

মধ্যেও অন্যটিকে বিবাহ করিতে পারিবে না।) মোটকথা, উপরে যে হুকুম বর্ণিত হইয়াছে দুধের রেশ্‌তারও সেই হুকুম! ১৭, ১৮, ১৯ এবং ২০ নং **মাসআলা** পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

**২১। মাসআলা ঃ** মুসলমান মেয়ের বিবাহ অন্য কোন ধর্মাবলম্বী পুরুষের সহিত (বা মোর্‌তাদ[১] বা বে-ঈমানের সহিত) জায়েয নহে।

**২২। মাসআলা ঃ** কোন মেয়েলোকের স্বামী তাহাকে তালাক দিয়া দিলে অথবা স্বামী মরিয়া গেলে যতদিন পর্যন্ত তালাক বা মৃত্যুর ইদ্দত শেষ না হইয়া যাইবে, ততদিন পর্যন্ত অন্য কোন পুরুষের সহিত তাহার বিবাহ জায়েয নহে।

**২৩। মাসআলা ঃ** যে মেয়ের বিবাহ কাহারও সহিত হইয়া গিয়াছে, তাহার বিবাহ অন্য কোন পুরুষের সহিত জায়েয নহে যতদিন পর্যন্ত না ঐ স্বামী মরিয়া যায় অথবা তালাক দিয়া দেয় এবং তালাকের ও মৃত্যুর ইদ্দত পূর্ণ হইয়া যায়।

**২৪। মাসআলা ঃ** দেখুন পরিশিষ্ট 'যাহাদের সঙ্গে বিবাহ হারাম।

**২৫। মাসআলা ঃ** যে পুরুষের বিবাহে চারিটি মেয়েলোক বর্তমান আছে, তাহার জন্য পঞ্চম বিবাহ জায়েয নহে। আর যদি সে চারি স্ত্রীর এক স্ত্রীকে তালাক দিয়া দেয়, তবে যতদিন তাহার ইদ্দত শেষ না হইয়া যাইবে, ততদিন অন্য কোন স্ত্রীলোকের বিবাহ তাহার সহিত জায়েয নহে।

**২৬। মাসআলা ঃ** সুন্নী মুসলমান মেয়ের বিবাহ শিয়া পুরুষের সহিত বহু সংখ্যক আলেমের ফৎওয়া মতে জায়েয নহে।

(কাদিয়ানীর সহিত বিবাহ সমস্ত আলেমগণের ফৎওয়া অনুসারে আদৌ জায়েয নহে।)

আরও এই চারিজন হারাম—(১) পরের স্ত্রী; (২) পুত্র-বধূ; (৩) স্ত্রীর মেয়ে; (৪) দুই বোনের বিবাহ এক সঙ্গে হারাম। খালা বোনঝিও তেমনি এক সঙ্গে হারাম।

যাহাদের সহিত চিরস্থায়ীভাবে বিবাহ হারাম তাহাদিগকে মাহ্‌রাম বলে; যথা ঃ—ফুফু, খালা, শাশুড়ী ইত্যাদি। অস্থায়ীভাবে যাহাদের সহিত বিবাহ হারাম তাহারা মাহ্‌রাম নহে? যথা শালী, পরের-স্ত্রী, খালা-শাশুড়ী, ফুফু-শাশুড়ী ইত্যাদি।

মা, দাদী, নানী আর নাতিনী, পুতিনী
বেটী, ফুফু, খালা আর ভাতিজী, ভাগিনী
দুধ-মাতা, দুধ-বোন, শাশুড়ী, ভাগিনী
এই চৌদ্দ জন জান হারাম একিনী

সাধারণতঃ লোকে যে মামী, চাচী, ভাবী, শালী, শালা-বৌ, সতাল শাশুড়ী, ধর্ম-মা, ধর্ম-বোন বা মেয়েলোকের পক্ষ হইতে চাচা-শ্বশুর, মামা-শ্বশুর, দেওর, দেওর-পুত, ননদ-পুত, ধর্ম-বাপ, ধর্ম-ভাই ইত্যাদিকে মাহ্‌রামের মত মনে করিয়া তদ্‌রূপ দেখা-শুনা বা আলাপ ব্যবহার করে বা দাদা পুত্নীকে, নানা পুত্নীকে বিবাহ করিতে পারে বলিয়া হাসি চাতুরী করে, ইহা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা এবং শরীঅত বিরুদ্ধ।

(যাহাদের সহিত জীবনে কখনও বিবাহ হইতে পারে তাহাদিগকে গায়েরে-মাহ্‌রাম বলে। —অনুবাদক)

**টিকা**

১ যে ব্যক্তি ইসলাম ত্যাগ করিয়া কাফের হইয়াছে।

# ওলী

(ছেলে বা মেয়েকে বিবাহ দিবার ক্ষমতা যাহার আছে, তাহাকে ওলী বলে। ওলীর জন্য আকেল, বালেগ এবং ওয়ারিশ হওয়া শর্ত। আকেল বালেগের উপর কেহ ওলী হইতে পারে না।)

**১। মাসআলা ঃ** মেয়ে এবং ছেলের সর্বপ্রথম ওলী তাহাদের পিতা। পিতা না থাকিলে, দাদা থাকিলে দাদা ওলী হইবে। পিতা এবং দাদা না থাকিলে পরদাদা থাকিলে পরদাদা ওলী হইবে। যদি পিতা, দাদা এবং পরদাদা কেহই না থাকে, তবে হাকীকী ভাই থাকিলে হাকীকী ভাই ওলী হইবে, যদি হাকীকী ভাই না থাকে, তবে বৈমাত্রেয় ভাই থাকিলে বৈমাত্রেয় ভাই ওলী হইবে। যদি বৈমাত্রেয় ভাইও না থাকে এবং হাকীকী ভাইয়ের ঘরের ভাতিজা থাকে, তবে হাকীকী ভাইয়ের ঘরের ভাতিজা ওলী হইবে। যদি হাকীকী ভাইয়ের ঘরে ভাতিজা না থাকে এবং বৈমাত্রেয় ভাইয়ের ঘরে ভাতিজা থাকে, তবে বৈমাত্রেয় ভাইয়ের ঘরের ভাতিজা ওলী হইবে। যদি ভাতিজা কেহই না থাকে, তবে ভাতিজার ছেলে এবং ভাতিজার ছেলে না থাকিলে ভাতিজার পোতা (উপরোক্ত তরতীব অনুযায়ী) ওলী হইবে। যদি ইহারা কেহই না থাকে, তবে হাকীকী চাচা ওলী হইবে। হাকীকী চাচা না থাকিলে সতাল চাচা, যদি চাচা কেহই না থাকে, তবে চাচাত ভাই ওলী হইবে। যদি চাচাত ভাই কেহই না থাকে, তবে চাচাত ভাইয়ের ছেলে ওলী হইবে। যদি চাচাত ভাইয়ের ছেলে না থাকে, তবে চাচাত ভাইয়ের পোতা ওলী হইবে। (উপরোক্ত তরতীব অনুযায়ী) যদি চাচা বা চাচার কোন আওলাদ না থাকে, তবে বাপের চাচা ওলী হইবে, বাপের চাচা না থাকিলে তাহার আওলাদ থাকিলে তাহারা ওলী হইবে। যদি বাপের চাচা বা তাহার ছেলে, পোতা, পরপোতা কেহই না থাকে, তবে দাদার চাচা, তারপর তাহার ছেলে, তারপর তাহার পোতা পরপোতারা তরতীব অনুসারে ওলী হইবে।

যদি এইসব জ্ঞাতির পুরুষবর্গের মধ্যে কেহই না থাকে, তবে তখন মা ওলী হইবে, তারপর দাদী, তারপর নানী, তারপর নানা, তারপর হাকীকী ভগ্নী, তারপর বৈমাত্রেয় ভগ্নী, তারপর বৈপিত্রেয় ভাই, ভগ্নী, তারপর ফুফু, তারপর মামু, (তাপরপর চাচাত ভগ্নী,) ক্রমাগত এইসবও ওলী হইতে পারে। (এক শ্রেণীর কয়েকজন ওলী হইলে বড়জন অন্যান্যদের সহিত পরামর্শ করিয়া কাজ করিবে। মুরুব্বীর অনুমতি লইয়া অন্যেও কাজ করিতে পারে।)

**২। মাসআলা ঃ** নাবালেগ ছেলে বা উন্মাদ, পাগল কাহারও ওলী হইতে পারিবে না। এইরূপে কাফেরও কোন মুসলমানের ওলী হইতে পারে না। (এমনকি, বাপ যদি কাফের হয় এবং মেয়ে মুসলমান হয়, তবে ঐ মেয়ের ওলী ঐ বাপ হইতে পারিবে না।)

**৩। মাসআলা ঃ** মেয়ে বালেগা (আকেলা) হইলে সে স্বাধীন। তাহার উপর কোন ওলী বা অন্য কাহারও এমন ক্ষমতা থাকে না যে, তাহার বিনা অনুমতিতে তাহার বিবাহ দিয়া দিতে পারে। বিনা ওলীতে নিজেদের মন মত বিবাহ বসিবার ক্ষমতাও তাহাদের আছে। এরূপ করিলে ওলী অস্বীকার করিলেও তাহাদের বিবাহ জায়েয হইয়া যাইবে; কিন্তু মেয়ে যদি সমান ঘরে বিবাহ না বসিয়া নীচ ঘরে বিবাহ বসে এবং ওলী তাহাতে মত না দেয়, তবে তাহার বিবাহ দুরুস্ত

হইবে না। আর যদি সমান ঘরে বিবাহ বসিয়া থাকে, কিন্তু মহর অনেক কম হইয়া থাকে, তবে জ্ঞাতি পুরুষগণ মুসলমান হাকিমের নিকট নালিশ করিয়া তাহার ঐ বিবাহ ভঙ্গ করাইয়া দিতে পারে। (এইসব কারণেই হাদীস শরীফে বিনা ওলীতে মেয়েদের বিবাহ বসিতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হইয়াছে এবং ওলীদেরকে বলা হইয়াছে যে, তাহারাও যেন বালেগ ছেলে-মেয়েদের মত না লইয়া তাহাদের বিবাহ না দেয়।)

৪। **মাসআলা ঃ** কোন ওলী যদি সাবালেগ মেয়ের বিবাহ তাহার "এয্ন" (অনুমতি) ছাড়া দিয়া দেয়, তবে সে বিবাহ দুরুস্ত হইবে না; মওকুফ্ থাকিবে। পরে যদি মেয়ে রাজী হয়, তবে বিবাহ জায়েয হইবে। আর যদি রাজী না হয়, তবে সে বিবাহ বাতিল হইয়া যাইবে।

## মেয়ের এয্নের নিয়ম

৫। **মাসআলা ঃ** সাবালেগা অবিবাহিতা মেয়ের থেকে এয্ন নেওয়ার নিয়ম এই যে, ওলী যদি তাহাকে বলে, 'আমি তোমাকে অমুক জায়গায় অমুকের ছেলে অমুকের সহিত বিবাহ দিতেছি বা বিবাহ দিলাম বা বিবাহ দিয়াছি' এবং এই কথার পর মেয়ে (অসম্মতিসূচক কোন ভাব প্রকাশ না করিয়া সম্মতিসূচক ভাব প্রকাশ করে অর্থাৎ, গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়া) চুপ করিয়া থাকে অথবা (মানসিক খুশীতে মিটি মিটি) হাসিতে থাকে অথবা (মা-বাপের বাড়ী ছাড়িয়া পরের বাড়ী যাইতে হইবে এই মনবেদনায়) চোখের পানি ছাড়িয়া দেয়, তবেই বুঝিতে হইবে যে, তাহার সম্মতি আছে। এতটুকু সম্মতি পাইয়া ওলী যদি বিবাহ দিয়া দেয়, তবে তাহা দুরুস্ত হইবে, অথবা যদি আগেই বিবাহ দিয়া থাকে এবং পরে এতটুকু সম্মতি পায়, তবে ইহাতেই পূর্বের আকদ্ ছহীহ্ হইয়া যাইবে। খামখা জোর-জবরদস্তী লজ্জাশীলার লজ্জা ভাঙ্গিয়া তাহার মুখের কথা "রাযী আছি" বাহির করিবার চেষ্টা সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন এবং অন্যায়।

৬। **মাসআলা ঃ** ওলী যদি এয্ন লইবার সময় স্বামীর নাম-ধাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ না করিয়া থাকে, যাহাতে মেয়ে সহজেই তাহাকে চিনিতে পারে এবং পূর্বেও মেয়ে তাহাকে না চিনে, তবে এইরূপ ক্ষেত্রে মেয়ে চুপ করিয়া থাকিলে তাহাতে তাহার এয্ন বা সম্মতি ধরা যাইবে না; বরং স্বামীর নাম-ধাম এমন স্পষ্টভাবে তাহার সামনে উল্লেখ করা দরকার যাহাতে সে সহজেই বুঝিতে পারে যে, সে অমুক ব্যক্তি। এইরূপে এয্ন লইবার সময় যদি মহরের কথা উল্লেখ না করে এবং অনেক কম মহরে বিবাহ দেয়, তবে মেয়ের বিনা অনুমতি ও সম্মতিতে সেই বিবাহ দুরুস্ত হইবে না। পুনরায় বা-কায়েদা তাহার নিকট জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। যদি এজাযত দেয়, তবে বিবাহ হইবে, নতুবা হইবে না।

৭। **মাসআলা ঃ** যদি পাত্রী অবিবাহিতা না হয় অর্থাৎ, বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা হয়, তবে তাহার এয্ন বিনা কথায় হইবে না। ওলী জিজ্ঞাসা করিলে যদি চুপ করিয়া থাকে, তবে তাহাতে তাহার সম্মতি বুঝা যাইবে না; বরং মুখ দিয়া পরিষ্কারভাবে "রাযী আছি" এতটুকু বলার আবশ্যক হইবে। যদি এতটুকু না বলা সত্ত্বেও ওলী বিবাহ করাইয়া দেয়, তবে সেই বিবাহ দুরুস্ত হইবে না, যে-পর্যন্ত পাত্রী মঞ্জুর না করে। অবশ্য পাত্রী পরে মঞ্জুর করিয়া লইলে বিবাহ দুরুস্ত হইয়া যাইবে।

৮। **মাসআলা ঃ** বাপ বর্তমান থাকা সত্ত্বে যদি ভাই, চাচা ইত্যাদি অবিবাহিতা পাত্রীর নিকট এয্ন চায়, তবে চুপ থাকাতে এয্ন ধরা যাইবে না; বরং মুখ দিয়া পরিষ্কার বলিলে তখন এয্ন ধরা যাইবে। অবশ্য যদি বাপ তাহাদিগকে এয্ন আনিবার জন্য পাঠায়, তবে চুপ থাকিলেও এয্ন

ধরা যাইবে। সারকথা এই যে, শরীঅত অনুসারে যে ওলীর হক অগ্রগণ্য, তিনি নিজে বা তাঁহার প্রেরিত লোকে জিজ্ঞাসা করিলে চুপ থাকিলেও এজাযত ধরা যাইবে, নতুবা অন্য কেহ জিজ্ঞাসা করিলে চুপ থাকিলে এজাযত ধরা যাইবে না। যেমন, বাপ বর্তমান থাকা সত্ত্বে যদি দাদা অবিবাহিতা পাত্রীকে জিজ্ঞাসা করে, তবে চুপ থাকিলে এজাযত ধরা যাইবে না। এইরূপে যদি ওলী হওয়ার হক থাকে ভাইয়ের, আর জিজ্ঞাসা করে চাচা, তবে চুপ থাকিলে এজাযত ধরা যাইবে না; বরং মুখে স্পষ্ট এজাযতের শব্দ বলিলে, তবেই এজাযত ধরা যাইবে।

৯। **মাসআলা ঃ** ওলী যদি অবিবাহিতা বালেগা পাত্রীর নিকট জিজ্ঞাসা না করিয়া বিবাহ দিয়া দেয় এবং পরে নিজেই বলে অথবা অন্য কাহারও মারফৎ বলায় যে, তোমার বিবাহ অমুকের সঙ্গে করিয়া দিয়াছি এবং তাহা শুনিয়া পাত্রী চুপ থাকে, তবে তাহাতেও এজাযতই ধরা যাইবে। কিন্তু যদি (ওলী বা ওলীর প্রেরিত ব্যক্তি ছাড়া) অন্য কেহ এই খবর পৌঁছায় তবে দেখিতে হইবে, যদি দুইজন লোক অথবা একজন বিশ্বস্ত লোক খবর পৌঁছাইয়া থাকে এবং সে খবর শুনিয়া চুপ থাকিয়া থাকে, তবে তাহাতে এজাযতই ধরা যাইবে। আর যদি একজন অবিশ্বস্ত লোক খবর পৌঁছাইয়া থাকে, তবে তাহাতে চুপ থাকিলে এজাযত ধরা যাইবে না, বিবাহ মওকুফ থাকিবে। যদি পাত্রী মঞ্জুর করে, দুরুস্ত হইবে; নতুবা বাতিল হইয়া যাইবে।

১০ নং **মাসআলা** পরিশিষ্টে ওলীর বয়ান দ্রষ্টব্য।

১১। **মাসআলা ঃ** তদ্রূপ ছেলেও বালেগ হইলে তাহার উপর তাহার ওলীর সম্পূর্ণ অধিকার থাকে না; বরং তাহার অনুমতি লইয়া তাহার বিবাহ ধার্য করিতে হইবে এবং বিনা অনুমতিতে বিবাহ করাইলে তাহার সম্মতি ছাড়া সে বিবাহ দুরুস্ত হইবে না। যদি সম্মতি দেয়, তবে দুরুস্ত হইবে, আর যদি সম্মতি না দেয়, তবে বাতিল হইয়া যাইবে। অবশ্য বালেগ ছেলে এবং বালেগা মেয়ের মধ্যে এতটুকু পার্থক্য আছে যে, বালেগা মেয়ে যদি অবিবাহিতা হয়, তবে বলার বা জিজ্ঞাসার পর তাহার চুপ থাকাই সম্মতি এবং অনুমতি ধরা যাইবে; কিন্তু ছেলে বালেগ হইলে তাহার মুখের কথা ব্যতিরেকে অনুমতি বা সম্মতি ধরা যাইবে না, মুখে পরিষ্কার বলা ছেলের জন্য জরুরী।

১২। **মাসআলা ঃ** ছেলে বা মেয়ে না-বালেগ থাকিলে তাহাদের কোনই ক্ষমতা বা স্বাধীনতা থাকে না, ওলীর বিনা অনুমতিতে তাহাদের বিবাহ-শাদী করিবার ক্ষমতা নাই। এমনকি, যদি কোন না-বালেগ নিজের বিবাহ নিজে বা অন্য কেহ করাইয়া দেয়, তবে ওলীর অনুমতি সাপেক্ষ দুরুস্ত হইবে, আর যদি ওলী এজাযত না দেয়, তবে বাতিল হইয়া যাইবে। তাহাদের বিবাহ দেওয়া না দেওয়ার পুরা এখ্‌তিয়ার ওলীর। যাহার সাথে ইচ্ছা বিবাহ দিতে পারে। না-বালেগ ছেলে-মেয়ে ঐ বিবাহ রদ করিতে পারে না। না-বালেগা মেয়ে কুমারী হউক অথবা পূর্বে অন্যত্র বিবাহ হইয়া থাকুক এবং স্বামী-গৃহে গমন করিয়া থাকুক বা না থাকুক উভয়ের একই হুকুম।

১৩। **মাসআলা ঃ** না-বালেগা মেয়ে বা ছেলের বিবাহ যদি বাপ বা দাদা করায়, তবে তাহাদের বালেগ হওয়ার পরও সেই বিবাহ রদ করিবার কোনই ক্ষমতা নাই।

১৪। **মাসআলা ঃ** যদি বাপ এবং দাদা ছাড়া অন্য কোন ওলী (চাচা, ভাই ইত্যাদি) না-বালেগ ছেলে বা মেয়ের বিবাহ করায়, তবে যদি সমান সমান ঘর হয় এবং মহরও ঠিক মত হয়, তবে ত উপস্থিত তাহাদের বিবাহ দুরুস্ত হইয়া যাইবে, কিন্তু নাবালেগ ছেলে বা মেয়ে যখন বালেগ হইবে, তখন যদি তাহারা ঐ বিবাহ ঠিক রাখিতে না চায়, তবে সে ক্ষমতা তাহাদের আছে, কিন্তু

তাহাদের মুসলমান হাকিমের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। মুসলমান হাকিম যদি ঐ বিবাহ ভাঙ্গিয়া দেন, তবে সে বিবাহ ভাঙ্গিয়া বাতিল হইয়া যাইবে, (নতুবা যে পর্যন্ত মুসলমান হাকিম না ভাঙ্গিয়া দিবেন, শুধু নিজে নিজে বিবাহ ভাঙ্গিতে পারিবে না বা কোন বিধর্মী হাকিমের হুকুমেও বিবাহ ভঙ্গ হইবে না,) আর যদি এই শ্রেণীর ওলীরা অর্থাৎ, বাপ এবং দাদা ছাড়া অন্য ওলীরা মেয়ের বিবাহ নীচ ঘরে বা অনেক কম মহরে এবং ছেলের বিবাহ অনেক বেশী মহরে করায়, তবে সে বিবাহ দুরুস্ত হইবে না।

**১৫ নং এবং ১৬ নং মাসআলা ঃ** পরিশিষ্টে ওলীর বয়ান দেখুন।

**১৭। মাসআলা ঃ** শরীঅতের নিয়ম অনুসারে যিনি না-বালেগা মেয়েকে বিবাহ দিবার হক্‌দার ওলী ছিলেন, তিনি হয়ত এত দূরদেশে আছেন যে, তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া কাজ করিতে গেলে হয়ত এমন সুযোগ্য পাত্র আর পাওয়া যাইবে না, পাত্র পক্ষ হইতে যাহারা পয়গাম পাঠাইয়াছে তাহারাও দেরী করিতে প্রস্তুত নহে, এরকম ক্ষেত্রে আসল ওলীর পরবর্তী যে ওলী থাকিবে তাহারও বিবাহ দিবার ক্ষমতা থাকিবে। যদি এরকম ক্ষেত্রে আসল ওলীর পরবর্তী ওলী আসল ওলীর নিকট হইতে অনুমতি বা পরামর্শ না লইয়াই বিবাহ দিয়া দেয়, তবুও সে বিবাহ দুরুস্ত হইবে। কিন্তু যদি এত দূরে না থাকে যে, তাহার অনুমতি আনিতে গেলে সুযোগ ছুটিয়া যাইবে, তবে আসল ওলীর বিনা অনুমতিতে অন্য কোন ওলীর বিবাহ দেওয়া উচিত নহে। যদি দেয়, তবে সে বিবাহ মওকুফ থাকিবে। যদি আসল ওলী এজাযত দেয়, তবে দুরুস্ত হইবে, নতুবা বাতিল হইয়া যাইবে।

**১৮। মাসআলা ঃ** এইরূপে আসল ওলীর উপস্থিতি সত্ত্বেও যদি পরবর্তী ওলী তাহার নিকট কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়াই না-বালেগা মেয়ের বিবাহ দিয়া দেয়; যেমন, আসল ওলী ছিল বাপ, তাহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া দাদা যদি বিবাহ দিয়া দেয় বা আসল ওলী ছিল ভাই, তাহার অনুমতি না লইয়া চাচা যদি বিবাহ দিয়া দেয়, তবে এই বিবাহ মওকুফ থাকিবে। (যদি আসল ওলী অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে বাপ বা ভাই এজাযত দেয়, তবে ত বিবাহ দুরুস্ত হইবে, আর তাহারা এজাযত না দিলে বাতেল ধরা হইবে।)

**১৯। মাসআলা ঃ** কোন মেয়েলোক যদি পাগল ও বুদ্ধিহারা হইয়া যায় এবং তাহার না-বালেগ ছেলেও থাকে এবং বাপও থাকে, এমতাবস্থায় তাহার বিবাহ দিতে হইলে তাহার ছেলে তাহার ওলী হইবে। কেননা, ওলী হওয়ার ব্যাপারে ছেলে বাপের অগ্রগণ্য।

## কুফু

[কে সমান ঘরের, কে সমান ঘরের নয়]

**১। মাসআলা ঃ** মেয়ে বিবাহ দিবার সময় যাহাতে সমান ঘরে বিবাহ হয়, কুফু ছাড়া নীচ ঘরে বিবাহ না হয়, সে বিষয় লক্ষ্য রাখিবার জন্য শরীঅতে যথেষ্ট তাকীদ আসিয়াছে। (কারণ, বিবাহের উদ্দেশ্য হইল অশান্তি দূর করিয়া শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করা এবং স্বামী-স্ত্রী একত্রে মিল-মহব্বতের সহিত জীবন যাপন করিয়া ইহ পরকালের উন্নতি সাধন করিয়া যাওয়া। যদি স্বামী-স্ত্রীতে সামঞ্জস্য না থাকে, তবে কাজ-কর্মের দিক দিয়া, আচার ব্যবহারের দিক দিয়া সংসার-জীবনযাত্রার অনেক অসুবিধা ঘটিতে পারে। বিশষতঃ স্ত্রী পরাধীনা, কাজেই তাহার দিক হইতেও সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার তাকীদ বেশী করা হইয়াছে।) স্বামী ত স্বাধীন, সক্ষম। সে ইচ্ছা

করিলে একটার পরিবর্তে চারিটি বিবাহ করিতে পারে বা মিল্‌মিশ্‌ না হইলে ছাড়িয়াও দিতে পারে; স্ত্রীর ত আর সে ক্ষমতা নাই। এই জন্যই ছেলেকে বিবাহ করাইবার সময় কুফু দেখার জন্য বেশী তাম্বীহ্‌ নাই। শুধু অপাত্রে বীজ বপন না হয়, এইজন্য সচ্চরিত্রা, লজ্জাশীলা, খোদাভক্তা, স্বামীসেবিকা, সন্তান পালনকারিণী দেখিয়া বিবাহ করানই যথেষ্ট। কিন্তু এই যে বড় ঘর, সমান ঘর বা ছোট ঘরের কথা বলা হইতেছে, ইহার উদ্দেশ্য কস্মিনকালেও এই নয় যে, বড় ঘরওয়ালারা নিজেরা বড়াই বা ফখর করিবে এবং ছোট ঘরওয়ালাদের ঘৃণা বা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিবে; যদি এরূপ হয়, তবে তাহারা মহাপাপী হইবে। অবশ্য ছোট ঘরওয়ালারাও বড় ঘরওয়ালাদের হিংসা করিবে না; বরং বড়দের প্রতি ভক্তি ও তা'যীম এবং ছোটদের প্রতি স্নেহ ও ভালবাসাই হাদীসের বিধান। কুফু রক্ষা করিয়া চলা শুধু দুনিয়ার উপকারের জন্যই শরীঅত নির্ধারিত করিয়াছে। তাহার প্রমাণ এই যে, যদি কোন বালেগা মেয়ে নিজ ইচ্ছায় কোন নীচ ঘরের স্বামী পছন্দ করে এবং তাহার বাপ-ভাইয়েরও কোন আপত্তি না থাকে, তবে সে বিবাহ অবাধে জায়েয আছে। তাহাতে আখেরাতের কোন গোনাহ্‌ বা শাস্তি নাই, আর বাপ ভাইয়েরা যদি কলঙ্কের ভয়ে আপত্তি উঠায় এবং বাধা দেয়, তাহাতেও তাহাদের কোন গোনাহ্‌ বা শাস্তি নাই। কারণ, শরীঅতের উদ্দেশ্য যেমন আখেরাতের সুখ-শান্তির বিধান করা তেমনই দুনিয়ার মান-সম্মান রক্ষা ও সুখ-শান্তির বিধান করা। কাজেই পরে অশান্তি সৃষ্টি হইতে পারে, এমন কাজেও শরীঅতে বাধা প্রদান করা হইয়াছে।

—অনুবাদক

২। **মাসআলা ঃ** সমান সমান ঘর কি না, তাহা বিচার করিবার বেলায় পাঁচটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা হইয়াছে, (১) বংশের দিক দিয়া, (২) মুসলমান হওয়ার দিক দিয়া, (৩) দ্বীনদারী, পরহেযগারীর দিক দিয়া, (৪) মালদারীর দিক দিয়া এবং (৫) পেশার দিক দিয়া সমান কি না।

৩। **মাসআলা ঃ** বংশের দিক দিয়া সমান হওয়ার অর্থ এই যে, শেখ, সাইয়্যেদ, আনছারী এবং আল্‌বী[১] সকলকে একই শ্রেণীর ধরা হইয়াছে। অর্থাৎ, যদিও সাইয়্যেদের মর্তবা বড় কিন্তু তাহা সত্ত্বেও যদি কোন সাইয়্যেদের মেয়ের বিবাহ শেখের বা আনছারীর ছেলের সহিত হয়, তবে তাহাকে "কুফু ছাড়া বিবাহ" বলা হইবে না; বরং এই বলা হইবে যে, সমান সমান ঘরে বিবাহ হইয়াছে। (শেখ বলিতে বড় বড় কোরায়শী ছাহাবাদের বংশধরগণকে বুঝায়; যেমন ছিদ্দীকী, ফারূকী, ওসমানী ইত্যাদি। অধুনা বাংলাদেশে যে মুসলমান মাত্রকেই "শেখ" বলে—হউক না সে বঙ্গীয় বা ভারতীয় কোন নওমুসলিম বংশোদ্ভব, সে অর্থ এখানে নয়।)

৪। **মাসআলা ঃ** মোগল, পাঠান ইত্যাদি সব 'আজমীদিগকে বংশের দিক দিয়া একই শ্রেণীভুক্ত ধরা হইয়াছে। কারণ, তাহারা সকলেই 'আজমী' এবং সব 'আজমী' একই শ্রেণীভুক্ত। আর 'আজমী' আরবী কুফু অর্থাৎ সমান হইতে পারে না। কাজেই যদি কোন সাইয়্যেদ বা শেখের মেয়ের বিবাহ কোন পাঠান বা মোগলের ছেলের সহিত হয়, তবে বলা হইবে যে, কুফু ঠিক হয় নাই, নীচ ঘরে বিবাহ হইয়াছে। [জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, ছিদ্দীকী বা সাইয়্যেদ বলিয়া মিছামিছি দাবী করা হারাম। যাহাদের কাছে সনদ বা শেজ্‌রা আছে বা অন্য কোন বিশ্বস্তসূত্রে প্রমাণিত হইয়াছে যে, তাঁহারা সাইয়্যেদ বা শেখ, প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহারাই সাইয়্যেদ

**টিকা**

১ হযরত আলীর বংশধরের মধ্যে যাহারা ফাতেমার গর্ভজাত বংশধর, তাঁহারা সাইয়্যেদ আর তাঁহার অন্যান্য বিবিদের গর্ভজাত তাঁহারা 'আল্‌বী'।

এবং শেখ। নতুবা অনর্থক দাবী করা বা ফখর করা জায়েয নহে। এক শ্রেণীর লোকেরা আনছারী-ছাহাবাদের বংশোদ্ভব না হওয়া সত্ত্বেও আনছারী বলিয়া দাবী করিতেছে, ইহাও সম্পূর্ণ না-জায়েয এবং হারাম।]

৫। **মাসআলা ঃ** বংশ ধরা হয় বাপের দিক দিয়া। মার দিক দিয়া বংশ ধরা হয় না। সুতরাং যদি বাপ সাইয়্যেদ হয়, তবে ছেলেমেয়েও সাইয়্যেদ হইবে এবং যদি বাপ শেখ হয়, তবে ছেলেমেয়েও শেখ হইবে, মা যে কোন বংশেরই হউক না কেন। যদি কোন সাইয়্যেদযাদা কোন পাঠানের বা অন্য কোন নওমুসলিমের মেয়ে বিবাহ করে, তবে সেই ঘরে যে সব ছেলেমেয়ে হইবে তাহাদের বংশ সাইয়্যেদেরই সমান হইবে। অবশ্য যাহার মা-বাপ উভয়ই সাইয়্যেদ তাহার সম্মান নিশ্চয়ই বেশী হইবে। কিন্তু শরীঅতে সবাইকে একই শ্রেণীভুক্ত ধরা হইবে। [এইরূপে বঙ্গদেশে হিন্দুদের দেখাদেখি যে কু-প্রথা প্রচলিত হইয়াছে, বিধবা নারীকে বিবাহ করিলে বা দ্বিতীয় বিবাহ করিলে সেই ঘরের ছেলেমেয়েকে নীচ বলিয়া ধরা হয়, ইহা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা এবং শরীঅত অনুসারে বাতিল ও গোনাহ্‌র কথা।]

৬। **মাসআলা ঃ** মুসলমান হওয়ার দিক দিয়া কুফু বা সমান হওয়ার অর্থ এই যে, যে ছেলে নিজেই নূতন মুসলমান হইয়াছে, কিন্তু তাহার বাপ-দাদা সব অমুসলমান। সে সেই মেয়ের কুফু নহে, যে নিজেও মুসলমান এবং তাহার বাপও মুসলমান। যে ছেলে নিজেও মুসলমান, তাহার বাপও মুসলমান, কিন্তু দাদা অমুসলমান, সে ঐ মেয়ের কুফু নহে যাহার বাপ এবং দাদা উভয়ই মুসলমান।

৭। **মাসআলা ঃ** যে ছেলের বাপ দাদা মুসলমান, কিন্তু পর-দাদা অমুসলমান তাহাকে সেই মেয়ের কুফু (অর্থাৎ, সমস্তরের) ধরা হইয়াছে, যাহার পর-দাদা বা তারও উপরে কয়েক পুরুষ পর্যন্ত মুসলমান। ফলকথা, বাপ-দাদা এই দুই পুরুষ পর্যন্ত মুসলমান হওয়ার দিক দিয়া কুফুর হিসাব ধরা হইয়াছে, তাহার উপরে ধরা হয় নাই। আর শেখ, সাইয়্যেদ ও আনছারীদের মধ্যে মুসলমান হওয়ার দিক দিয়া কুফুর হিসাব ধরা হয় নাই, শুধু মোগল পাঠান প্রভৃতি আজমীদের মধ্যে দুই পুরুষ পর্যন্ত ধরা হইয়াছে, উপরে ধরা হয় নাই।

৮। **মাসআলা ঃ** দ্বীনদারী-পরহেযগারীর দিক দিয়া কুফু বা সমান হওয়ার অর্থ এই যে, লুচ্চা, বদমাআশ, শরাবী, বে-নামাযী, (সুদখোর, চোর, ডাকাত, দাড়ি মুণ্ডনকারী, পর্দা অমান্যকারী ইত্যাদি ফাছেক ছেলে পর্দানশীন, লজ্জাবতী,) নেকবখ্‌ত, সতী, দ্বীনদার, পরহেযগার মেয়ের কুফু হইবে না।

৯। **মাসআলা ঃ** মালদারীর দিক দিয়া কুফু হওয়ার অর্থ এই যে, ছেলে যদি এইরূপ গরীব কাঙ্গাল হয়, যাহার ভাত, কাপড় ও ঘরবাড়ী নাই, তবে সে মালদার মেয়ের কুফু হইবে না। কিন্তু যদি একেবারে তেমন গরীব না হয়; বরং মেয়ের নগদ মহর, (যেওররূপে বা নগদভাবে দিবার মত) এবং ভাত কাপড় ও ঘর দিবার মত (সঙ্গতি) সম্পন্ন হয়, তবে সে ছেলেকে বড় মালদার মেয়েরও কুফু ধরা হইবে। মোটকথা, ছেলে এবং মেয়ে সম স্তরের মালদার হওয়ার আবশ্যক নাই, উপরোক্ত পরিমাণ মালদার হইলেই মালদারীর দিক দিয়া সেই ছেলেকে অনেক বড় মালদার মেয়েরও কুফু ধরা হইবে।

১০। **মাসআলা ঃ** পেশা এবং ব্যবসায়ের দিক দিয়া কুফু হওয়ার অর্থ এই যে, যাহারা তাঁতী তাহারা দর্জিদের সমান নহে, যাহারা নাপিত, ধোপা তাহারা দর্জিদের সমান নহে। যাহারা কাপড়

সেলাই করে (দর্জি) তাহারা, যাহারা কাপড়ের তেজারত করে, তাহাদের সমান নহে। যাহারা নাপিত (ক্ষৌর কার্য করে) ধোপা (কাপড় ধৌত করে) বা তেলী (তৈল বাহির করে) তাহারা যাহারা কাপড় সেলাই করে (দর্জি) তাহাদের সমান নহে [কুলি-মজুর গৃহস্থের সমান নহে। গৃহস্থ ব্যবসায়ীর সমান নহে।]

**১১। মাসআলা ঃ** পাগল, জ্ঞানহীন, উন্মত্ত ছেলে, জ্ঞানসম্পন্না মেয়ের কুফু নহে।

## মহর

**১। মাসআলা ঃ** বিবাহ পড়াইবার সময় মহরের কথা উল্লেখ হউক বা না হউক, বিবাহ দুরুস্ত হইয়া যাইবে এবং মহর দিতে হইবে। কারণ, মহর ছাড়া বিবাহ হইতে পারে না। এমনকি, যদি কেহ মহর না দিবার কথা উল্লেখ করিয়া বিবাহ করে, তবুও মহর দিতে হইবে। (কারণ মহর ছাড়া বিবাহ হয় না।)

**২। মাসআলা ঃ** কমের পক্ষে মহরের পরিমাণ (দশ দেরহাম) প্রায় পৌনে তিন তোলা রূপা। (ইহার চেয়ে কম মহর হইতে পারে না।) বেশীর কোনই সীমা নির্ধারিত নাই। উভয় পক্ষ (ছেলে এবং মেয়ে) রাজী হইয়া যত স্বীকার করিবে ততই ওয়াজেব হইবে, কিন্তু অনেক বেশী মহর ধার্য করা ভাল নহে। [বিশেষতঃ যদি শুধু নামের জন্য অনেক বেশী মহর ধার্য করা হয়, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা দিবার কোন ইচ্ছা না থাকে, তবে তাহা অতি বড় গোনাহ্।] যদি কেহ এক টাকা বা আট আনা মহর ধার্য করিয়া বিবাহ করে, তবে বিবাহ হইয়া যাইবে বটে, কিন্তু ঐ পৌণে তিন তোলা রূপার কম মহর হইতে পারিবে না। যদি এক টাকা বা আট আনা মহর ধার্য করিয়া বিবাহ করে এবং বাসর-ঘর[১] হইবার পূর্বে তালাক দেয়, তবে (এক টাকা বা আট আনার অর্ধেক দিবে না; বরং) পৌনে তিন তোলা রূপার অর্ধেক দিবে।

**৩, ৪, ৫ এবং ৬ নং মাসআলা** পরে লিখিত 'মহরের বয়ান' দ্রষ্টব্য।

**৭। মাসআলা ঃ** যদি বিবাহের সময় মহর কত হইবে তাহা আদৌ উল্লেখ না হয় অথবা এই শর্তের উপর বিবাহ করে যে, মহর মাত্রই দিবে না, তারপর স্বামী-স্ত্রী উভয়ের কোন একজন মরিয়া যায় অথবা বাসর-ঘর হইয়া যায়, তবে পূর্ণ মহর দিতে হইবে এবং এই রকম ছুরতে (অর্থাৎ আদৌ মহরের উল্লেখ না হইয়া বা বিনা মহরে বিবাহ হইলে) 'মহরে মেছেল' ওয়াজিব হইবে। (মহরে মেছেল কাহাকে বলে তাহা সামনে বলা হইবে।) আর যদি এই রকম ছুরতে (অর্থাৎ, যদি মহরের উল্লেখ ছাড়া বা বিনা মহরে বিবাহ হইয়া থাকে।) বাসর-ঘর হইবার পূর্বেই পুরুষ মেয়েলোকটিকে তালাক দিয়া দেয়, তবে মেয়েলোকটি মহর পাইবে না, শুধু এক জোড়া কাপড় পাইবে এবং এই কাপড় জোড়া দেওয়া পুরুষের জিম্মায় ওয়াজেব হইবে; যদি না দেয়, তবে গোনাহ্‌গার হইবে। (এতদ্ব্যতীত অন্যান্য তালাক দিলে কাপড় দেওয়া ওয়াজেব নহে; মোস্তাহাব।)

**৮। মাসআলা ঃ** এক জোড়া কাপড় ওয়াজেব হওয়ার অর্থ এই যে, (লম্বা আস্তিনের হাঁটু পর্যন্ত) একটি কোর্তা, মাথায় দিবার একটি উড়নী বা ছোট চাদর, পায়জামা অথবা একখানা শাড়ী

**টিকা**

১ বাসর ঘরের অর্থ স্বামী-স্ত্রী এক ঘরে একাকী থাকা, স্বামী সহবাস করুক বা না করুক একাকী সুযোগ হওয়া সত্ত্বেও বিনা কারণে স্ত্রীসহবাস না করিলেও তাহাকে খালওয়াতে ছহীহ্ বলে। মহর ওয়াজেব হওয়ার বেলায় খাল্‌ওয়াতে ছহীহ্‌কে সহবাসেরই হুকুমে ধরা হয়।)

এবং একটি বড় চাদর (অথবা কোর্তা) যাহার দ্বারা আপাদমস্তক ঢাকিতে পারে, এই চারিখানা কাপড় ওয়াজেব হয়, ইহার চেয়ে বেশী ওয়াজেব নহে।

**৯। মাসআলা ঃ** পুরুষের যেমন অবস্থা সে রকম মূল্যের কাপড় দিবে। যদি গরীব হয়, তবে সূতার কাপড় দিবে, যদি গরীব না হয়, কিন্তু বড় ধনীও না হয়, তবে তসরের কাপড় দিবে, আর যদি বড় ধনী হয়, তবে রেশমের কাপড় দিবে। কিন্তু প্রত্যেক অবস্থাতেই লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, মহরে মেছেলের অর্ধেকের চেয়ে অধিক মূল্যের কাপড় ওয়াজেব হইবে না এবং এক টাকা ছয় আনার চেয়ে কম মূল্যের কাপড় দেওয়া জায়েয হইবে না; তাছাড়া আপন ইচ্ছায় যত ইচ্ছা বেশী দিতে পারে।

**১০। মাসআলা ঃ** বিবাহের সময় ত মহর ধার্য হইয়াছিল না, কিন্তু পরে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে একমত হইয়া মহর ধার্য করিয়া লইয়াছিল, এরূপ হইলে ধার্যকৃত মহরই ওয়াজেব হইবে, মহরে মেছেল ওয়াজেব হইবে না। কিন্তু যদি "বাসর-ঘর" হওয়ার পূর্বেই তালাক হইয়া যায়, তবে স্ত্রী পরের ধার্যকৃত মহরের অর্ধেক পাইবে না; বরং (উপরের বর্ণিতরূপে) এক জোড়া কাপড় পাইবে। (আর যদি একজন মরিয়া যায় অথবা "বাসর-ঘর" হওয়ার পর তালাক হয়, তবে পরের ধার্যকৃত মহর ওয়াজেব হইবে।)

**১১। মাসআলা ঃ** বিবাহের সময় হয়ত একশত টাকার মহর ধার্য করা হইয়াছিল পরে স্বামী নিজ ইচ্ছায় স্ত্রীকে বলিল যে, একশত টাকার জায়গায় দেড়শত টাকা মহর আমি তোমাকে দিব। এইরূপ নিজ মুখে স্বীকার করিলে পরে স্বামী নিজ ইচ্ছায় যে পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়াছে, তাহা দেওয়া ওয়াজেব হইবে। যদি না দেয়, তবে গোনাহ্গার হইবে। কিন্তু যদি বাসর-ঘর হওয়ার পূর্বে তালাক হইয়া যায়, তবে স্ত্রী পূর্বের ধার্যকৃত মহরের অর্ধেকই পাইবে, পরের বৃদ্ধিকৃত পরিমাণের অর্ধেক পাইবে না। এইরূপে যদি বিবাহের সময় যে মহর ধার্য হইয়া থাকে পরে স্ত্রী নিজ খুশীতে স্বামীকে তাহার কতেক অংশ বা সম্পূর্ণ মাফ করিয়া দেয়, তবে তাহা মাফ হইয়া যাইবে, স্ত্রী পুনরায় তাহা পাইবার অধিকারিণী থাকিবে না। (অবশ্য স্বামী নিজ ইচ্ছায় যদি দেয় সে ভিন্ন কথা।)

**১২। মাসআলা ঃ** স্বামী যদি স্ত্রীকে ধমক দিয়া বা ভয় দেখাইয়া বা অন্য কোন প্রকার কৌশলে ও অসদুপায়ে স্ত্রীর আন্তরিক অনিচ্ছা সত্ত্বে তাহার দ্বারা মহর মাফ করাইয়া লয়, তবে তাহাতে মহর মাফ ইইবে না, স্বামীর জিম্মায় মহর দেওয়া ওয়াজিব থাকিবে; না দিলে গোনাহ্গার হইবে।

**১৩। মাসআলা ঃ** মহরের জন্য যদি টাকা-পয়সা বা সোনা-রূপার অলঙ্কার ধার্য না করিয়া একটা নির্দিষ্ট গরু, ঘোড়া, জমিন বা বাগান ধার্য করে, তবে জায়েয আছে, যাহা ধার্য করিয়াছে তাহাই দিতে হইবে।

**১৪। মাসআলা ঃ** মহর ধার্য করিবার সময় যদি কেহ বলে যে, একটি ঘোড়া বা একটি হাতী বা এক বিঘা জমি বা একটি বাগিচা দিব, তবে তাহাতে বিবাহ ত হইয়া যাইবে এবং মহরও ধার্যকৃত সাব্যস্ত হইবে, তবে যথাক্রমে মধ্যম প্রকারের এক বিঘা জমি বা মধ্যম প্রকারের একটি বাগিচা দিতে হইবে, (কিন্তু যদি নির্দিষ্ট করিয়া বলে যে, অমুক ঘোড়াটি বা অমুক হাতীটি বা অমুক জমিখানা বা অমুক বাগিচাটি দিব, তবে তাহা অধিক উত্তম।) আর যদি শুধু এইরূপ বলে যে, মহর কিছু দিব বা কোন একটি বস্তু দিব বা কোন একটি মাল দিব, তবে এইরূপ বলাতে মহর ধার্য হইবে না। এইরূপ ছুরত হইলে "মহরে মেছেল" দিতে হইবে। (মহরে মেছেলের বয়ান সামনে আসিতেছে।)

**১৫ নং এবং ১৬ নং মাসআলা** পরে বর্ণিত মহরের বয়ান দ্রষ্টব্য।

**১৭। মাসআলা ঃ** যে দেশে প্রথম মোলাকাতের সময়ই সমস্ত মহর আদায় করিবার প্রথা আছে, সে দেশে প্রথম রাত্রিতেই সমস্ত মহর উসুল করিয়া লইবার হক (অধিকার) স্ত্রীর আছে। যদি প্রথম রাত্রিতে না চায়, তবে যখন চাহিবে তখনই দেওয়া স্বামীর উপর ওয়াজিব হইবে, বিলম্ব করা বা টালবাহানা করা জায়েয হইবে না।

**১৮। মাসআলা ঃ** আমাদের দেশে প্রথা আছে যে, মহরের লেনদেন তালাক কিংবা মৃত্যুর পর হয়। অর্থাৎ স্ত্রীকে যখন তালাক দেয়, তখন মহরের দাবী করে, কিংবা স্বামী সম্পত্তি রাখিয়া মরিয়া গেলে ঐ সম্পত্তি হইতে মহর উসুল করে, স্ত্রী মরিয়া গেলে তাহার ওয়ারিসগণ মহর দাবী করে। কিন্তু যাবৎ স্বামী-স্ত্রী একত্রে বসবাস করে কেহ মহর চায়ও না দেয়ও না, এমত স্থানে প্রথার কারণে তালাকের পূর্বে স্ত্রী মহরের দাবী করিতে পারে না। অবশ্য প্রথম সাক্ষাতের রাত্রে যে পরিমাণ মহর অগ্রিম দেওয়ার দস্তুর আছে ঐ পরিমাণ প্রথমে দেওয়া ওয়াজেব, অবশ্য যদি কোন সম্প্রদায়ে এরূপ দস্তুর না থাকে, তবে এই হুকুম হইবে না।

**১৯। মাসআলা ঃ** দেশপ্রথা অনুসারে (বা পরিষ্কার দুই পক্ষের নির্ধারণ অনুসারে) নগদ মহর আদায় ব্যতিরেকে স্ত্রীর কাছে স্বামীর যাইবার অধিকার নাই বা তাহাকে নিজ বাটিতে আবদ্ধ রাখিবার বা বিদেশে লইয়া যাইবারও অধিকার নাই এবং নগদ মহর না পাওয়া পর্যন্ত স্ত্রীর এ অধিকার আছে যে, স্বামীকে কাছে থাকিতে না দেয় বা স্বামীর সঙ্গে তাহার দেশে না যায় বা স্বামীর বাড়ীতে না থাকিয়া বাপের বাড়ীতে চলিয়া যায়। কিন্তু মহর আদায় করার পর স্ত্রীর কোনই অধিকার নাই, স্বামীকে কাছে আসিতেও বাধা দিতে পরিবে না এবং স্বামীর বিনা অনুমতিতে স্বামীর বাড়ী ছাড়িয়া বাপের বাড়ীও যাইতে পারিবে না এবং স্বামী বিদেশে কোথাও নিয়া যাইতে চাহিলে তাহাও আস্বীকার করিতে পারিবে না। (৪র্থ খণ্ড ৫২ পৃঃ হইতে গৃহীত)

**২০। মাসআলা ঃ** স্বামী যদি মহরের নিয়তে (খোরাক, পোশাক এবং বাসস্থান ব্যতিরেকে) কিছু টাকা বা অন্য কোন মাল জিনিস দেয়, তবে তাহা মহর হইতেই কাটা যাইবে। স্ত্রীকে এ বলার অবশ্যক হইবে না যে, আমি ইহা তোমার মহর বাবত দিতেছি। [অবশ্য পরিষ্কার বলিয়া দেওয়াই ভাল, যাহাতে পরে কোন গোলমাল বা মতভেদের সৃষ্টি না হইতে পারে। কিন্তু খোরাক, পোশাক বা বাসের ঘর দিয়া স্বামী বলিতে পারিবে না যে, ইহা আমি মহর বাবত দিলাম। কারণ খোরাক, পোশাক, এবং ঘর ত বিবাহের ঈজাব-কবূলের সঙ্গে সঙ্গে মহর ছাড়াই স্বামীর উপর ওয়াজেব হইয়াছে এবং স্ত্রী পাওনা হইয়াছে।]

**২১। মাসআলা ঃ** স্বামী যদি স্ত্রীকে কোন জিনিস দিয়া থাকে এবং পরে (মতভেদ হয় ;) স্বামী বলে যে, আমি মহর বাবত দিয়াছি, স্ত্রী বলে যে, না—আপনি মহর বাবত দেন নাই, এমনি আমাকে দিয়াছেন, তবে বিচারকগণ দেখিবেন যে, সেই জিনিস কোন ধরনের ছিল, যদি খাওয়া-পিয়ার বা পচা-গলার কোন অস্থায়ী জিনিস (বা ব্যবহারের কাপড় বা ঘর) হয়, তবে স্বামীর কথা হিসাবে ধরা যাইবে না এবং মহর হইতে কাটা যাইবে না। আর যদি অন্য কোন জিনিস (টাকা, পয়সা, গহনা, অতিরিক্ত ঘর বা কাপড় বা কোন গরু, ছাগল, থালা, বাসন ইত্যাদি) হয়, তবে স্বামীর কথাই ধর্তব্য হইবে এবং মহর হইতে কাটা (বাদ দেওয়া এবং উসুল দেওয়া) হইবে।

## মহরে মেছেল

১। **মাসআলা ঃ** (মহরে মেছেলের নির্দিষ্ট পরিমাণ শরীঅতের পক্ষ হইতে নির্ধারিত নাই। তবে শরীঅতের হুকুম এই যে, যে খান্দানে যে দেশে যত পরিমাণ মহর লওয়ার প্রচলন আছে তাহাই তাহাদের মহরে মেছেল অর্থাৎ খান্দানী মহর।) খান্দানী মহরের মধ্যে বাপ-দাদার বংশের মেয়ের মহর দেখিতে হইবে, (যেমন, বোন, ফুফু, ভাতিজী, চাচাত বোন ইত্যাদি। মা, খালার বংশ দেখিতে হইবে না) এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও দেখিতে হইবে যে, যাহার সঙ্গে ইহার মহরের তুলনা করা হইতেছে তাহার এবং ইহার বিবাহ এক বয়সে হইয়াছে কি না, সৌন্দর্যের দিক দিয়া উভয়ে একরূপ কি না, উভয়েরই বিবাহ অবিবাহিতা অবস্থায় হইয়াছে কি না; উভয়ই সমান সম্পত্তি-শালিনী কি না? উভয়েরই বিবাহ একই দেশে হইয়াছে কি না? দ্বীনদারী, পরহেযগারীর দিক দিয়া উভয়ে সমান কি না? বুদ্ধিমত্তা ও লজ্জাশীলতা, সচ্চরিত্রতা এবং কর্মপটুতার দিক দিয়া উভয়ে সমান কি না? এলেমের দিক দিয়া সমান কি না? মোটকথা—যুগের পরিবর্তনে, জায়গার পরিবর্তনে, রূপগুণ, বয়স, পাত্র, দ্বিতীয় এবং প্রথম বিবাহের তারতম্যে—মহরের অনেক তারতম্য হইয়া যায়। কাজেই যখন কোন মেয়ের মহরে মেছেলের পরিমাণ বিচার করিতে হইবে, তখন উপরোক্ত সব বিষয়ে বিবেচনা করিতে হইবে, নতুবা শুধু খান্দানী মহর দেখিলে চলিবে না। যে যে ক্ষেত্রে মহরে মেছেলের কথা বলা হইয়াছে, সে সব ক্ষেত্রে ইহাই করিতে হইবে যে, মেয়ের পিতৃকুলের (উপরোক্ত সব গুণে সমতুল্য।) একটি মেয়ের মহর কত ধার্য হইয়াছে। তাহাই ঐ মেয়ের মহর সাব্যস্ত করা হইবে। (কোন গুণে কম হইলে, তাহার মহর সেই পরিমাণ কম হইবে। কোন গুণে বেশী হইলে তবে মহরও সেই পরিমাণ বেশী হইতে পারে।)

## কাফেরের বিবাহ

১। **মাসআলা ঃ** (কাফেরের অর্থাৎ, মুসলমান ছাড়া অন্যান্য বিধর্মীদের বিবাহ সম্বন্ধে আলোচনা করার আবশ্যক এই যে, যদি তাহারা কেহ সৌভাগ্যবশতঃ মুক্তির অন্বেষণে অগ্রসর হয় এবং ইসলাম ধর্মই যে একমাত্র মুক্তিদাতা সত্য-ধর্ম এবং একমাত্র ইসলাম ধর্ম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মেই যে মুক্তি নাই, এই কথা উপলব্ধি করিয়া মুসলমান হয়, তবে তাহা পূর্ব-বিবাহ সম্বন্ধে কি সাব্যস্ত করা হইবে? তাহার হুকুম শরীঅতের আইন হইতে গ্রহণ করিতে হইবে।) যদি দুইজন স্বামী-স্ত্রী (অমুসলমান) এক সঙ্গে মুসলমান হয় এবং তাহাদের পূর্ব ধর্ম অনুসারে তাহাদের বিবাহ হইয়া থাকে, (যদি বিবাহ ছাড়া মিলন না হইয়া থাকে বা কোন মাহ্‌রামের সহিত বিবাহ না হইয়া থাকে), তবে মুসলমান হওয়ার পর তাহাদের বিবাহ দোহ্‌রাইতে হইবে না, (পূর্বের বিবাহ ঠিক থাকিবে।)

২। **মাসআলা ঃ** যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একজন মুসলমান হয়, অন্য জন না হয়, তবে তাহাদের বিবাহ বাতেল হইয়া যাইবে, এখন আর স্বামী-স্ত্রীর মত থাকিতে পারিবে না। (অবশ্য দ্বিতীয় জনের সামনে পেশ করা হইবে, অর্থাৎ ইসলামের সৌন্দর্য্য ও সত্যতা তাহাকে বুঝাইয়া

দেওয়া হইবে। তাহাতে যদি সেও মুসলমান হইয়া যায়, তবে তাহারা উভয়ে স্বামী-স্ত্রী থাকিবে এবং স্বামী-স্ত্রীর ন্যায় জীবন যাপন করিতে পারিবে। আর যদি মুসলমান না হয়, তবে তাহাদের বিবাহ ছুটিয়া যাইবে এবং স্বামী-স্ত্রীরূপে বসবাস করিতে পারিবে না।)

৩। **মাসআলা ঃ** যদি কোন বিধর্মী মেয়েলোক মুসলমান হয়, (আর তাহার স্বামী মুসলমান না হয়,) তবে যতদিন ঐ মেয়েলোকের তিনটি হায়েয অতিবাহিত না হইয়া যায়, (বা অল্প বয়স্কা বা অধিক বয়স্কা হওয়ার কারণে হায়েয বন্ধ হইলে তিন মাস অতিবাহিত না হইয়া যায়, বা গর্ভবতী হইলে—যতদিন প্রসব না হয়,) ততদিন পর্যন্ত ঐ মেয়েলোকের বিবাহ দুরুস্ত নহে।

## স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা করা

১। **মাসআলা ঃ** যে পুরুষের বিবাহ বন্ধনে একাধিক স্ত্রী থাকিবে, তাহাদের সকলকে সমানভাবে রাখা তাহার উপর ওয়াজেব ; (অর্থাৎ পক্ষপাতিত্ব করা হারাম। কেহ সাইয়্যেদের মেয়ে হউক, ঝোলার মেয়ে হউক বা) একজন দ্বিতীয় বিবাহের হউক, অন্য জন প্রথম বিবাহের হউক, উভয়কে সমানভাবে দেখিতে হইবে। একজনকে যেমন ঘর বা খোরাক-পোশাক দিবে অন্যজনও ঠিক সেইরূপ ঘর এবং সেইরূপ খোরাক-পোশাক পাইবার দাবীকারিণী হইবে। একজনের কাছে এক রাত থাকিলে অন্য জনের কাছেও এক রাত থাকিতে হইবে। যুবতীর কাছে দুই তিন রাত থাকিলে বৃদ্ধার কাছেও দুই তিন রাত থাকিতে হইবে। (হাদীস শরীফে স্ত্রীদের মধ্যে পক্ষপাতিত্ব করার কারণে ভীষণ আযাবের কথা বর্ণিত হইয়াছে ; এমনকি যে স্বামী স্ত্রীদের মধ্যে পক্ষপাতিত্ব করিবে, সে অর্ধাঙ্গ অবস্থায় হাশরের ময়দানে উপস্থিত হইবে, এরূপও বর্ণনা করা হইয়াছে।)

২। **মাসআলা ঃ** নব বিবাহিতা স্ত্রী এবং পুরাতন স্ত্রী উভয়েরই হক এবং দাবী সমান, তাহাতে আদৌ কোন বেশ-কম নাই। (অবশ্য নব বিবাহিতা স্ত্রীর মন রক্ষার্থে যদি তাহার কাছে প্রথম প্রথম কিছু বেশী দিন থাকে, তবে পরে সেই কয়দিন আবার পূর্বের স্ত্রীর কাছে থাকিতে হইবে।)

৩। **মাসআলা ঃ** রাত্রে থাকার মধ্যে সমতা অর্থাৎ সমান ভাব রক্ষা করা ওয়াজেব বটে, কিন্তু দিনে থাকার মধ্যে সমতা রক্ষা করা ওয়াজেব নহে। সুতরাং যদি দিনের বেলায় একজনের কাছে কিছু বেশীক্ষণ থাকে, অন্যজনের কাছে কিছু অল্পক্ষণ থাকে, তবে তাহাতে গোনাহ্ হইবে না ; কিন্তু রাত্রের বেলায় যদি একজনের কাছে মগরেবের পর যায় অন্যজনের কাছে এশার পর যায়, তবে গোনাহ্‌গার হইবে। অবশ্য যদি কোন পুরুষ এমন হয় যে, রাত্রের বেলায় তাহার চাকরির ডিউটি দিতে হয়, দিনের বেলায় সে স্ত্রীদের কাছে থাকিবার সময় পায়, তবে তাহার জন্য দিনের বেলায়ই সমতা রক্ষা করা ওয়াজেব হইবে।

৪। **মাসআলা ঃ** সমতা শুধু থাকার মধ্যে ওয়াজেব, সহবাস করার মধ্যে সমতা ওয়াজেব নহে। সুতরাং যদি এক স্ত্রীর পালার রাত্রিতে সহবাস করে, তবে অন্য স্ত্রীর পালার রাত্রিতে সহবাস করা ওয়াজেব হইবে না (এবং সহবাস না করিলে তাহাতে গোনাহ্ হইবে না।)

৫। **মাসআলা ঃ** স্বামী-স্ত্রী রোগগ্রস্ত হউক বা সুস্থ শরীর থাকুক, কিন্তু কাছে থাকার মধ্যে সমতা রক্ষা করিতেই হইবে।

৬। **মাসআলা ঃ** (ব্যবহারের বেলায় বা দেওয়া-থাকার বেলায় সমতা রক্ষা করা মানুষের ক্ষমতার ভিতরে, কাজেই তাহা ওয়াজেব ; কিন্তু মনের টানের বেলায় সমতা রক্ষা করা মানুষের ক্ষমতার বাহিরে, কাজেই মনের টান একজনের দিকে বেশী, অন্য জনের দিকে কম হইলে

তাহাতে গোনাহ্ হইবে না। (কিন্তু মনের টানের বশীভূত হইয়া যদি কর্মক্ষেত্রে অর্থাৎ দেওয়া এবং থাকাতে পক্ষপাতিত্ব করিয়া বসে, তবে নিশ্চয়ই গোনাহ্গার হইবে।)

৭। **মাসআলা ঃ** বিদেশে সফরের সময় সমতা রক্ষা করা ওয়াজেব নহে, যাকে ইচ্ছা সঙ্গে লইয়া যাইতে পারে। অবশ্য স্ত্রীদের মধ্যে যাহাতে মনক্ষুণ্ণতা না থাকে, সেই জন্য যদি 'কোরা' ঢালিয়া (লটারী করিয়া) নাম বাহির করিয়া লয়, তবে তাহা অতি উত্তম। (মোবাহ্ কাজে অন্য পক্ষের মনঃকষ্ট দূরীকরণার্থে 'কোরা' ঢালা মোস্তাহাব। কোরা ঢালার নিয়ম এই যে, প্রথমতঃ উভয়কে স্বীকার করাইবে যে, কোরায় যাহার নাম উঠিবে তাহাকেই সঙ্গে লইয়া যাইবে, অন্য জন অসন্তুষ্ট হইতে পারিবে না; তারপর সমান দুখানা কাগজে দুইজনের নাম লিখিয়া কাগজ দুইখানাকে পৃথক পৃথক করিয়া বানাইয়া মাটিতে ফেলিয়া দিবে এবং একটি অবোধ বে-গোনাহ্ শিশুকে ডাকিয়া দুইখানা কাগজের একখানা উঠাইতে বলিবে। সে নিজ ইচ্ছায় যে কাগজখানা উঠাইবে, সেই কাগজে যাহার নাম থাকিবে তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইবে। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে যদি উভয়কে সন্তুষ্ট করা যায়, তবে তাহাও করা যাইতে পারে।

## শিশুকে দুধ পান করান

১। **মাসআলা ঃ** সন্তান হইলে তাহাকে দুধ পান করান মায়ের উপর ওয়াজেব। অবশ্য যদি বাপ মালদার হয় এবং কোন দাই (ধাত্রী) রাখে, তবে মা দুধ পান না করাইলে গোনাহ্গার হইবে না।

২। **মাসআলা ঃ** অন্য কাহারও শিশুকে দুধ পান করান স্বামীর বিনা অনুমতিতে জায়েয নহে। অবশ্য যদি কোন শিশু দুধের পিপাসায় ছট্‌ফট্ করিতে থাকে, এবং দুধ না পাইয়া মরিয়া যাওয়ার আশঙ্কা হয়, তবে দুধ পান করাইয়া শিশুর জীবন রক্ষা করিতে হইবে, স্বামীর এজাযতের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে হইবে না। (এরূপ ক্ষেত্রে এজাযত না হইলে গোনাহ্ হইবে না।)

৩। **মাসআলা ঃ** ছেলে হউক বা মেয়ে হউক, শিশুকে পূর্ণ দুই বৎসর পর্যন্ত দুধ পান করান যাইবে। দুই বৎসরের বেশী দুধ পান করান হারাম, একেবারেই দুরুস্ত নাই।

৪। **মাসআলা ঃ** শিশু যদি দুই বৎসরের মধ্যেই অন্য কোন জিনিস খাওয়া-পিয়া শুরু করে এবং তদ্দ্বারা জীবন ও স্বাস্থ্য রক্ষা হয়, তবে দুই বৎসরের আগে দুধ ছাড়াইয়া দিলে তাহাতেও কোন ক্ষতি বা গোনাহ্ নাই।

৫। **মাসআলা ঃ** শিশু যদি অন্য কোন মেয়েলোকের দুধ পান করে, তবে সেই মেয়েলোকটি ঐ শিশুর দুধ-মা হইবে, আর তাহার স্বামী ঐ শিশুর বাপ হইয়া যাইবে এবং তাহাদের ছেলে-মেয়েরা ঐ শিশুর ভাই-বোন হইবে, সুতরাং বিবাহ হারাম হইবে। নছবের দিক দিয়া যে সব রেশ্‌তাদারের সঙ্গে বিবাহ্ হারাম, দুধের দিক দিয়াও সেই সব রেশ্‌তাদারের সঙ্গে বিবাহ হারাম (ইহা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে,) কিন্তু এই হারাম হইবার জন্য শর্ত এই যে, জন্মের দুই বৎসরের মধ্যেই দুধ পান করান চাই, নতুবা বেশী বয়সে দুধ পান করাইলে তাহাতে হারাম হইবে না, ভাই-বোন, মা-বাপ ইত্যাদি রেশ্‌তাও হইবে না। শুধু আমাদের ইমাম আযম ছাহেব বলেন যে, আড়াই বৎসর পর্যন্ত দুধ পান করাইলে তাহাতেও হারাম হইবে; আড়াই বৎসরের পর দুধ পান করাইলে কোন ইমামের মতেই হারাম হইবে না।

৬। **মাসআলা ঃ** শিশুর হলকুম পর্যন্ত সামান্য দুধ গেলেই উপরোক্ত সমস্ত রেশ্‌তা প্রমাণিত হইয়া বিবাহ হারাম হইয়া যাইবে, দুধ বেশী হউক বা কম হউক তাহাতে কিছুই আসে যায় না।

৭। **মাসআলা ঃ** শিশু যদি স্তন হইতে নিজ মুখে দুধ চুষিয়া পান না করে, বরং মেয়েলোকটি নিজ হাত দিয়া স্তন হইতে দুধ বাহির করিয়া শিশুর মুখে দেয় বা নাকের পথে হলকুম পর্যন্ত পৌঁছায় তাহাতেও উপরোক্ত সমস্ত রেশ্‌তা প্রমাণিত হইয়া যাইবে এবং বিবাহ হারাম হইবে। (অবশ্য দুধ যদি কানের ভিতরে দেয়, হলকুমে না পৌছে, তাহাতে কিছুই হইবে না। দুধ যদি কেবল মুখের ভিতরে দেয়, হলকুমে না পৌঁছে তাহাতেও কিছুই প্রমাণিত হইবে না বা বিবাহ হারাম হইবে না।)

৮। **মাসআলা ঃ** কোন মেয়েলোকের দুধ যদি শিশুকে পানির সঙ্গে বা ঔষধের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া পান করান হয়, তবে যদি মেয়ে লোকের দুধ বেশী বা সমান হয় তবে রেশ্‌তা প্রমাণিত হইবে এবং বিবাহ হারাম হইবে, নতুবা যদি ঔষধ বা পানি বেশীর ভাগ হয়, তবে রেশ্‌তা প্রমাণিত হইবে না এবং বিবাহ হারাম হইবে না।

৯। **মাসআলা ঃ**যদি গরু বা বকরীর দুধের সহিত মেয়েলোকের দুধ মিশিয়া যায় এবং সেই দুধ কোন শিশুকে পান করান হয়, তবে দেখিতে হইবে যে, গরু বা বকরীর দুধ বেশী না মেয়েলোকের দুধ বেশী; যদি গরু বা বকরীর দুধ বেশী হয়, তবে রেশ্‌তা প্রমাণিত হইবে না, (এবং বিবাহ হারাম হইবে না,) আর যদি মেয়েলোকের দুধ বেশী বা সমান সমান হয়, তবে রেশ্‌তা প্রমাণিত হইবে (এবং বিবাহ হারাম হইবে।)

১০। **মাসআলা ঃ** ঘটনাক্রমে যদি কোন অবিবাহিতা মেয়ের স্তনে দুধ হয় এবং তাহা কোন শিশু পান করে, তবে ঐ মেয়ে ঐ শিশুর মা হইয়া যাইবে এবং দুধের অন্যান্য রেশ্‌তা প্রমাণিত হইয়া যাইবে।

১১। **মাসআলা ঃ** মৃতা স্ত্রীলোকের দুধ বাহির করিয়া যদি কোন শিশুকে পান করান হয়, তবে তাহাতে দুধের সমস্ত রেশ্‌তা প্রমাণিত হইবে। (বিবাহ হারাম হইবে।)

১২। **মাসআলা ঃ** দুইজন শিশুকে যদি একই গাই বা বকরীর দুধ পান করান হয়, তবে ইহাতে পরস্পরের মধ্যে রেশ্‌তা প্রমাণিত হয় না এবং বিবাহ হারাম হয় না।

১৩। **মাসআলা ঃ** (যেহেতু দুধের দ্বারা বিবাহ হারাম হওয়ার জন্য বা রেশ্‌তা প্রমাণিত হওয়ার জন্য দুই বা আড়াই বৎসর বয়সের মুদ্দত শর্ত করা হইয়াছে, কাজেই) যুবক স্বামী যদি নিজ স্ত্রীর দুগ্ধ পান করে, তবে তাহাতে স্ত্রী তাহার মা হইবে না, তাহার উপর হারাম হইবে না বটে, কিন্তু এরূপ করা ভারী গোনাহ্; কেননা দুই বৎসর বয়সের পর মানুষের দুধ পান করা সম্পূর্ণ হারাম।

১৪। **মাসআলা ঃ** একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে উভয়ে একটি মেয়েলোকের দুধ পান করিয়াছে, একই সঙ্গে পান করিয়া থাকুক বা পাঁচ দশ বৎসর আগে পরে পান করিয়া থাকুক, ঐ দুইটি ছেলে-মেয়ের মধ্যে বিবাহ হইতে পারে না। কারণ, তাহারা উভয়ে ভাই-বোন।

১৫। **মাসআলা ঃ** একটি মেয়ে বকরের স্ত্রীর দুধ পান করিয়াছে, ঐ মেয়ের বিবাহ বকরের সঙ্গে হারাম এবং বকরের বাপ, দাদা পুত্রের-পৌত্রের সঙ্গেও হারাম, এমন কি বকরের অন্য স্ত্রীর পক্ষের ছেলে থাকিলে তাহার সঙ্গেও হারাম।

১৬। **মাসআলা ঃ** আব্বাস নামক একটি শিশু খদিজা নাম্নী একটি মেয়েলোকের দুধ পান করিয়াছিল। খদিজার স্বামী কাসেমের জয়নব নাম্নী অন্য স্ত্রী ছিল। কিছুকাল পরে কাসেম

জয়নবকে তালাক দিয়া দিল। এখন আব্বাস জয়নবকে বিবাহ করিতে পারিবে না, কেননা আব্বাস জয়নবের স্বামীর দুধ-ছেলে। স্বামীর ছেলের সঙ্গে বিবাহ হারাম। এইরূপে আব্বাস যদি নিজ স্ত্রীকে তালাক দিয়া দেয়, তবে কাসেম তাহাকে বিবাহ করিতে পারিবে না। কেননা পুত্র-বধূর সহিত বিবাহ হারাম। এইরূপে কাসেমের ভগ্নীর সহিত আব্বাসের বিবাহ হইতে পারে না, কারণ কাসেমের ভগ্নী আব্বাসের ফুফু হইয়াছে। অবশ্য আব্বাসের ভগ্নীকে কাসেম বিবাহ করিতে পারে, (কেননা আব্বাসের ভগ্নী যখন কাসেমের স্ত্রীর দুধ পান করে নাই, তখন কাসেমের সহিত আব্বাসের ভগ্নীর কোনই সম্পর্ক নাই।)

**১৭। মাসআলা ঃ** আব্বাসের এক ভগ্নী ছাজেদা। সে একজন মেয়েলোকের দুধ পান করিয়াছিল, কিন্তু আব্বাস তাহার দুধ পান করে নাই, তবে সেই মেয়েলোককে আব্বাস বিবাহ করিতে পারিবে।

**১৮। মাসআলা ঃ** আব্বাসের ছেলে জায়েদা খাতুনের দুধ পান করিয়াছে; জায়েদা খাতুনের সহিত আব্বাসের বিবাহ হইতে পারে। (কেননা আব্বাসের সহিত জায়েদা খাতুনের কোনই সম্পর্ক নাই।)

**১৯। মাসআলা ঃ** কাসেম এবং যাকের দুই ভাই। যাকেরের একজন দুধ-ভগ্নী আছে। যাকেরের দুধ-ভগ্নীর সহিত কাসেমের বিবাহ হইতে পারে, কিন্তু যাকেরের বিবাহ হইতে পারে না। দুধ-রেশ্‌তা সম্বন্ধে অনেক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মাসআলা আছে। বিবাহের সময় খুব তাহ্‌কীক করিয়া লওয়া দরকার এবং শরীঅতে অভিজ্ঞ ভাল আলেমের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া লওয়া দরকার। এই কিতাবে আমরা মাত্র কয়েকটি ছুরত লিখিলাম, সব লিখিলাম না; কারণ সকলের পক্ষে বুঝা একটু কঠিন।

**২০। মাসআলা ঃ** একটি ছেলের সহিত একটি মেয়ের বিবাহ হইয়া গেল। তারপর একজন মেয়েলোক আসিয়া বলিল, আমি তাহাদের দুইজনকেই দুধ পান করাইয়াছি। এই কথা শুধু ঐ একটি মেয়েলোক ছাড়া অন্য কেহ বলে না এবং তাহার কথাও ষোল আনা বিশ্বাস হয় না। এইরূপ অবস্থা হইলে যতদিন হুজ্জতে শরয়ী না পাওয়া যাইবে অর্থাৎ, যতদিন দুইজন বিশ্বস্ত দ্বীনদার পুরুষ অথবা একজন দ্বীনদার পুরুষ এবং দুইজন দ্বীনদার মেয়েলোক সাক্ষী না দিবে, ততদিন দুধের রেশ্‌তা প্রমাণিত হইবে না এবং বিবাহ হারাম হইবে না। তেমন সাক্ষ্য ব্যতীত দুধের রেশ্‌তা ছাবেত হইবে না। অবশ্য যদি একজন পুরুষ বা একজন মেয়েলোক বা দুই তিন জন মেয়েলোকে বলাতে মনের মধ্যে বিশ্বাস হয় যে, তাহারা ঠিকই বলিতেছে, নিশ্চয়ই তেমন হইয়া থাকিবে, তবে তেমন বিবাহ না করা উচিত; অনর্থক সন্দেহের কাজের মধ্যে পড়া উচিত নহে।

**২১। মাসআলা ঃ** মানুষের দুধের দ্বারা কোন ঔষধ প্রস্তুত করা জায়েয নহে। যদি তাহার দ্বারা কোন ঔষধ তৈয়ার করা হয়, তবে তাহা খাওয়া বা ব্যবহার করা জায়েয নহে, হারাম। এইরূপে কানে বা চোখে মানুষের দুধ দেওয়া জায়েয নহে। মোটকথা, মানুষের দুধ শিশুকে পান করান ব্যতীত অন্য কোন প্রকারে লাভবান হওয়া বা নিজের কাজে ব্যবহার করা জায়েয নহে।

# ইসলামে নারীর মর্যাদা, বিবাহের ফযীলত এবং পর্দার আবশ্যকতা (পরিবর্ধিত)

**১। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ** ○ وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَاتَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلٰى

**অর্থ**—(হে বণিতাগণ!) "তোমরা তোমাদের বাড়ীর ভিতরে থাক, পূর্বেকার অজ্ঞতা যুগের রূপ-প্রদর্শনীর ন্যায় বাহিরে বেড়াইয়া ফিরিও না।" এই আয়াতের দ্বারা নারীর মর্যাদা এবং পর্দার আবশ্যকতা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইতেছে। কেননা, পর্দা পালন ব্যতিরেকে নারীর মর্যাদা রক্ষা হইতে পারে না। বহু মূল্যবান মণিমাণিক্য মূল্যবান এবং মর্যাদাশালী বস্তু বলিয়াই কত পল্লা আবরণের ভিতরে অতি যত্নে রক্ষিত হয়। ঠিকরী চাঁড়ার কোন মূল্য বা মর্যাদা নাই বলিয়াই তাহা যথায় তথায় বা পথেঘাটে পড়িয়া থাকে।

**২। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ** اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ

**অর্থ**—"নরগণ নারীগণের উপরিস্থ অধিনায়ক" এই আয়াত দ্বারা স্পষ্ট ও অকাট্যরূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, নারীগণ পুরুষগণের নিম্নস্থা এবং অধীনা। কিন্তু এই অধীনতার দ্বারা নারীর মর্যাদার হানি করা হয় নাই; বরং ইহা দ্বারা তাহাদের মর্যাদা আরও বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। কেননা, উপার্জনের, ক্লেশের,কৃষি, ব্যবসায় এবং রাজত্ব, নেতৃত্ব, সমাজ ও পরিবার পরিচালনার ভার যদি নারী জাতির ঘাড়ে চাপান হইত, তবে প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদের অবমাননাই করা হইত; তাছাড়া আল্লাহ্র সৃষ্টিরহস্য وَرَفَعْنَا بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ (কতককে কতকের চেয়ে বড় করিয়া আমি সৃষ্টি করিয়াছি) এবং প্রাকৃতিক নিয়ম, ন্যায়ের মাথায় পদাঘাত করা হইত।

**হাদীসঃ** فَجَعَلَ الْأَمْرَ اِلَيْهَا ـ نسائى বিবাহ সংক্রান্ত ব্যাপারে—কুমারী হউক বা বিধবা হউক 'বালেগা মেয়েকে স্বাধীনতা দান করা হইয়াছে।' এই হাদীস দ্বারা নারীর অধিকার ও স্বাধীনতার পরিমাণ বুঝা যাইতেছে যে, তাহার বিনা অনুমতিতে এবং তাহার অমতে তাহাকে কেহ বিবাহ দিতে পারিবে না; কিন্তু ইহার অর্থ এই নহে যে, নারী সম্পূর্ণ স্বাধীন। কারণ, অন্য হাদীসে আছেঃ

○ اَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ اِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

অর্থাৎ, 'যে কোন মেয়েলোক তাহার অভিভাবকের বিনা অনুমতিতে বিবাহ করিবে তাহার বিবাহ বাতেল হইবে।' এই দুই হাদীসের মধ্যে স্থূল দৃষ্টিতে কিছু বিরোধ-ভাব দেখা যায়। সামঞ্জস্য এই যে, অভিভাবক উপরিস্থ অধিনায়ক বটেন এবং বিবাহ দেওয়ার কর্তাও তিনিই বটেন, কিন্তু বালেগা মেয়ের সামান্য স্বাধীনতাটুকু তাঁহার হরণ করা উচিত নহে, মেয়ের মতামত লইয়াই বিবাহ দেওয়া উচিত।

**৩। কোরআনঃ** لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

**অর্থ**—ফরায়েয মতে 'পুরুষ নারীর দ্বিগুণ ভাগ পাইবার অধিকারী।' এই আয়াত দ্বারাও ন্যায়-ধর্ম ঘোষণা করা হইয়াছে। কেননা, অন্য কোন ধর্মে নারীকে ভাগ নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হয় নাই; কিন্তু ইসলাম নারীর মর্যাদাও রক্ষা করিয়াছে, আবার নারীর মর্যাদা রক্ষা করিতে গিয়া নরের মর্যাদাহানি করে নাই।

৪। **কোরআন ঃ**
وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ○

**অর্থ**—'তোমাদের পুরুষগণ হইতে দুইজন সাক্ষী রাখ। যদি দুইজন পুরুষ না পাওয়া যায়, তবে তোমাদের পছন্দনীয় একজন পুরুষ এবং দুইজন স্ত্রীলোক।' এই আয়াতে পরিষ্কার দেখা যাইতেছে যে, প্রকাশ্য সভা সমিতি, বিচার ব্যবস্থা ক্ষেত্রে যেন নারীর কোন অধিকার নাই; কিন্তু অগত্যা নর অভাবে ইসলাম নারীকে নরের অর্ধেক ক্ষমতা দান করিয়াছে; তাও স্বাধীনভাবে নয়, অন্য একজন নরের সহিত সংযোগ করিয়া।

৫। **কোরআন ঃ** عَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

**অর্থ**—(হে নরগণ! তোমাদিগকে অধিনায়কত্ব দান করিয়াছেন বলিয়া তোমরা দুর্বল ও অধীনগণের ন্যায্য প্রাপ্য দাবী নষ্ট করিও না, খবরদার!) 'নারীদের সহিত তোমরা সদ্ব্যবহার করিও।' একঘেয়ে বুদ্ধিধারী সঙ্কীর্ণচেতাদের ন্যায় ইসলাম একজনকে তাহার অধিকার দিতে যাইয়া অন্য পক্ষের ন্যায্য পাওনা-দাবী আদৌ ভুলে নাই। তাই এই আয়াতে স্পষ্টরূপে নারীর মর্যাদা রক্ষার্থে তাহাদের অধিনায়কদিগকে পূর্ণ তাকীদ করা হইয়াছে।

৬। **কোরআন ঃ** هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

**অর্থ**—'তাহারা (ভার্যারা) তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা (পতিরা) তাহাদের পরিচ্ছদ।' পোশাক-পরিচ্ছদ দ্বারা মানুষ ধুলা-বালি হইতে শরীরকে বাঁচায়, শীত, গ্রীষ্মের কষ্টে সাহায্য পায়, ভদ্রতা রক্ষা করে, সম্মান বর্ধিত করে। বাস্তবিক এই চারিটি উদ্দেশ্য নিয়াই দাম্পত্য জীবন রচনা করা হয় এবং এক্ষেত্রে নর ও নারী উভয়েরই সমান অধিকার, সমান মর্যাদা। কিন্তু এই সমতার ভিতর দিয়াও কোরআন ইঙ্গিত করিতে ছাড়ে নাই যে, মেয়েদিগকে বাড়ীর ভিতর পর্দায় অবস্থান করিতে হইবে। কেননা, দাম্পত্য জীবনের উদ্দেশ্যগুলি পর্দা ব্যতিরেকে সফল হইতে পারে না। রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নিজ কন্যাকে বিবাহ দিয়াছেন, তখন তিনি ইহার এই সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন যে, কাজ ভাগ করিয়া দিয়াছেন এবং পজিশন নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। মা ফাতেমাকে বলিয়াছেন, 'মা তোমাকে রান্না করা, কাপড় ধোয়া, আটা পিষা, পানি তোলা, বাড়ী পাহারা দেওয়া ইত্যাদি ঘরের কাজ করিতে হইবে' এবং আলী (রাঃ)কে বলিয়া দিয়াছিলেন, 'বাড়ীর বাহিরের কাজ সব তোমাকে করিতে হইবে।' কাজ ভাগ করা ব্যতিরেকে পরিবার, সমাজ এবং রাজত্ব কিছুরই শৃঙ্খলা রক্ষা হইতে পারে না। একজনে দশ কাজ বা দশজনে এক কাজ করিলেই শৃঙ্খলা নষ্ট হয়। ভাগ করার বেলায়ও যোগ্যতার দিকে লক্ষ্য রাখা একান্ত আবশ্যক এবং সকলে একজনকে মানিয়া চলা আবশ্যক এবং সেই একজন হইবেন যিনি সৃষ্টিকর্তার পক্ষ হইতে জ্ঞানপ্রাপ্ত। কাজেই রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ভাবে কাজ ভাগ করিয়া দিয়া গিয়াছেন এবং পজিশন ধার্য করিয়া দিয়া গিয়াছেন অর্থাৎ, পুরুষের বাহিরে বেড়ান এবং মজুরি, কৃষি, ব্যবসা, নেতৃত্ব, রাজত্ব ইত্যাদি বাহিরের কাজ করা; নারীর বাড়ীর ভিতরে অবস্থান করা এবং ঘরের কাজ করা; আল্লাহ্ ও রাসূলের নির্ধারিত এই সুনিয়ম পালন ব্যতিরেকে শান্তি নাই, পর্দা পরিত্যাগ করিয়া নারী জাতির বাহিরে বিচরণ অপেক্ষা সমাজ ও জাতির পক্ষে অশান্তিজনক আর কোনও কাজ নাই। মেয়েদের আবশ্যকবশতঃ যদি কখনও বাহিরে যাইতে হয়, তার জন্যও ব্যবস্থা আছে—

**৭। কোরআনঃ** وَلَايُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ

'নারীরা যেন তাহাদের শোভা প্রদর্শন না করে'—

وَلَايَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَايُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ○

'নারীরা যেন পায়ের দ্বারা বাহিরে বিচরণ না করে বা নারীরা যেন তাহাদের পায়ের দ্বারা সজোরে ঠোকর না দেয়, তাহা হইলে তাহাদের যে শোভা তাহারা আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িবে।' আল্লাহ্ পাক আরও বলেন—

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ○

'হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদিগকে, আপনার কন্যাদিগকে এবং মুসলমানদের স্ত্রীদিগকে বলিয়া দিন যে, তাহারা যেন বড় চাদর বা বোর্কা দ্বারা ঘোম্‌টা খুব ঝুলাইয়া দেয়।' হাদীস শরীফে আছে, আবশ্যকবশতঃ যদি মেয়েলোকের বাহিরে যাইতে হয়, তবে তাহারা মলিন বেশে, বিনা-সজ্জায়, বিনা সুগন্ধিতে পথের কিনারায় কিনারায় যাইবে, পথের মধ্য দিয়া যাইবে না। হাদীস শরীফে আছে—হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁহার কোন স্ত্রীকে সফরে লইয়া যাইতেন, তখনও তাঁহার জন্য পর্দার ব্যবস্থা করিতেন। মেয়েলোকের আওয়াজেরও পর্দার ব্যবস্থা শরীঅতে আছে।

**মাসআলাঃ** হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের কন্যা ফাতেমা যাহ্‌রা রাজিআল্লাহু আনহাকে ১৫৷৷০ বৎসর বয়সে বিবাহ দিয়াছিলেন। কন্যা বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে তাহাকে সৎ-পাত্রে দান করিবার জন্য তাকীদ করিয়াছেন। কাজেই উপযুক্ত বয়সে বিবাহ দেওয়াই আসল সুন্নত এবং আদর্শ। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাল্যবিবাহকে নিষিদ্ধ বলিবার কাহারও ক্ষমতা নাই। এতটুকু বলিতে হইবে যে, বাল্যবিবাহ জায়েয বটে কিন্তু তাহা সুন্নত নহে।

পিতৃহীন না-বালেগা মেয়ের বিবাহ সম্বন্ধে অন্যান্য ইমামগণ বলেন, না-বালেগা অবস্থায় তাহার বিবাহ আদৌ দুরুস্ত নহে। শুধু আমাদের ইমাম ছাহেব বলেন, দাদা বিবাহ দিলে, তাহার বিবাহ দুরুস্ত হইবে। চাচা বা অন্য কেহ বিবাহ দিলে সে যখন বালেগা হইবে, তখন তাহার ইচ্ছাধীন। ইচ্ছা করিলে সেই বিবাহকে সে না-মঞ্জুর করিতে পারিবে, কিন্তু বিবাহ ভঙ্গ করিবার জন্য মুসলমান হাকিমের হুকুমের আবশ্যক হইবে। —অনুবাদক

**১। হাদীসঃ** اَلدُّنْيَا كُلُّهَا مَتَاعٌ وَّخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْاَةُ الصَّالِحَةُ ○

**অর্থ**—'দুনিয়া বলিতে যাহাকিছু আছে তাহার কোনটিই চিরস্থায়ী নয়, সবই ক্ষণস্থায়ী ব্যবহারের এবং কাজ চালাইবার জিনিস মাত্র। আর ক্ষণস্থায়ী কাজ চালাইবার যত জিনিস আছে, তার মধ্যে সতী-সাধ্বী পতি-ভক্তা নারী সবচেয়ে উৎকৃষ্টা। অর্থাৎ, কেহ যদি সৌভাগ্যক্রমে সতী-সাধ্বী পতি-ভক্তা স্ত্রী পায়, তবে তাহা আল্লাহ্‌র অতি বড় অনুগ্রহের দান। কেননা, এরূপ স্ত্রী দ্বারা স্বামীর ইহকাল এবং পরকাল উভয় কালেরই সাহায্য এবং সুখস্বাচ্ছন্দ্য লাভ হয় (কাজেই এহেন নেয়ামতের শোকর করা চাই।)

**২। হাদীসঃ** اَلنِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِىْ فَمَنْ رَّغِبَ عَنْ سُنَّتِىْ فَلَيْسَ مِنِّىْ ○

হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন—'বিবাহ আমার সুন্নত; যে আমার সুন্নতকে প্রত্যাখ্যান করিবে সে আমার (উম্মত) নয়।' এই হাদীসে হযরতের সুন্নত-তরিকা পালনের জন্য অত্যন্ত তাকীদ করা হইয়াছে। কেননা, সুন্নত লঙ্ঘন করার প্রতি হযরত অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। সুন্নত তরক্‌কারী হইতে হযরত নিজের সব রকমের সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া লওয়ার

ঘোষণা করিয়াছেন। খোদা যেন এমন দিন না দেখান, যেদিন কোন মুসলমান হযরতের এহেন অসন্তোষ সহ্য করিতে পারিবে। অন্য হাদীসে আছে—হযরত বলিয়াছেনঃ 'তোমরা বিবাহ কর, তাহা হইলে আমার উম্মত বেশী হইবে। আমার উম্মত বেশী হইলে আমি অন্যান্য উম্মতদের মোকাবেলায় (প্রতিযোগিতায়) গৌরব করিতে পারিব। তোমাদের মধ্যে যাহারা সঙ্গতি সম্পন্ন আছে অর্থাৎ, এত পরিমাণ অর্থ সম্পত্তি আছে যে, তদ্দ্বারা তাহারা স্ত্রী ও সন্তানদের ভরণ-পোষণ করিতে পারে, তাহাদের বিবাহ করা উচিত এবং যাহাদের সঙ্গতি নাই তাহাদের রোযা রাখা উচিত; ঐরূপ রোযার দ্বারাও মানুষের কাম-রিপু দমন হইয়া যায়।

**মাসআলাঃ** পুরুষের কাম-রিপু যদি প্রবল না হয় এবং বিবাহের খরচ বহন করিবার সঙ্গতি থাকে, তবে তাহার জন্য বিবাহ করা সুন্নত, আর যদি কাম-রিপু অনেক প্রবল হয়, তবে তাহার জন্য বিবাহ করা ওয়াজেব; কেননা, খোদা না-করুক, যেনায় লিপ্ত হইলে হারামকারী করার গোনাহ্ হইবে। আর যদি কাম-রিপু প্রবল হয়, কিন্তু বিবাহের খরচ বহনের সঙ্গতি না থাকে, তবে তাহার হামেশা রোযা রাখিতে হইবে এবং যখন খরচ যোগাড় করিতে পারে, তখন বিবাহ করিবে।

**৩। হাদীসঃ** শিশু সন্তান বেহেশ্‌তের ফুলস্বরূপ অর্থাৎ বেহেশ্‌তের ফুল পাইলে যেমন আনন্দ এবং খুশী হয়, সন্তান-সন্ততি পাইয়াও মানুষের মনে তদ্রূপ খুশী এবং আনন্দ পায়। একমাত্র বিবাহ ছাড়া সন্তান লাভ করিবার অন্য কোনই উপায় নাই। কাজেই দেখা গেল যে, বিবাহের দ্বারা বেহেশ্‌তের ফুল লাভ করা যায়।

**৪। হাদীসঃ** কিয়ামতের দিন কোন কোন লোকের মর্তবা বেহেশ্‌তের মধ্যে তাহার আশাতীতরূপে অনেক বাড়াইয়া দেওয়া হইবে, তখন তাহারা আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিবে, 'হে পাক পরওয়ারদেগার! আমরা ত এমন কোন আমল করিয়াছিলাম না, যাহার কারণে এত বড় মর্তবার অধিকারী হইতে পারি।' তখন তাহাদিগকে উত্তর দেওয়া হইবে যে, 'তোমাদের উত্তরাধিকারী সন্তানগণের দো'আর রবকতে তোমাদের মর্তবা এত বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।'

**৫। হাদীসঃ** যে সব সন্তান গর্ভপাত হইয়া মারা যায়, তাহারাও তাহাদের মা-বাপের জন্য (যখন তাহাদের মা-বাপকে দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে তখন) আল্লাহ্‌র সঙ্গে জিদ করিবে যে, আমাদের মা-বাপকে দোযখ হইতে বাহির করিয়া দিতেই হইবে এবং বেহেশ্‌তের মধ্যে আনিয়া দিতেই হইবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা দয়াপরবশ হইয়া বলিবেন, 'হে জিদ্দী ছেলে! নে, এই নে, তোর মা-বাপ নিয়া বেহেশ্‌তে যা।' তখন সে তাহার মা-বাপকে সঙ্গে লইয়া বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে। এই হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, গর্ভপাতের সন্তানও মা-বাপের কাজে আসিবে এবং বিবাহের উছিলায়ই এই ফযীলত হাছেল হইবে।

**৬। হাদীসঃ** স্বামী যখন (প্রেম-ভরে) স্ত্রীর দিকে তাকায় এবং স্ত্রী যখন (প্রেম-ভরে) স্বামীর দিকে তাকায়, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের উভয়ের উপর খাছ রহ্‌মতের দৃষ্টি করেন। কারণ, সৎস্বামী নিজের স্ত্রীর দিকেই তাকায়, তা ছাড়া অন্য মেয়েলোকের দিকে তাকায় না এবং সতী স্ত্রী নিজের স্বামীর দিকেই তাকায়, পর পুরুষের দিকে তাকায় না; অথচ শুধু বিবাহের দ্বারাই ইহা রক্ষা পাইতে পারে।

**৭। হাদীসঃ** যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র হারাম কৃত (কুনজর, কুচিন্তা, কুকর্ম ইত্যাদি) পাপ কাজ হইতে নিজের আত্মা ও চরিত্রকে পবিত্র রাখিবার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ এবং রাসূলের তাবেদারীর

নিয়্যতে বিবাহ করিবে, তাহার (পরিবার পরিচালনের আবশ্যকীয় খরচ ইত্যাদিতে) সাহায্যের ভার আল্লাহ্ তা'আলা লইয়াছেন।

**৮। হাদীসঃ** বিবি বাচ্চাওয়ালা ব্যক্তির দুই রাকা'আত, বিবি-বাচ্চাহীন ব্যক্তির বিরাশি (অন্য এক রেওয়ায়তে সত্তর) রাকা'আতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। সত্তর এবং বিরাশির বিরোধ ভঞ্জন এইরূপে হইতে পারে যে, যে আদেশ পালনার্থে সন্তানদের শুধু যরুরী হক আদায় করিবে, তাহার দুই রাকা'আত অন্যের সত্তর রাকা'আতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হইবে। আর যে আল্লাহ্‌র আদেশের যরুরী হক আদায় ছাড়া শারীরিক পরিশ্রম, আর্থিক ব্যয় এবং ভাল ব্যবহার দ্বারা আল্লাহ্‌র ভালবাসা লাভার্থে বিবি-বাচ্চাদিগকে আরও বেশী ভালবাসিবে তাহার দুই রাকা'আত অন্যের বিরাশি রাকা'আতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হইবে।

**৯। মাসআলাঃ** মানুষের বড় পাপ এই যে, যাহাদের ভরণ-পোষণ, লালন-পালন এবং তরবীয়তের ভার তাহার উপর ন্যস্ত হইয়াছে, তাহাদের সেই হক আদায়ের মধ্যে সে ত্রুটি বা অবহেলা করিয়া তাহাদিগকে নষ্ট করিয়া ফেলে।

**১০। মাসআলাঃ** হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, 'আমি আমার পরে পুরুষ জাতির ধর্ম নষ্টকারী স্ত্রীজাতির ফেৎনার চেয়ে বড় ফেৎনা আর দেখি না।' ফেৎনার অর্থ—মানুষ যে বিভ্রাটে পড়িয়া হতবুদ্ধি হইয়া হিতাহিত জ্ঞান এবং দ্বীন, ঈমান নষ্ট করিয়া ফেলে তাহাকে ফেৎনা বলে। স্ত্রীজাতির কারণে পুরুষের কয়েক প্রকারের ধর্ম নষ্ট হয়—

**প্রথমতঃ** পুরুষ যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, তখন তাহার ভিতর সৃষ্টিগতভাবে স্ত্রীজাতির প্রতি এক প্রকার আকর্ষণ শক্তি জন্মে। সেই আকর্ষণের ফলে পুরুষের মন আপনা আপনি স্ত্রীজাতির সৌন্দর্য অবলোকন, কথোপকথন, কাছে উপবেশন এবং মিলন লাভ করিতে চায়। এই উত্তাপ তরঙ্গ যখন বয়ঃপ্রাপ্ত নবযুবকের মনের ভিতর উঠে, তখন তাহাকে বাধা দিয়া রাখিবার মত জিনিস এক আলেমুল গায়েব ওয়াশ্‌শাহাদাত, (অন্তর্যামী) আল্লাহ্‌র ভয় ব্যতীত আর কিছুই নাই। কারণ, সরকারী পুলিশ বা মা-বাপ, গুরুজন সব সময় মানুষের সঙ্গে থাকিতে পারে না, দুর্নামের ভয় বা আত্মা কলুষিত, চরিত্র ও স্বাস্থ্য নষ্ট হইবার ভয় মনের সেই দুর্দমনীয় শয়তানের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার মত শক্তি রাখে না। শয়তান তখন মানুষের কল্পনা শক্তিকেও পরিবর্তিত করিয়া ফেলে। একমাত্র আল্লাহ্‌র গযব ও আযাবের ভয়ই তখন মানুষকে পাপ হইতে ফিরাইয়া রাখিতে পারে; তাছাড়া অন্য কোন কিছুই পারে না। এই জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা পর্দা-প্রথা পালন এবং বিবাহ করা ফরয করিয়া দিয়াছেন।

**দ্বিতীয়তঃ** পুরুষ যখন বিবাহ করে তখন তাহার মন সম্পূর্ণভাবে স্ত্রীর প্রেমে নিমগ্ন হইয়া যায় এবং তার মন শুধু প্রেম-পাত্রীর মন যোগাইয়া চলিতে চায়। এই জন্যই অনেক হতভাগ্য যুবক তার মা-বাপ ভাই-বোন বা পিতৃকুলের অন্যান্য আত্মীয়স্বজনগণকে ভুলিয়া শুধু শ্বশুরকুলের মন যোগাইয়া চলিতে আরম্ভ করে। কারণ যৌবনকে হাদীসে বুদ্ধিহীনতা এবং পাগলামির একশাখা বলা হইয়াছে এবং স্ত্রীজাতিকে 'নাকেছাতোল আক্‌ল' অপূর্ণ জ্ঞান-বিশিষ্ট জাতি বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে। কেননা, সাধারণতঃ যদিও কোন কোন মেয়েলোককে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি-বিশিষ্টা দেখা যায়, কিন্তু জাতিগতভাবে স্ত্রীজাতির বুদ্ধিতে ব্যাপকতা ও দূরদর্শিতা কম হয়। যাহারা বুদ্ধিমতি মেয়েলোক হয়, তাহাদের বুদ্ধিও সাধারণতঃ সঙ্কীর্ণ হয়, দূরদর্শী হয় না। নিজের ব্যক্তিগত বা পরিবারগত সুখ-দুঃখ, উপস্থিত লাভ-লোকসান বুঝে, ব্যাপকভাবে জগতজোড়া গোটা জাতির বা

দূরের সুখ-দুঃখ লাভ-লোকসান ভাল মতে বুঝে না। তাছাড়া যৌবন-স্রোতে ভাসমান যুবতীদের মধ্যে বিলাসিতা, অনুকরণপ্রিয়তা এবং প্রবৃত্তির বশবর্তিতা এত অধিক হয় যে, তাহা চাপিয়া রাখা এক আল্লাহ্‌র কঠোর আদেশের পর্দা-প্রথা পালন ব্যতীত অন্য কোন উপায়েই সম্ভবপর নয়। বিশেষতঃ বেপর্দায় বেড়াইয়া সৌন্দর্য, অলঙ্কার ও কাপড় দেখাইবার প্রবৃত্তি ধর্ম-শিক্ষাবিহীন চরিত্রহীনা সুন্দরী নারীর হইয়া থাকে এবং যুবকগণও প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া বিজাতীয় অন্ধ অনুকরণ করতঃ পর্দা-প্রথা উঠাইয়া দিয়া সৌন্দর্য অবলোকন করিতে চায়। পরিণামে এই পর্দা-প্রথা পালন না করার ফলে মানুষের স্বাস্থ্য, সমাজ, সম্মান, ধর্ম, পরবর্তী বংশ, নৈতিক চরিত্র প্রভৃতি সবই নষ্ট হয়। পুরুষের চক্ষু যখন পর-স্ত্রীর উপরে পড়ে, তখন তাহার মনের ভিতর চাঞ্চল্য উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক এবং এই মনের চাঞ্চল্যের কারণেই তাহার জীবনীশক্তি দুর্বল এবং হীন-বীর্য হইয়া যায়, ফলে তাহার স্বাস্থ্য নষ্ট হয় এবং পরবর্তী নছল অর্থাৎ সন্তান-সন্ততি নষ্ট হয়; এইরূপে স্ত্রীজাতির সতীত্ব নষ্ট এবং নছল বা সন্তান-সন্ততি ধ্বংস শুধু গোনাহ্ কবীরার দ্বারাই যে হয় তাহা নহে; বরং স্ত্রীর চক্ষু যখন পর-পুরুষের দিকে ধাবিত হয়, তখনই তাহার কোমল মন দোটানায় পড়িয়া যায়; ফলে জ্ঞানহীন, লজ্জাহীন, স্বাবলম্বনহীন, পিতৃ-মাতৃ ভক্তিহীন কুসন্তান জন্মে। কাজেই ইহা অতি বড় ফেৎনা এবং এই ফেৎনার সৃষ্টি স্ত্রীজাতি হইতেই হইয়া থাকে। (অবশ্য শীতপ্রধান দেশে মনের চাঞ্চল্য কম হয় এবং সেই কারণেই ইংরেজগণ পর্দা প্রথা পালন না করা সত্ত্বেও স্বাস্থ্যবান থাকে। তাহাদের স্বাস্থ্য নষ্ট কম হয় বটে, কিন্তু অন্যান্য কুকর্ম কম হয় না।)

**তৃতীয়তঃ** মানুষ উপরোক্ত দুইটি পাপ ছাড়া নারীর কারণে আরও অনেক পাপ করিয়া ধর্ম নষ্ট করে। যথা—স্ত্রীর বিলাসিতা, অমিতব্যয়িতা বা বেহুদা কাজকর্ম, রছুম-রেওয়াজ প্রভৃতি কারণে অনেক সময় স্বামীকে সুদ ঘুষ, মাপে কম দেওয়া, মিথ্যা কথা বলিয়া জিনিস বিক্রয় করা ইত্যাদি অসদুপায়ে আয় বাড়াইতে হয়। এখানে মাত্র দুনিয়ার কয়েকটি ক্ষতির কথা উল্লেখ করা হইল। তাছাড়া দুনিয়ার আরও অনেক রকম ক্ষতি স্ত্রীজাতির ফেৎনার কারণে হয়, আর আখেরাতের ক্ষতি ত অসীম। স্ত্রীজাতির ফেৎনায় যে পড়িবে তাহাকে অনেক প্রকার কঠোর আযাব দুনিয়াতেও এবং আখেরাতেও ভুগিতে হইবে। —অনুবাদক

**১১। হাদীসঃ** "একজনে যেখানে বিবাহের পয়গাম দিয়াছে যতদিন না সে ছাড়িয়া যায়, বা মেয়ের পক্ষ হইতে জওয়াব দিয়া দেওয়া হয়, সেখানে অন্য কেহ পয়গাম দিবে না। এইরূপে যে মাল একজনে দর করিতেছে—যতক্ষণ পর্যন্ত না সে ছড়িয়া যায় বা বিক্রেতা তাকে জওয়াব দিয়া দেয়, সে মাল অন্য কেহ দর করিবে না" এই হুকুমের মধ্যে মুসলমান অমুসলমান সকলেরই একই হুকুম। অর্থাৎ একজন হিন্দু যে জিনিস দর করিতেছে একজন মুসলমানের সে জিনিস দর করা চাই না,যতক্ষণ না সে ছাড়িয়া যায়। (অবশ্য নিলামের মালের এই হুকুম নহে। নিলামের মালের নিলাম ডাকা এবং বলা সকলের জন্য জায়েয আছে।)

**১২। হাদীসঃ** হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, "হে আমার উম্মত! কেহ বিবাহ করে সম্পত্তি দেখিয়া, কেহ বিবাহ করে সৌন্দর্য দেখিয়া, (কেহ বিবাহ করে সম্মান ও উচ্চ বংশ দেখিয়া) এবং কেহ বিবাহ করে দ্বীনদারী পরহেযগারী দেখিয়া। অতএব, হে আমার প্রিয় উম্মত! আমি তোমাদিগকে অছিয়ত করি যে, তোমরা দ্বীনদারী-পরহেযগারী দেখিয়া বিবাহ করিবে; তাহা হইলেই ইন্‌শা-আল্লাহ্ তোমাদের জীবন সার্থক ও শান্তিময় হইবে।"

**১৩। হাদীসঃ** সব চেয়ে ভাল (বিবাহ, ভাল কুটুম্ব এবং) বিবি সেই, (যে বিবাহে কম খরচ হয় এবং যাহারা কুটুম্বিতা করিতে কুটুম্বের উপর বেশী বোঝা না চাপায় এবং) যে বিবির (বিবাহ খরচ এবং) মহর কম হয়। আজকাল বিবাহ কার্যে লোকেরা অনেক আড়ম্বর ও অপব্যয় করিতেছে, গৌরব দেখাইবার জন্য অনেক জেওর কাপড় ও বেশী মহর চাহিতেছে। এই কুপ্রথায় সমাজের এবং ধর্মের অনেক ক্ষতি আছে, কাজেই এই কু-প্রথা বর্জন করা দরকার।

**১৪। হাদীসঃ** হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, "তোমরা তোমাদের (সন্তানের) বীজ বপনের জন্য উত্তম ক্ষেত্র (স্ত্রী) বাছিয়া লও। কেননা, মেয়েরা ভাই-ভগ্নীদের অনুরূপ সন্তান জন্মায়।" এই হাদীসের মর্ম এই যে, যাহাদের পুরুষগণের মধ্যে কোনরূপ কু-কাজ ও কলঙ্ক নাই, বিবাহ করিবার সময় তেমন সদ্বংশ-জাত মেয়ে দেখিয়া বিবাহ করা দরকার। কেননা সাধারণতঃ সন্তান মা এবং মাতুল কুলের অনুরূপ বেশী হয়। অতএব, মা বা মাতুল কুলের মধ্যে যদি কোনরূপ চরিত্র-দোষ (চুরি, জেনা, বে-পর্দা, হারামখোরী, বেহায়াপনা ইত্যাদি) থাকে, তবে খুব সম্ভব সন্তানের মধ্যেও সেই দোষ রক্তে টানিয়া আনিবে।

**১৫। হাদীসঃ** স্ত্রীলোকের উপর সব চেয়ে বড় হক তার স্বামীর, আর পুরুষের উপর সব চেয়ে বড় হক তার মার (অর্থ এই যে, আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্‌র রাসূলের হক ত সব চেয়ে বেশী, তারপর স্ত্রীর উপর তার স্বামীর হকের চেয়ে বড় হক আর কাহারও না। এমনকি, মা-বাপের চেয়েও স্ত্রীর উপর তার স্বামীর হক আরও বড়, আর পুরুষের উপর মাতার হক সব চেয়ে বেশী, এমনকি বাপের চেয়েও বেশী।)

**১৬। হাদীসঃ** যখন তোমরা স্ত্রী-সহবাস করিবার ইচ্ছা কর তখন—

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَارَزَقْتَنَا ○

এই দো'আটি পড়িয়া আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিয়া লইও, তাহা হইলে যদি ঐ সহবাসে সন্তান হওয়া তক্‌দীরে লেখা থাকে, তবে শয়তান সেই সন্তানের কোনরূপ ক্ষতি করিতে পারিবে না। (দো'আটির অর্থ এই—আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করিয়া আমি এই কামে লিপ্ত হইতেছি। আয় আল্লাহ্! আমাদিগকে শয়তানের হাত হইতে বাঁচাও এবং তুমি আমাদেরে যাহা দান করিবে তাহাকেও শয়তানের হাত হইতে বাঁচাইয়া রাখিও।)

**১৭। হাদীসঃ** হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুর রহমান ইব্‌নে-আওফ নামক জনৈক ছাহাবীকে আদেশ করিয়াছেন اولم ولوبشاة অর্থাৎ, অলীমা কর, (যদিও বেশী না পার, মাত্র একটি বকরী যবাহ করিয়া খাওয়াইবার তৌফীক থাকে, তবুও অলীমা করিতে ত্রুটি বা তাকাল্লোফ করিও না। মাত্র একটি বকরীর দ্বারাই অলীমা কর।) অর্থ এই যে, যদি বেশী ধুমধাম করিয়া বা আত্মীয়-স্বজন খেশকুটুম্ব, পাড়া পড়শী গ্রামবাসীদের দাওয়াত করিয়া খাওয়াইবার তৌফীক না থাকে, তবে ধার করয না করিয়া সহজে যে পরিমাণ পার, সেই পরিমাণই অলীমা খাওয়াইয়া দাও, একেবারে বন্ধ করিও না বা একেবারে খুলিয়া দিয়া দেনা দায়িক হইয়া পড়িও না।

(হযরত নবী আলাইহিস সালাম তাঁহার এক বিবাহে মাত্র দুই সের যবের দ্বারা অলীমা করিয়াছেন এবং সব চেয়ে বড় অলীমা করিয়াছেন হযরত জয়নবের বিবাহে। তখন একটি বকরী যবাহ করিয়া আছহাবগণকে গোশ্‌ত-রুটি পেট ভরিয়া খাওয়াইয়াছিলেন। অন্য এক বিবাহে খোরমা, পনির এবং ঘৃত মিশ্রিত ক্ষীর খাওয়াইয়াছেন।)

অলীমা করা মোস্তাহাব। অলীমা কোন্ সময় খাওয়ান চাই, এই সম্বন্ধে মতভেদ আছে। স্বামী-স্ত্রীর প্রথম মিলনের পরবর্তী দিনই অলীমা করা ভাল। কোন কোন আলেম বলিয়াছেন যে, বৌ উঠাইয়া আনার পূর্বে ও আক্দ হইয়া যাওয়ার পরই অলীমা হইতে পারে (জোর জবরদস্তি করিয়া কাহারও নিকট হইতে দাওয়াত খাওয়া হারাম। ফখরের জন্য পাল্লা দিয়া খাওয়ান বা সেইরূপ দাওয়াতে খাওয়া না-জায়েয। ঋণ করিয়া খাওয়ান বা সেইরূপ দাওয়াত খাওয়া না-জায়েয।)

## তালাকের নিন্দাবাদ এবং অপকারিতা

**১৮। হাদীস ঃ** "মোবাহ্ জিনিসের মধ্যে তালাকের চেয়ে ঘৃণিত জিনিস আল্লাহ্র নিকট আর নাই।"—হাকিম, আবুদাউদ, ইবনে মাজা। অর্থ এই যে, বান্দাদের (জরুরতের) জন্য আইনতঃ তালাককে জায়েয রাখা হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে (বিনা জরুরতে) যদি কেহ তালাক দেয়, তবে তাহা আল্লাহ্র নিকট বড়ই ঘৃণিত। অতএব, প্রত্যেক স্বামী-স্ত্রীর খুব সতর্ক হইয়া চলা দরকার। উভয়ের মধ্যে যাহাতে মিল-মহব্বত থাকে তাহারও চেষ্টা করা উভয়ের দরকার। একজনের রাগ, অসুখ বা অন্যায় ব্যবহারের সময় অন্য জনের বিশেষভাবে ছবর বরদাশ্ত করিয়া চলা দরকার; নতুবা নানাবিধ খারাবীর আশঙ্কা আছে— দুনিয়ারও খারাবী এবং আখেরাতেরও খারাবী। আখেরাতের খারাবী এই যে, স্বামী স্ত্রীর জন্য এবং স্ত্রী স্বামীর জন্য আল্লাহ্র অতি বড় একটি নেয়ামত এবং অনুগ্রহের দান। আল্লাহ্র এই নেয়ামতের না-শুকরী এবং বে-কদরী যে করিবে তাহার উপর আল্লাহ্ তা'আলা অসন্তুষ্ট হইবেন। তাহা ছাড়া একজনের মনে কষ্ট দেওয়া অতি বড় পাপ। দুনিয়ার খারাবী এই যে, দুইটি বংশ বা দুইটি গ্রামের মধ্যে শত্রুতা, আদাওতির সৃষ্টি হইয়া দুর্নাম, বদনাম, ঝগড়া কলহ, মারামারি, কাটাকাটি, মামলা মকদ্দমা কত যে হয় এবং আরও কতদূর যে ইহার জের গড়ায় তাহার সীমা নাই। যদি একজন একটু ছবর করিত, তবে এত অপকর্মের সৃষ্টি হইত না। অবশ্য যখন ছবরের শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছিয়াও অন্য পক্ষের ক্ষোভ না মিটে এবং কোন প্রকারেই মিল মহব্বত এবং একতা না হইতে পারে, তখন তালাকের কথা মুখে আনা যাইতে পারে। (এইরূপ প্রয়োজনবোধে তালাক দিতে হইলেও তাহা রাগের বশীভূত হইয়া বা গালাগালি করিয়া দিবে না বা হায়েয-নেফাসের সময়ও তালাক দিবে না এবং এক সঙ্গে তিন তালাক বা দুই তালাক দিবে না। একবার পাক অবস্থায় দুইজন ভাল লোককে সাক্ষী করিয়া মাত্র একটি তালাক দিবে এবং তালাকের পর তিন মাস পর্যন্ত খোরাক ও পোশাক দিবে।)

**১৯। হাদীস ঃ** হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, "তোমরা বিবাহ কর, কিন্তু তালাক দিও না। কেননা, যে পুরুষ বা স্ত্রীলোক অনেক জায়গার স্বাদ গ্রহণ করে, তাহাকে আল্লাহ্ তা'আলা পছন্দ করেন না।" অর্থ এই যে, বিনা জরুরতে নানা জায়গার স্বাদ গ্রহণ করাকে আল্লাহ্ তা'আলা পুরুষ বা স্ত্রীলোক কাহারও জন্য পছন্দ করেন না। —তাবরাণী

**২০। হাদীস ঃ** স্ত্রীকে যতক্ষণ পর্যন্ত ফাহেশা কাজে প্রবৃত্ত না পাও ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাকে তালাক দিও না। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা বিভিন্ন স্থানের স্বাদ গ্রহণকারীকে পছন্দ করেন না, সে পুরুষই হউক আর স্ত্রীই হউক। এই হাদীসের দ্বারা বুঝা যায় যে, যদি স্ত্রী সতীত্ব এবং নছল নষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হয় কিংবা এধরনের কোন কাজ করিয়া থাকে, তবে তালাক দেওয়া যায়।

**২১। হাদীসঃ** বিবাহ কর কিন্তু তালাক দিও না। কেননা, তালাক দিলে আল্লাহ্‌র আরশ কম্পিত হয়। —ইবনে আদী

**২২। হাদীসঃ** ইবলিস শয়তান সমুদ্রের পানির উপর তাহার সিংহাসন পাতিয়া বসে এবং তাহার দলকে দুনিয়ার চতুর্দিকে লোকদিগকে পাপকর্ম করাইবার জন্য প্রেরণ করে। তারপর আবার সকলের নিকট হইতে হিসাব লয়, যে যত বড় এবং যত বেশী পাপ করাইতে পারে, তাহাকে তত বড় পদ এবং অধিক নৈকট্য দান করে। অতঃপর হিসাবের সময় কেহ বলে যে, "আমি অমুক অমুক পাপ করাইয়া আসিয়াছি।" তখন বুড়া শয়তান বলে যে, "তুই কিছুই করিস নাই" অর্থাৎ, বড় কোন কাজ করিতে পারিস নাই। এইরূপ সকলেই বলিতে থাকে। এমনকি যখন কেহ বলে যে, "আমি অমুক স্বামী হইতে তাহার স্ত্রীকে ছাড়াইয়া পৃথক করিয়া দিয়া আসিয়াছি, "তখন বুড়া শয়তান খুব সন্তুষ্ট হয় এবং ঐ কর্মবীরকে কাছে টানিয়া লইয়া তাহার সহিত কোলাকুলি গলাগলি করে এবং বলে, ("সাবাস বেটা! সাবাস!) তুই খুব বড় কাজ করিয়া আসিয়াছিস।" অতএব, প্রত্যেক মুসলমানেরই খুব সতর্ক থাকা দরকার যাহাতে আল্লাহ্‌ ও রাসূলের মনে কষ্ট দিয়া নিজের দ্বীন ও দুনিয়ার পায়ে কুঠারাঘাত করিয়া যেন বুড়া শয়তানের মন সন্তুষ্ট না করে। —মোসলেম, আহ্‌মদ

**২৩। হাদীসঃ** যে মেয়েলোক একান্ত ঠেকা ছাড়া নিজে ইচ্ছা করিয়া স্বামীর নিকট তালাক চাহিবে তাহার জন্য বেহেশ্‌ত হারাম। অর্থাৎ বড় কঠিন গোনাহ্‌। অবশ্য ঈমানের সহিত মরিলে পাপ কার্যের শাস্তি ভোগ করিয়া অবশেষে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে। —আহ্‌মদ, হাকেম

**২৪। হাদীসঃ** যেসকল মেয়েলোক স্বামীর সহিত এমন খারাপ ব্যবহার করে যাতে সে অবশেষে তালাক দিতে বাধ্য হয়, তাহারা এবং যাহারা একান্ত ঠেকা ছাড়া স্বামীর নিকট খোলা তালাক চাহিবে তাহারা মোনাফেক দলভুক্ত। অর্থাৎ ইহা মোনাফেকের স্বভাব। ভিতরে এক রকম বাহিরে আর এক রকম। বাহ্যতঃ বিবাহ চিরদিনের জন্য হইয়া থাকে অথচ সে চায় বিচ্ছিন্নতা। কাজেই যদি কাফের না-ও হয় গোনাহ্‌গার হইবে।

## তালাক

**১। মাসআলাঃ** আকেল বালেগ স্বামী অর্থাৎ, বালেগ হইয়াছে এবং পাগল নহে, সে তালাক দিলে অবশ্য তালাক হইয়া যাইবে। (আকেল বালেগের মুখের কথা বৃথা যাইবার নহে।) যে স্বামী এখনও বালেগ হয় নাই, সে তালাক দিলে তালাক হইবে না। এইরূপে পাগল স্বামী তালাক দিলে তালাক হইবে না।

**২। মাসআলাঃ** ঘুমন্ত স্বামীর মুখ দিয়া যদি এইরূপ কথা বাহির হয় যে, 'তোকে তালাক' বা 'আমার স্ত্রীকে তালাক' এরূপ বিড় বিড় করিলে তালাক হইবে না।

**৩। মাসআলাঃ** কোন যালেম যদি স্বামীর উপর অত্যাচার করিয়া বলে যে, 'তুই তোর স্ত্রীকে তালাক না দিলে তোকে প্রাণে বধ করিয়া ফেলিব' এইরূপ মজ্‌বুরীতে সে তালাক দিল তবুও তালাক হইয়া যাইবে; (কিন্তু ঐ যালেম এইরূপ অত্যাচারের দরুন মহাপাপী হইবে।)

**৪। মাসআলাঃ** কেহ যদি কোন নেশা পান করিয়া মাতাল হইয়া তালাক দিয়া পরে আক্ষেপ করে, তবে তাহাতেও তালাক হইয়া যাইবে। এইরূপ যদি কেহ রাগে অধীর হইয়া তালাক দেয়, তাতেও তালাক হইয়া যাইবে। (অতএব, সাবধান মুসলমানগণ! রাগ, নেশা ত্যাগ

করার অভ্যাস কর, একান্ত যদি তাহা না পার তবে আর যত কিছুই কর, কিন্তু তালাক শব্দ মুখে উচ্চারণ করিও না।)

৫। **মাসআলা ঃ** তালাক দেওয়ার ক্ষমতা স্বামী ব্যতীত অন্য কাহারও নাই। (স্বামীর বাপেরও নাই বা স্ত্রীরও নাই, স্ত্রীর বাপেরও নাই।) অবশ্য স্বামী যদি কাহাকেও তালাক দেওয়ার ক্ষমতা দেয়, (স্ত্রীকে বা অন্য কাহাকেও) তবে সে তালাক দিতে পারে।

## তালাক দেওয়ার কথা

১। **মাসআলা ঃ** তালাক দেওয়ার সম্পূর্ণ ক্ষমতা স্বামীকে দেওয়া হইয়াছে, স্ত্রীর তাহাতে আদৌ কোন ক্ষমতা নাই। অতএব, স্বামী যদি তালাক দেয় আর স্ত্রী যদি গ্রহণ না করে, তবুও তালাক হইয়া যাইবে। স্ত্রী নিজের স্বামীকে তালাক দিতে পারে না।

২। **মাসআলা ঃ** স্বামীকে মাত্র তিন তালাক দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। বেশী তালাক দেওয়ার ক্ষমতা তাহার নাই। যদি কেহ চার পাঁচ তালাক দেয়, তবুও তিন তালাকই হইবে।

৩। **মাসআলা ঃ** স্বামী মুখে বলিল, "আমি আমার স্ত্রীকে তালাক দিলাম" এতটুকু জোরে বলিয়াছে যে, নিজে এই শব্দগুলি শুনিয়াছে। এতটুকু বলাতেই তালাক হইয়া যাইবে। কাহারও সাক্ষাতে বলুক বা কাহারও সাক্ষাতে না বলিয়া একা একাই বলুক অথবা স্ত্রীকে শুনাইয়া বলুক বা না শুনাইয়া বলুক, বা সর্বাবস্থায়ই তালাক হইয়া যাইবে।

৪। **মাসআলা ঃ** তালাক তিন প্রকার ঃ ১। তালাকে বায়েন (মোখাফ্‌ফফা) ২। তালাকে বায়েন (মোগাল্লাযা) ৩। তালাকে রজ্‌য়ী।

বায়েন এমন তালাক যে, তাহাতে বিবাহ সম্পূর্ণ টুটিয়া যায়, পুনরায় বিবাহ না দোহ্‌রাইয়া স্বামীর জন্য স্ত্রীকে রাখা জায়েয নহে এবং স্ত্রীর জন্য ঐ স্বামীর কাছে থাকা জায়েয নহে । (বায়েন তালাক হওয়া মাত্রই স্ত্রী পৃথক হইয়া যাইবে এবং ঐ স্বামীকে দেখা দেওয়াও জায়েয হইবে না। অবশ্য পরে যদি স্বামী ঐ স্ত্রীকে রাখিতে চায় বা স্ত্রী যদি ঐ স্বামীর কাছে থাকিতে চায়, তবে উভয়ের মত লইয়া বিবাহ পড়াইতে হইবে। এক তালাক বা দুই তালাক পর্যন্ত বায়েন (মোখাফ্‌ফফা) হইতে পারে।

**মোগাল্লাযা তালাক ঃ** তিন তালাক হইলে মোগাল্লাযা হইয়া যাইবে, (বায়েন বলুক বা না বলুক বা রজয়ী বলুক, এক সঙ্গে এক সময় বলুক বা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বা বহুকাল পরে বলুক; মোটকথা তিন তালাক হইলে মোগাল্লাযা হইবে।) তালাকে মোগাল্লাযা হইলে বিবাহ ত যখন তখন টুটিয়া যাইবেই, এমনকি দ্বিতীয়বার বিবাহ দোহ্‌রাইয়া রাখিতে বা থাকিতে চাহিলে তাহাও জায়েয নহে। অবশ্য যদি ঐ স্ত্রী ইদ্দতের পর অন্য কোন জায়গায় বিবাহ বসে এবং স্বামী-স্ত্রী সহবাস করার পর তালাক দেয় অথবা মরিয়া যায় এবং তাহার ইদ্দতের পর প্রথম স্বামী তাহাকে পুনরায় আনিতে চায়, তবে সে রাজি হইলে শরীঅতের নিয়ম অনুসারে পুনরায় বিবাহ করিয়া তাহাকে আনিতে পারিবে।

তালাকে রজয়ী এমন তালাক যে, স্বামী পরিষ্কার শব্দে এক তালাক দিলাম বা দুই তালাক দিলাম বলিবে। ইহাতে বিবাহ সম্পূর্ণ টুটিবে না, যদি পরে পরিণাম চিন্তা করিয়া স্বামী ঐ স্ত্রীকে রাখিতে চায়, তবে বিবাহ দোহ্‌রাইবার দরকার হইবে না, বিবাহ না দোহ্‌রাইয়াও রাখিতে পারিবে। এমনকি, মুখ দিয়া কিছু না বলিয়াও যদি স্বামী স্ত্রীর মত আচার-ব্যবহার করে, তবে তাহাও দুরুস্ত

আছে। অবশ্য যদি রজয়ী তালাক দেওয়ার পর কিছুই না বলে বা না করে এবং রজআত না করে অর্থাৎ নিজের কথা ফিরাইয়া না লয় আর ঐ ভাবেই ইদ্দত শেষ হইয়া যায়, তবে ঐ রজয়ী তালাকই বায়েন তালাকে পরিণত হইয়া যাইবে এবং পরে আর বিবাহ না দোহ্‌রাইয়া ঐ স্ত্রীকে আনিতে পারিবে না। একথা স্মরণ রাখা দরকার যে, তিন তালাক রজয়ী হইতে পারে না; এমনকি 'তালাক রজয়ী' নাম উচ্চারণ করা সত্ত্বেও তিন তালাক হইয়া গেলে আর স্বামীর কোন ক্ষমতা থাকিবে না, তালাক বায়েন মোগাল্লাযা হইয়া যাইবে। ( এই জন্যই তিন তালাক দেওয়ার নিষেধাজ্ঞা কোরআন, হাদীসে আছে। কেননা, তালাক এতই খারাপ জিনিস যে, যদি কেহ এক তালাক দিয়া রজআত করিয়া বা বিবাহ দোহ্‌রাইয়া দুই তিন বৎসর পরে পুনরায় এক তালাক দেয় এবং তারপর দুই তিন বৎসর পরে আবার এক তালাক দেয়, তবুও সব মিলিয়া যোগ হইয়া বায়েন মোগাল্লাযা হইয়া সম্পূর্ণ ভাবে তালাক হইয়া যাইবে। এই জন্যই বলা হইয়াছে যে, তালাক এতই খারাপ জিনিস যে, শব্দই মুখে আনা চাই না।

**৫। মাসআলা ঃ** তালাক দিতে যে সব শব্দ ব্যবহার করা হয় তাহা দুই প্রকার। এক প্রকার পরিষ্কার অর্থ প্রকাশক এবং একার্থবোধক, ইহাকে 'ছরীহ্' বলে। যেমন কেহ তাহার স্ত্রীকে বলিল, "আমি তোমাকে তালাক দিলাম" বা "আমি আমার স্ত্রীকে তালাক দিলাম।" দ্বিতীয় প্রকার যাহার অর্থ পরিষ্কার নহে, একাধিক অর্থের সম্ভাবনা থাকে; তালাকের অর্থও হইতে পারে, অন্য অর্থও হইতে পারে, যেমন কেহ তাহার স্ত্রীকে বলিল, "আমি তাহাকে দূর করিয়া দিলাম।" এই কথার অর্থ তালাকও হইতে পারে এবং এই অর্থও হইতে পারে যে, তালাক দেই নাই, বর্তমানে আমি আমার স্ত্রীকে আমার কাছে আসিতে নিষেধ করিয়াছি। এইরূপ শব্দকে 'কেনায়া' বলে। কেনায়ার আরও অনেক শব্দ আছে। যেমন, কেহ তাহার স্ত্রীকে বলে, "তুই তোর বাপের বাড়ী গিয়া থাক, আমি তোর খবরবার্তা লইতে পারিব না, আমার সঙ্গে তোর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই, তুই আমার না, আমি তোর না, আমার বাড়ী থেকে চলিয়া যা, দূর হইয়া যা", (আমি তোকে ছাড়িয়া দিলাম, তুই যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যা ইত্যাদি।) এই সব শব্দেরই দুই দুইঅর্থ হইতে পারে, তালাকের অর্থও হইতে পারে, অন্য অর্থও হইতে পারে।

**৬। মাসআলা ঃ** ছরীহ্ শব্দের দ্বারা অর্থাৎ পরিষ্কার একার্থবোধক শব্দের দ্বারা তালাক দিলে তালাক দেওয়ার নিয়ত হউক বা না হউক, এমনকি হাসি-ঠাট্টারূপে বলিলেও যখন তখন তালাক হইয়া যাইবে। আর এক তালাক বলিলে বা শুধু তালাক বলিলেও এক তালাক রজয়ী এবং দুই তালাক বলিলে বা দুই বার তালাক শব্দ বলিলে—দুই তালাক রজয়ী হইবে। কিন্তু তিন তালাক বলিলে বা তালাক শব্দ তিন বার বলিলে তিন তালাক হইয়া বায়েনে মোগাল্লাযা হইয়া যাইবে। (খবরদার! তিন তালাক এক সঙ্গে দিলে ভারী গোনাহ্ হয়।)

**৭। মাসআলা ঃ** এক তালাক দেওয়ার পর যত দিন ইদ্দত শেষ না হইয়া যায় তত দিন আরও দুই তালাক দেওয়ার ক্ষমতা স্বামীর থাকে, ইচ্ছা করিলে দ্বিতীয়, তৃতীয় তালাকও দিতে পারে। (অতএব, ইদ্দতের মধ্যে) যদি আরও এক তালাক বা দুই তালাক দেয়, তবে তাহাও তালাক হইবে।

**৮। মাসআলা ঃ** 'তালাক দিব' বলিলে তালাক হইবে না। (অর্থাৎ, অতীত কালের বা বর্তমান কালের শব্দ ব্যবহার করিলে তালাক হইবে; কিন্তু ভবিষ্যৎকালের শব্দ ব্যবহার করিলে তালাক হইবে না।) অতএব, যদি তাহার স্ত্রীকে বলে যে, "যদি তুই অমুক কাজ করিস, তবে তোকে

তালাক দিয়া দিব" এইরূপ বলিলে সেই কাজ করুক বা না করুক তালাক হইবে না। অবশ্য যদি এইরূপ বলে যে, "যদি তুই অমুক কাজ করিস, তবে তোকে তালাক (দিলাম বা তবে তোকে তালাক দিতেছি) এইরূপ বলিলে অবশ্য যখন সেই কাজ করিবে, তখনই তালাক হইবে।

**৯। মাসআলা ঃ** যদি কেহ তালাক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইনশা-আল্লাহ্ বলিয়া দেয় বা এইরূপ বলে, খোদা চাহে ত তালাক, তাহাতে তালাক হইবে না। অবশ্য তালাক দেওয়ার পর কিছুক্ষণ দেরী করিয়া যদি ইনশা-আল্লাহ্ বলে, তবে তালাক হইয়া যাইবে।

**১০। মাসআলা ঃ** যদি কেহ তাহার স্ত্রীকে 'ও তালাক্নী' বলিয়া ডাকে, তবে তাহাতেও তালাক হইয়া যাইবে। যদিও হাসি ঠাট্টারূপে এইরূপ বলে।

**১১। মাসআলা ঃ** যদি কেহ তাহার স্ত্রীকে বলে, "যখন তুই লক্ষ্ণৌ (তোর বাপের বাড়ী বা অমুক জায়গায়) যাইবি, তখন তোকে তালাক," এইরূপ বলিলে যখন সে তথায় যাইবে, তখন তালাক হইবে।

**১২। মাসআলা ঃ** যদি ছরীহ অর্থাৎ পরিষ্কার শব্দের দ্বারা তালাক না দেয় বরং গোলমেলে বা ইশারা, কেনায়া শব্দ (অর্থাৎ একাধিক অর্থ-বোধক শব্দের) দ্বারা তালাক দেয়, তবে ঐ সব শব্দ বলিবার সময় যদি তালাকের নিয়ত থাকে, তবে তালাক হইবে অন্যথায় তালাক হইবে না। (কাজেই তালাক্দাতা অর্থাৎ স্বামীর কাছে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে যে, তোমার নিয়ত কি ছিল? সে যদি তালাকের নিয়তে বলিয়া থাকে, তবে ত তালাক হইবে। আর যদি অন্য অর্থে বলিয়া থাকে, তবে তালাক হইবে না) অবশ্য যদি হাবভাবে বুঝা যায় যে, তালাকের নিয়তেই বলিয়াছিল, কিন্তু এখন সে মিথ্যা বলিতেছে, মিছামিছি অস্বীকার করিতেছে তবে স্ত্রী স্বামীর কাছে থাকিবে না। স্ত্রী ইহাই বুঝিবে যে, তাহার তালাক হইয়া গিয়াছে এবং ঐ স্বামী হইতে পৃথক থাকিবে। যেমন স্ত্রী রাগ হইয়া স্বামীকে বলিল যে, "তোমাতে আমাতে বনিবনাৎও হইবে না, তুমি আমাকে তালাক দিয়া দাও", এই কথার উত্তরে স্বামী বলিল, "যা তোরে ছাড়িয়া দিলাম" তখন স্ত্রী ইহাই বুঝিবে যে, আমাকে তালাক দিয়াছে। অন্য অর্থ লয় নাই; কাজেই এক তালাক বায়েন পড়িবে। স্ত্রী স্বামী হইতে পৃথক থাকিবে।

**১৩। মাসআলা ঃ** কেহ তিনবার বলিল, তোকে তালাক, তালাক, তালাক, তবে তিন তালাক পড়িবে। কিংবা গোলমেলে শব্দে তিনবার বলিল, তবুও তিন তালাক পড়িবে। কিন্তু যদি নিয়ত এক তালাকের হয় শুধু কথা পাকা করিবার জন্য তিন বার বলিয়াছে, তবে এক তালাকই হইবে। কিন্তু স্ত্রীর তো স্বামীর মনের অবস্থা জানা নাই। কাজেই স্ত্রী ইহাই বুঝিবে যে, তিন তালাক দিয়াছে।

## স্বামী-স্ত্রীর মিলনের পূর্বের তালাকের কথা

**১। মাসআলা ঃ** মিলনের পূর্বে (অর্থাৎ, খাল্ওয়াতে ছহীহা অথবা সহবাসের পূর্বে) তালাক দিলে বায়েন হইবে। স্পষ্ট কথায় বলুক বা অস্পষ্ট কথায় বলুক। ইহাতে স্ত্রীকে ইদ্দতও পালন করিতে হইবে না, তালাক হওয়ার পরক্ষণেই ইচ্ছা করিলে অন্যত্রও বিবাহ বসিতে পারিবে আর এক তালাক দেওয়ার পর অন্য তালাক দেওয়ার ক্ষমতা থাকিবে না। অবশ্য প্রথম বারই যদি এক সঙ্গে দুই তালাক দেয়, তবে যাহা দিবে তাহাই পড়িবে (যদি এইরূপ বলে যে, 'তোকে তিন তালাক' তবে তিন তালাক হইবে,) আর যদি এইরূপ বলে যে, 'তোকে তালাক, তালাক, তালাক, তবে এক তালাক হইয়া বায়েন হইয়া যাইবে। (পরের দুই তালাক হইবে না।)

# তিন তালাকের মাসআলা

**১। মাসআলা ঃ** কেহ যদি তাহার স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়, ছরীহ্ শব্দের দ্বারা দেউক বা কেনায়া শব্দের দ্বারা অথবা এক তালাক বা দুই তালাক দেওয়ার দুই চারি বৎসর পর আবার দুই তালাক বা এক তালাক দেউক, সারকথা এই যে, যদি কোন প্রকারে মোট তিন তালাক হয়, তবে সেই স্ত্রী তাহার জন্য একেবারে হারাম হইয়া যাইবে এবং সেই স্ত্রীর জন্য ঐ স্বামীর কাছে থাকা সম্পূর্ণ হারাম হইবে। এমনকি বিবাহ দোহ্রাইলেও বিবাহ হইবে না এবং হালালও হইবে না।

**২। মাসআলা ঃ** এক সঙ্গে তিন তালাক দিলে তাহাও তালাক। যেমন, যদি কেহ তাহার স্ত্রীকে বলে যে, 'তোকে তিন তালাক' বা এইরূপ বলে 'তোকে তালাক' তোকে তালাক, তোকে তালাক তবে তিন তালাক হইয়া বায়েন মোগাল্লাযা হইয়া যাইবে। এইরূপ যদি পৃথক পৃথক করিয়া তিন তালাক দেয়, যেমন, আজ এক তালাক দিল, কাল এক তালাক দিল, পরশু এক তালাক দিল বা প্রথমে এক তালাক দিল, তার এক মাস পর আর এক তালাক দিল, আবার এক মাস পর আর এক তালাক দিল, অর্থাৎ তিন তালাকই ইদ্দতের মধ্যে দিল। সকলেরই একই হুকুম অর্থাৎ তিন তালাক হইয়া স্ত্রী একেবারে হারাম হইয়া যাইবে। এমনকি, যদি তিন তালাক রজয়ী দেয়, তবুও বায়েন মোগাল্লাযা হইয়া যাইবে এবং রজআত করিবার ক্ষমতা থাকিবে না, কেননা রজআত করিবার ক্ষমতা থাকে এক তালাক বা দুই তালাক রজয়ী দিলে, তিন তালাক দিলে রজআত করিবার ক্ষমতা থাকে না।

**৩। মাসআলা ঃ** কেহ হয়ত তাহার স্ত্রীকে এক তালাক রজয়ী দিল, তারপর আবার (ইদ্দতের মধ্যে) রজআত করিয়া লইল, আবার দুই চার বৎসর পর রাগ হইয়া আবার এক তালাক রজয়ী দিল, আবার ইদ্দতের মধ্যে রাজী খুশী হইয়া রজআত করিয়া লইল। এই মোট দুই তালাক হইল। তারপর যদি আবার এক তালাক দেয়, তবে সব মিলিয়া তিন তালাক হইয়া যাইবে এবং বায়েন মোগাল্লাযা হইয়া স্ত্রী একেবারে হারাম হইয়া যাইবে, অন্য স্বামীর ঘর না করিয়া আর এই স্বামীর সহিত বিবাহ হইতে পারিবে না। এইরূপে যদি এক তালাক বায়েন দেয়, যাহাতে রাখিবার ক্ষমতা থাকেনা, বিবাহ টুটিয়া যায়; অতঃপর লজ্জিত হইয়া স্বামী স্ত্রী সম্মত হইয়া আবার বিবাহ পড়াইয়া লয় এবং কিছু দিন পর আবার রাগের বশীভূত হইয়া আর এক তালাক দেয় এবং রাগ থামিবার পর বিবাহ পড়াইয়া লয়, তবে এই দুই তালাক হইল। এখন যদি তৃতীয় বার তালাক দেয়, তবে তালাকে মোগাল্লাযা হইয়া যাইবে, সর্বসমেত তিন তালাক হইয়া স্ত্রী একেবারে হারাম হইয়া যাইবে, বিবাহ দোহ্রাইলেও হালাল হইবে না।

**৪। মাসআলা ঃ** তিন তালাকের হারামের হাত এড়াইবার জন্য যদি কাহারও সহিত এই অঙ্গীকারে বিবাহ হয় যে, বিবাহ করতঃ সহবাস করিয়া ছাড়িয়া দিবে, তবে সেই অঙ্গীকারের কোনই মূল্য নাই, (বরং এরূপ অঙ্গীকার লওয়া এবং করা উভয়ই হারাম) এখন তাহার ইচ্ছা, সে ইচ্ছা করিলে ছাড়িতেও পারে, না ছাড়িলেও তাহার কিছু করার উপায় নাই। এইরূপ শর্ত করিয়া

বিবাহ করিলে তাহার উপর খোদার লানত পতিত হয়। কিন্তু যদি কেহ এইরূপ গোনাহ্‌র কাজ করিয়া একবার সহবাস করিয়া স্ত্রীকে তালাক দেয় বা মরিয়া যায়, তবে ইদ্দত পালনের পর পূর্বের স্বামীর জন্য বিবাহ করা হালাল হইবে।

## শর্তের উপর তালাক দেওয়া

১। **মাসআলা ঃ** যদি কেহ কোন বেগানা স্ত্রীলোককে বলে যে, 'যদি আমি তাহাকে বিবাহ করি, তবে তাকে তালাক', পরে যখনই তাহাকে বিবাহ করিবে, তখনই এক তালাক বায়েন হইবে, পুনরায় বিবাহ না দোহ্‌রাইয়া ঐ স্ত্রীকে ঘরে আনিতে পারিবে না। এইরূপে যদি দুই তালাকের কথা বলে, যেমন, 'যদি তাকে বিবাহ করি, তবে তাকে দুই তালাক।' বিবাহ করা মাত্রই দুই তালাক বায়েন হইবে, (বিবাহ না দোহ্‌রাইয়া ঐ স্ত্রীকে ঘরে আনিতে পারিবে না; বিবাহ দোহ্‌রাইয়া আনিতে পারিবে।) আর যদি তিন তালাকের কথা বলে, যেমন, 'যদি তাহাকে বিবাহ করি, তবে তাকে তিন তালাক' এমতাবস্থায় বিবাহ করা মাত্রই তিন তালাক হইবে এবং বায়েন মোগাল্লাযা হইয়া যাইবে। (পরে আর দোহ্‌রাইবারও ক্ষমতা থাকিবে না।)

২। **মাসআলা ঃ** উপরের মাসআলায় 'যদি' শব্দ ব্যবহার করার কারণে এই হুকুম হইল যে, বিবাহ করা মাত্রই (এক বার দুই তালাক) হইল বটে কিন্তু পুনরায় বিবাহ করিলে পূর্বের কথার কারণে দ্বিতীয়বার তালাক হইবে না। হাঁ, যদি এইরূপ বলে যে, 'যতবার (বা যখনই বা যখন যখন) তাহাকে বিবাহ করিব ততবার তাকে তালাক' তবে অবশ্য যতবার তাহাকে বিবাহ করিবে, ততবারই তালাক হইবে, দ্বিতীয় বা তৃতীয়বার বিবাহ দোহ্‌রাইলে তাহাতেও তালাক হইবে; এমনকি, তিন তালাক হওয়ার পর অন্য স্বামীর ঘর করিয়া পুনরায় যদি এই লোকই বিবাহ করে, তবুও তালাক হইবে।

৩। **মাসআলা ঃ** যদি কেহ এইরূপ বলে, 'যে কোন স্ত্রীলোককে আমি বিবাহ করিব, তাকে তালাক', এখন যে কোন স্ত্রীলোককে বিবাহ করিবে, বিবাহ করা মাত্রই তালাক হইবে। কিন্তু একবার একজনের উপর তালাক হওয়ার পর যদি বিবাহ দোহ্‌রাইয়া আবার তাকে বিবাহ করে, তবে আর তাহার উপর তালাক হইবে না। (অবশ্য নূতন যাকেই বিবাহ করুক না কেন তাহার উপর তালাক হইবে।)

৪। **মাসআলা ঃ** (যে স্ত্রী নিজের বিবাহে আছে অথবা যে স্ত্রী রজয়ী তালাকের ইদ্দতে আছে শুধু তাহাকে তালাক দেওয়া যায়; কিন্তু যাহার সঙ্গে এখনও বিবাহ হয় নাই বা তালাক বায়েন যাহার হইয়া গিয়াছে, তাহাকে তালাক দেওয়া যায় না। দিলেও তালাক হইবে না; সুতরাং) যদি কেহ কোন বেগানা স্ত্রীলোক সম্বন্ধে বলে যে, যদি সে অমুক কাজ করে, তবে তাকে তালাক, এই কথার কোনই মূল্য নাই, এমনকি পরে যদি ঐ স্ত্রীলোককে সে বিবাহ করে এবং তারপর সেই স্ত্রীলোকটি সেই কাজটি করে, তবুও তালাক হইবে না। অবশ্য বিবাহের বাহিরে স্ত্রীলোককে তালাক দেওয়ার একটি মাত্র ছুরত আছে, তাহা এই ঃ যদি কেহ বলে যে, 'যদি আমি তাহাকে বিবাহ করি, তবে তাকে তালাক', এই ছুরতে বিবাহ করার পর তালাক হইবে (অর্থাৎ যদি শর্তের ভিতর বিবাহের কথার উল্লেখ করিয়া তালাক দেয়, তবে শর্ত পাওয়ার পর তালাক হইবে, নতুবা বিবাহের বাহিরে স্ত্রীলোককে তালাক দিলে বা বিবাহ ছাড়া অন্য কোন শর্ত করিয়া তালাক দিলে তাহাতে তালাক হইবে না।)

৫। **মাসআলা ঃ** নিজের স্ত্রীকে যদি কেহ কোন শর্ত করিয়া তালাক দেয় যে, যদি তুমি অমুক কাজ কর, তবে তোমাকে তালাক, যদি আমার নিকট হইতে যাও, তবে তোমাকে তালাক, যদি ঐ ঘরে যাও, তবে তোমাকে তালাক, যদি এক ওয়াক্ত নামায না পড়িস তবে তোকে তালাক বা এইরূপ অন্য শর্ত করিয়া তালাক দেয়, তবে যখন সেই কাজ করিবে, তখন এক তালাক রজয়ী হইবে। অবশ্য যদি কোন কেনায়া শব্দ বলে, যেমন বলে, যদি অমুক কাজ কর, তবে তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নাই, তবে যখন সেই কাজ করিবে, বায়েন তালাক পড়িবে, যদি স্বামী ঐ শব্দ বলার সময় তালাকের নিয়ত করে।

৬। **মাসআলা ঃ** যদি কেহ তাহার স্ত্রীকে বলে, 'যদি তুই অমুক কাজ করিস্, তবে তোকে দুই তালাক বা তিন তালাক,' আর যদি সে সেই কাজ করে, তবে যখন সেই কাজ করিবে, তখন যে কয় তালাকের কথা বলিয়াছে সেই কয় তালাক হইবে।

৭। **মাসআলা ঃ** যদি কেহ নিজের স্ত্রীকে ('যদি' শব্দ ব্যবহার করিয়া শর্তের উপর তালাক দেয়, যেমন) বলিল, যদি তুই অমুক কাজ করিস তবে তোকে তালাক। তারপর সে সেই কাজ করিল এবং তালাক হইল, কিন্তু স্বামী ইদ্দতের মধ্যে রজআত করিয়া লইল বা বিবাহ দোহরাইয়া লইল, তারপর যদি স্ত্রী দ্বিতীয়বার সেই কাজ করে তবে দ্বিতীয়বার আর তালাক হইবে না, (কারণ, একবার সেই কাজ করিতেই শর্ত শেষ হইয়া গিয়াছে।) অবশ্য যদি শর্তের মধ্যে যতবার বা যে কোন সময়, 'যখন যখন' 'যখনই' শব্দ ব্যবহার করে, যেমন, বলিল, 'যতবার তুই অমুক কাজ করিবি তোকে তালাক,' তবে একবার সেই কাজ করিলে এক তালাক হইবে, পুনরায় ইদ্দতের ভিতর বা বিবাহ দোহ্‌রানের পর যদি সেই কাজ আবার করে, তবে আবার এক তালাক হইবে, এমন কি দ্বিতীয় তালাকের ভিতর বা তৃতীয়বার দোহ্‌রাইয়া লওয়ার পর যদি সেই কাজ আবার করে, তবে তিন তালাক হইয়া বায়েন মোগাল্লাযা হইয়া যাইবে। আর বিবাহ দোহরাইতেও পারিবে না, অবশ্য যদি দ্বিতীয় স্বামীর ঘর করার পর আবার পূর্বের এই স্বামীর সঙ্গে বিবাহ হয়, তখন আর সেই কাজ করিলে তালাক হইবে না। (কারণ, দ্বিতীয় স্বামীর ঘর করার পর আর পূর্বের শর্তের ক্রিয়া থাকিবে না।)

৮। **মাসআলা ঃ** কেহ তাহার স্ত্রীকে বলিল, যদি তুমি অমুক কাজ কর, তবে তোমাকে তালাক। এখনও স্ত্রী এ কাজ করে নাই অথচ স্বামী আর একটি তালাক দিয়া দিল এবং ছাড়িয়া দিল, কিছু দিন পর আবার ঐ স্ত্রীলোককে বিবাহ করিল। ঐ বিবাহের পর এখন সে ঐ কাজ করিল, তবে আবার তালাক পড়িল। অবশ্য যদি তালাকের পর এবং ইদ্দত গত হওয়ার পর দ্বিতীয়বার বিবাহের পূর্বে ঐ কাজ করিয়া থাকে, তবে দ্বিতীয় বিবাহের পর ঐ কাজ করিলে তালাক পড়িবে না। আর যদি তালাকের পর ইদ্দতের মধ্যে ঐ কাজ করে, তবুও দ্বিতীয় তালাক পড়িল।

৯। **মাসআলা ঃ** শর্তের উপর তালাক শিরোনামা দ্রষ্টব্য।

১০। **মাসআলা ঃ** যদি কেহ তাহার স্ত্রীকে বলে, 'যদি তুই রোযা রাখিস্, তবে তোকে তালাক' তবে রোযা রাখা মাত্রই তালাক হইবে, আর যদি এইরূপ বলে, 'যদি তুই একটি রোযা রাখিস, তবে তোকে তালাক' বা এইরূপ বলে, 'যদি তুই সারাদিন রোযা রাখিস, তবে তোকে তালাক', এই অবস্থায় যখন রোযা পুরা হইবে (অর্থাৎ, এফতারের ওয়াক্ত হইবে,) তখন তালাক হইবে, যদি (এফতারের ওয়াক্ত হইবার পূর্বে) রোযা ভাঙ্গিয়া ফেলে, তবে তালাক হইবে না।

**১১। মাসআলা ঃ** স্ত্রী ঘর হইতে বাহিরে যাইবার ইচ্ছা করিয়াছে এমন সময় স্বামী বলিল, এখন বাহিরে যাইও না; স্ত্রী মানিল না, স্বামী রাগ হইয়া বলিল, যদি বাহিরে যাস্, তবে তোকে তালাক। এইরূপ বলার হুকুম এই যে, যদি তখনই বাহিরে যায়, তবে তালাক হইবে, নতুবা তারপর অন্য সময় বাহিরে গেলে তালাক হইবে না। কেননা এরূপ স্থলে ইহার অর্থ এই হয় যে, এখন যাইও না, এ অর্থ হয় না যে, জীবনে কখনও যাইও না। (আরবীতে এইরূপ কথাকে ইয়ামিনে ফওর বলে। ইয়ামিনে ফওরের অর্থ যখনকার কথা তখন শেষ হইয়া যাওয়া।)

**১২। মাসআলা ঃ** যদি কেহ বলে, যে দিন তারে বিবাহ করিব, তারে তালাক, তবে বিবাহ দিনে করুক বা রাত্রে করুক তালাক হইবে। কেননা এইরূপ স্থলে দিন শব্দের অর্থ রাত্রের বিপরীত যে দিন তাহা নহে; বরং এইরূপ স্থলে দিন শব্দের অর্থ সময়।

## তফ্‌বীযে তালাক

(তফ্‌বীযে তালাকের অর্থ স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার স্বামীর যে ক্ষমতা ছিল তাহা স্ত্রীকে দান করা। যেমন, স্বামী স্ত্রীকে মৌখিক বলিল বা লিখিয়া দিল যে, যদি আমি ছয় মাসের মধ্যে তোমার কোন খবর-বার্তা না লই, তবে আমি তোমাকে ক্ষমতা প্রদান করিলাম, ছয় মাস অতীত হইয়া গেলে যে কোন সময় তুমি তোমার নফ্‌ছকে (নিজকে) তালাক দিতে পারিবে, স্বামী এইরূপ বলিলে বা লিখিয়া দিলে শর্ত পূর্ণ হওয়ার পর স্ত্রী নিজকে তালাক দিয়া ঐ স্বামী হইতে মুক্ত হইবার ক্ষমাতাশালিনী হইবে বটে, কিন্তু তফ্‌বীয ছহীহ্ হইবার জন্য পাঁচটি শর্ত আছে। প্রথম শর্ত, স্বামীর কথার মধ্যে "নফছ বা নিজ" শব্দের উল্লেখ হওয়া জরুরী। দ্বিতীয় শর্ত বিবাহের আক্‌দ হওয়ার পর এইরূপ কথা বলা বা লিখা জরুরী। বিবাহের আক্‌দ হওয়ার পূর্বে এইরূপ কথা লিখিলে তফ্‌বীয ছহীহ্ হইবে না এবং স্ত্রীর তালাক লওয়ার ক্ষমতাও হইবে না। তৃতীয় শর্ত, স্বামীর কথার মধ্যে অতীত বা বর্তমান কালের ক্রিয়া থাকা চাই, নতুবা ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়া হইলে তফ্‌বীয ছহীহ্ হইবে না। চতুর্থ শর্ত, স্বামী যে শর্ত করিয়াছে সেই শর্ত পূর্ণ হইয়া যাওয়া চাই; শর্ত পূর্ণ না হইলে স্ত্রীর তালাক লইবার ক্ষমতা হইবে না। পঞ্চম শর্ত, স্বামীর শর্তের মধ্যে 'যে কোন সময়' শব্দের উল্লেখ হওয়া চাই, নতুবা যখন শর্ত পূর্ণ হইবে, তখনই সেই মজলিসেই যদি তালাক লয় তবে তালাক হইবে। মজলিস পরিবর্তন হইয়া গেলে আর তালাক লওয়ার ক্ষমতা থাকিবে না, অবশ্য 'যে কোন সময়' শব্দের উল্লেখ থাকিলে শর্ত পূর্ণ হওয়ার পর যে কোন সময় ইচ্ছা তালাক লইতে পারিবে)। —অনুবাদক

## তাওকীলে তালাক

**১। মাসআলা ঃ** তাওকীলে তালাকের অর্থ নিজে তালাক না দিয়া অন্য কাহাকেও তালাক দিবার জন্য উকীল বানাইয়া দেওয়া, যেমন বাপ ছেলেকে বলিল, 'তুমি তোমার স্ত্রীকে তালাক দিয়া দাও,' ছেলে বলিল, আপনাকে উকীল বানাইলাম, আপনি আমার পক্ষ হইতে আমার স্ত্রীকে তালাক দিয়া দেন। এই কথার দ্বারা বাপ ছেলের পক্ষে উকীল হইবে। অতএব, বাপ যদি এইরূপ বলে যে, আমি অমুকের পক্ষ হইতে উকীল হইয়া অমুকের বেটি অমুককে তালাক দিতেছি, তবে তালাক হইয়া যাইবে। কিন্তু উকীল তালাক দেওয়ার পূর্বে যদি মোয়াক্কেলের রায় বদলিয়া যায় এবং তালাক দেওয়ার মত ফিরিয়া যায় আর উকীলকে ডাকিয়া বলে যে, আপনাকে যে তালাক

দিবার জন্য উকীল বানাইয়াছিলাম সে ওকালতি আমি বাতেল করিতেছি, আপনি তালাক দিবেন না, তবে আর সেই উকীলের তালাক দেওয়ার ক্ষমতা থাকিবে না। এইরূপে উকীল যদি ওকালতি গ্রহণ না করিয়া রদ করিয়া দেয় এবং বলে যে, আমি তোমার ওকালতি গ্রহণ করিতে পারিব না, তবে তাহার আর তালাক দেওয়ার ক্ষমতা থাকিবে না। কিন্তু তফবীযের মধ্যে স্ত্রীর গ্রহণ করারও দরকার নাই বা সে যদি রদ করে, তবে তাহাতেও রদ হইবে না; বরং রদ করার পরও তাহার তালাক লওয়ার ক্ষমতা থাকিবে এবং স্বামীরও একবার ক্ষমতা দেওয়ার পর আর সেই ক্ষমতা ফেরত লওয়ার অধিকার নাই, অবশ্য যদি সময় সীমাবদ্ধ করিয়া দেয়, তবে সেই সময়ের পর স্ত্রীর আর ক্ষমতা থাকিবে না।

**প্রশ্নঃ** হিন্দু বা ইংরেজ, মুসলমানের উকীল হইতে পারে কি না?

**উত্তরঃ** হাঁ, মুসলমান যদি উকীল বানায়, তবে হিন্দু বা ইংরেজ তাহার ক্ষমতা প্রাপ্ত উকীল হইতে পারে, কিন্তু ওলী মুসলমান ছাড়া অন্য জাতি হইতে পারে না।

**প্রশ্নঃ** হিন্দু, ইংরেজ বা মুসলমান জজ যদি স্ত্রীর দরখাস্ত পাইয়া স্ত্রীকে তালাক দিয়া দেয়, তবে তাহাতে তালাক হইবে কি না?

**উত্তরঃ** না, তাহাতে তালাক হইবে না। এইরূপ হইলে ঐ স্ত্রীর জন্য ঐ স্বামী হইতে পৃথক হওয়া বা অন্য স্বামী গ্রহণ করা হারাম হইবে। হাঁ, জজ সাহেব যদি স্বামীকে হাজির করাইয়া তার মুখ দিয়া তালাক দেওয়াইয়া দেন, তবে অবশ্য তালাক হইয়া যাইবে।

**প্রশ্নঃ** যে ক্ষেত্রে স্ত্রীর ক্ষমতা থাকে ঠিক রাখার বা ভাঙ্গিয়া দেওয়ার, যেমন পিতৃহীনা নাবালেগাকে যদি তাহার চাচা বিবাহ দেয়, তবে ঐ মেয়ে যখন বালেগা হইবে, তখন তাহার ক্ষমতা হইবে ঐ বিবাহ ভাঙ্গিয়া ফেলার, এইরূপ ক্ষেত্রে যদি মেয়ে নিজে নিজেই বিবাহ ভাঙ্গিয়া ফেলে বা কোন হিন্দু বা ইংরেজ হাকিমের দ্বারা ভাঙ্গাইয়া ফেলে, তবে তাহা দুরুস্ত হইবে কি না?

**উত্তরঃ** না, তাহা দুরুস্ত হইবে না, মেয়ে নিজে বিবাহ ভাঙ্গিলে তাহাও দুরুস্ত হইবে না, অন্য জায়গায় বিবাহ বসা তাহার জন্য হারাম হইবে এবং হিন্দু বা ইংরেজ আদালতে দরখাস্ত দিলে এবং তাহারা ভাঙ্গিয়া দিলে তাহাও দুরুস্ত হইবে না। (অবশ্য হিন্দু বা ইংরেজ হাকিম যদি স্বামীকে হাজির করাইয়া তার মুখ দিয়া বলাইয়া দেয়, অথবা মুসলমান হাকিম হয় এবং সে ঐ বিবাহ ভাঙ্গিয়া দেয়, তবে দুরুস্ত হইবে।) —অনুবাদক

## মৃত্যু-রোগে তালাক দেওয়া

**১। মাসআলাঃ** (মৃত্যু-রোগের অর্থ, যে রোগে ভুগিয়া মানুষ মারা যায়, আরোগ্য লাভ করে না।) এইরূপ রুগ্ন অবস্থায় যদি কেহ নিজের স্ত্রীকে তালাক দেয় এবং স্ত্রী ইদ্দতের মধ্যে থাকা অবস্থায় যদি স্বামী মারা যায়, তবে (তালাক হওয়া সত্ত্বেও) ফরায়েয অনুসারে স্বামীর সম্পত্তির যে অংশ স্ত্রীর প্রাপ্য তাহা সে পাইবে, (তালাকের কারণে অংশ হইতে বঞ্চিতা হইবে না,) এক তালাক দেউক দুই বা তিন তালাক দেউক বা রজয়ী তালাক দেউক বা বায়েন তালাক দেউক, ইদ্দতের ভিতর মৃত্যু হইলে সর্বাবস্থায় স্ত্রী স্বামীর ত্যাজ্য সম্পত্তির অংশ পাইবে। অবশ্য যদি স্বামীর মৃত্যু ইদ্দত পার হইয়া যাওয়ার পর হয়, অথবা ঐ রোগে স্বামী মরে নাই বরং ভাল হইয়াছে, তারপর আবার রোগ হইয়া (ইদ্দতের ভিতর অথবা ইদ্দতের পর) মারা গিয়াছে, তবে স্ত্রী স্বামীর ত্যাজ্য সম্পত্তির অংশ পাইবে না।

২। **মাসআলা ঃ** তালাক যদি স্ত্রী নিজে চাহিয়া লয় এবং সেই কারণে স্বামী স্ত্রীকে (মৃত্যু-রোগে) তালাক দেয় তবে স্ত্রী স্বামীর ত্যাজ্য সম্পত্তির অংশ পাইবে না। চাই ইদ্দতের মধ্যে মরুক বা ইদ্দতের পর মরুক । অবশ্য স্বামী যদি রজয়ী তালাক দেয় তবে ইদ্দতের ভিতর স্বামী মারা গেলে স্ত্রী তাহার মীরাছ পাইবে।

৩। **মাসআলা ঃ** রুগ্নাবস্থায় স্বামী স্ত্রীকে বলিল, তুমি যদি বাড়ীর বাহিরে যাও, তবে তোমাকে বায়েন তালাক। এইরূপ বলা সত্ত্বেও যদি স্ত্রী বাহিরে চলিয়া যায়, তবে তাহার বায়েন তালাক হইবে এবং স্বামীর ত্যাজ্য সম্পত্তির অংশ পাইবে না; কেননা, এই তালাক স্ত্রীর নিজ ইচ্ছাকৃত কর্মের দোষে হইয়াছে, কাজেই মীরাছ হইতে মাহ্রুম হইবে। অবশ্য স্বামী যদি এমন কোন কাজ করিতে নিষেধ করে, যে কাজ না করিলেই চলে না। যেমন বলিল, যদি তুই ভাত খাস, তবে তোকে বায়েন তালাক বা এইরূপ বলিল, যদি তুই নামায পড়িস, তবে তোকে এক তালাক বায়েন। স্বামী যদি এইরূপ বলে এবং পরে স্ত্রী ভাত খায় এবং নামায পড়ে সেই কারণে তালাক হওয়াতে ইদ্দতের মধ্যে স্বামী মারা গেলে স্ত্রী তাহার মীরাছ পাইবে। কেননা, ভাত না খাইয়া এবং নামায না পড়িয়া মানুষ কিরূপে বাঁচিতে পারে? কাজেই স্ত্রীর কোন কছুর নাই। রজয়ী তালাক যে কোন প্রকারে দেউক না কেন স্ত্রীর কছুর হইলেও রজয়ী তালাকের ইদ্দতের ভিতর স্বামী মারা গেলে স্ত্রী মীরাছ পাইবে।

৪। **মাসআলা ঃ** কেহ সুস্থ অবস্থায় (স্ত্রীকে) বলিল, যখন তুমি বাড়ীর বাহিরে যাইবে, তখন তোমাকে বায়েন তালাক, অতঃপর যখন স্ত্রী বাড়ী হইতে বাহিরে গেল তখন স্বামী পীড়িত ছিল এবং ঐ পীড়িতাবস্থায় ইদ্দতের মধ্যে মারা গেল, তবুও মীরাছ পাইবে না।

৫। **মাসআলা ঃ** সুস্থাবস্থায় বলিল, যখন তোমার পিতা বিদেশ হইতে (বাড়ীতে) আসিবে, তখন তোমাকে বায়েন তালাক, যখন সে বিদেশ হইতে আসিল তখন স্বামী অসুস্থ ছিল এবং ঐ রোগেই মরিয়া গেল, তবে মীরাছ পাইবে না। আর যদি অসুস্থ অবস্থায় বলিয়া থাকে এবং ঐ অসুখে ইদ্দতের মধ্যে মারা যায়, তবে অংশ (মীরাছ) পাইবে।

## রজআতের মাসায়েল

১। **মাসআলা ঃ** স্বামী যদি স্ত্রীকে এক তালাক বা দুই তালাক রজয়ী দেয়, তবে ইদ্দত পার না হওয়া পর্যন্ত ঐ স্ত্রীকে তাহার বিনা সম্মতিতে ফিরাইয়া রাখিবার ক্ষমতা স্বামীর থাকে। (এই ফিরিয়া রাখাকে 'রজআত' করা বলে এবং যে তালাকের মধ্যে ফিরাইয়া রাখার ক্ষমতা থাকে, তাহাকে রজয়ী তালাক বলে।) রজয়ী তালাকে যতদিন ইদ্দত পার না হইবে, ততদিন স্ত্রী সম্মত না হইলেও স্বামী তাহাকে ফিরাইয়া রাখিতে পারে, স্ত্রীর তাহাতে কোনই অধিকার নাই। (পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, রজয়ী তালাকের ইদ্দত পার হইয়া গেলে বায়েন তালাক হইয়া যায়। তখন স্ত্রীকে পুনরায় আনিতে হইলে স্ত্রীর সম্মতি লইয়া পুনরায় বিবাহ দোহ্রাইয়া আনিতে হইবে।) এবং তিন তালাক হইলে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে সম্মত থাকা সত্ত্বেও বিবাহ দোহ্রাইয়াও আনিবার ক্ষমতা থাকিবে না।

২। **মাসআলা ঃ** রজ্আত করিবার নিয়ম অর্থাৎ সুন্নত তরিকা এই যে, (দুই জন সাক্ষীর সামনে) স্বামী স্ত্রীকে বলিবে যে, আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলাম বটে, কিন্তু এখন আমি রজআত করিতেছি, তোমাকে ছাড়িব না, তোমাকে ফিরাইয়া রাখিতেছি অথবা এরূপও বলিতে

পারে যে, আমি (তোমাকে পুনরায় আমার বিবি বানাইতেছি বা) পুনরায় তোমাকে বিবাহের মধ্যে আনিতেছি। অথবা যদি স্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া স্ত্রীর সাক্ষাতেও মুখ দিয়া বলে যে, আমি আমার স্ত্রীকে তালাক দিয়াছিলাম বটে, কিন্তু এখন আবার তাহাকে ফিরাইয়া রাখিলাম বা রজআত করিলাম, এইরূপ বলিলে তাহার রজআত হইয়া যাইবে এবং পুনরায় তাহার স্ত্রী হইয়া যাইবে। (মুখ দিয়া এইরূপ বলার পর যদি ছয় মাস সহবাস নাও করে, তবুও বায়েন তালাক হইতে পারে না।) আর যদি মুখ দিয়া কিছু না বলিয়া (রজয়ী তালাকের) ইদ্দতের ভিতর সহবাস করে, স্বামী-স্ত্রীর মত চুম্বন, আলিঙ্গন করে কিংবা কামভাবের সহিত স্পর্শ করে, তাহাতেও রজআত হইয়া যাইবে। পুনরায় বিবাহ করার প্রয়োজন নাই। কিন্তু খবরদার বায়েন তালাকে বিবাহ না দোহ্‌রাইয়া তাহা কিছুই করা দুরুস্ত নহে। রজয়ী তালাকের ইদ্দতের মধ্যে যদি মুখ দিয়াও কিছু না বলে এবং কার্যতও স্বামী-স্ত্রীর আচার-ব্যবহার না করে, তবে ইদ্দত খতম হইয়া গেলে বায়েন তালাক হইয়া যাইবে।

**৩। মাসআলা ঃ** রজআত করিবার সময় মৌখিক বলিয়া রজআত করা এবং বলিবার সময় চারজন লোক সাক্ষী রাখা মোস্তাহাব; কেননা, হয়ত পরে কোন মতভেদ সৃষ্টি হইতে পারে। আর যদি সাক্ষী নাও রাখে, তবুও রজআত দুরুস্ত হইয়া যাইবে।

**৪। মাসআলা ঃ** ইদ্দত পার হইয়া যাওয়ার পর আর রজআত করিবার ক্ষমতা স্বামীর থাকে না। বিবাহ না দোহ্‌রাইয়া আর স্বামীর ঐ স্ত্রীকে রাখিবার বা স্ত্রীর স্বামীর নিকট থাকিবার অধিকার নাই, বিবাহ না দোহ্‌রাইয়া যদি স্বামী স্ত্রীকে রাখে বা স্ত্রী থাকে, তবে উভয়ে শক্ত গোনাহ্‌গার হইবে।

**৫। মাসআলা ঃ** যে স্ত্রীর হায়েয জারী আছে তাহার তালাকের ইদ্দত তিন হায়েয। যখন তিন হায়েয পূর্ণ হইয়া যাইবে, তখন ইদ্দত শেষ হইবে।

এখন জ্ঞতব্য বিষয় এই যে, যদি তৃতীয় হায়েয পূর্ণ দশ দিন পর্যন্ত জারী থাকে, তবে তো যখন রক্ত বন্ধ হয় এবং দশ দিন পূর্ণ হয়, তখনই ইদ্দত শেষ হইয়া যায়। স্ত্রী গোছল করুক বা না করুক স্ত্রীকে রাখিবার অধিকার যাহা স্বামীর ছিল, রহিল না। আর যদি তৃতীয় হায়েয দশ দিনের কম হইয়া থাকে এবং দশ দিনের পূর্বেই রক্ত বন্ধ হইয়া যায় কিন্তু এখনও গোছল করে নাই কিংবা কোন ওয়াজেব নামাযও তাহার ক্বাযা হয় নাই, তবে এখনও স্বামীর ক্ষমতা বাকী রহিয়াছে, যদি সে নিজ ইচ্ছায় তালাক হইতে বিরত থাকে, তবে সে তাহার হইয়া যাইবে। অবশ্য যদি রক্ত বন্ধ হওয়ার পর স্ত্রী গোছল করিয়া থাকে কিংবা গোছল তো করে নাই কিন্তু এক নামাযের ওয়াক্ত চলিয়া গেল অর্থাৎ এক ওয়াক্ত নামাযের ক্বাযা তাহার জিম্মায় ওয়াজেব হইয়া গেল, এই দুই অবস্থায় স্বামীর ক্ষমতা চলিয়া গেল, এখন বিবাহ ব্যতিরেকে স্ত্রীকে রাখিতে পারিবে না।

**৬। মাসআলা ঃ** যে স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহের পর এখনও পর্যন্ত স্বামী সহবাস করে নাই, যদিও নির্জনে স্বামী-স্ত্রী এক জায়গায় থাকিয়া থাকে—আর তাহাকে এক তালাক রজয়ী দেয়, তবে রজয়ী তালাক পড়িবে না; বরং এক তালাক বায়েন পড়িবে।

**৭। মাসআলা ঃ** স্বামী-স্ত্রী একত্রে নির্জন বাস করিয়াছে, কিন্তু স্বামী বলে, আমি সঙ্গম করি নাই। এই স্বীকারোক্তির পর তালাক দিল, এখন তালাক বায়েন হইবে, রজয়ী হইবে না।

**৮। মাসআলা ঃ** রজয়ী তালাকের মধ্যে অর্থাৎ এক বা দুই তালাকের রজয়ীতে স্ত্রীর খুব সাজসজ্জা করিয়া সুন্দরী সাজিয়া থাকা উচিত যাহাতে স্বামীর মনে মহব্বত ও আকর্ষণ জন্মিয়া

জলদি রজআত করিয়া লইতে পারে। আর যদি স্বামীর রজআত করার ইচ্ছা না থাকে, তবে ঘরে আসিবার সময় কাশ দিয়া বা শব্দ করিয়া আসা উচিত, (কারণ, যদি কোন বে-কায়দা জায়গায় নজর পড়িয়া যায়, তবে হয়ত রজআত হইয়া যাইতে পারে, অথচ তাহার রজআত করার ইচ্ছা নাই, তারপর আবার তালাক দেওয়ার দরকার পড়িবে এবং ইদ্দত অনেক লম্বা হইয়া যাইবে তাহাতে তাহার কষ্ট হইতে পারে। (যাহা হউক) স্ত্রী ইদ্দত পর্যন্ত স্বামীর ঘরে থাকিয়া ইদ্দত শেষ হইলে তথা হইতে বাহির হইয়া অন্যত্র যাইয়া থাকিবে।

৯। **মাসআলা ঃ** তালাক দিয়া রজআত করার পূর্বে সেই স্ত্রীকে লইয়া ছফর করা বা স্ত্রী তাহার সহিত ছফরে যাওয়া জায়েয নহে।

১০। **মাসআলা ঃ** যে স্ত্রীকে এক বা দুই তালাক বায়েন দেওয়া হইয়াছে, সে যদি অন্য স্বামী গ্রহণ করিতে চায়, তবে ইদ্দত শেষ হইবার পূর্বে তাহা পারিবে না। যদি অন্য স্বামী গ্রহণ করিতে চায়, তবে ইদ্দত শেষ হইবার পূর্বে তাহা পারিবে না। ইদ্দতের মধ্যে বিবাহ দুরুস্ত নহে, কিন্তু যদি প্রথম স্বামীই বিবাহ করিতে চায়, তবে সে বিবাহ ইদ্দতের মধ্যেও দুরুস্ত আছে।

## খোলা তালাকের মাসায়েল

১। **মাসআলা ঃ** স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি মিল-মহব্বত না হয়, আর স্বামী তালাক না দেয়। ইহার উপায়ের জন্যই শরীঅতে খোলা তালাকের বিধান জারী করা হইয়াছে। স্ত্রীর মন যদি স্বামীর সহিত না মিশে, তবে প্রথমেই তালাক চাহিবে না বা খোলা চাহিবে না, প্রথমে ছবরই করিবে এবং মিল-মহব্বত করিবার জন্য শত প্রকারের চেষ্টা করিবে। একান্তই যদি কিছুতেই মন মিশাইতে এবং ছবর করিতে না পারে, তবে স্বামীকে বলিতে পারে যে, আপনি কিছু টাকা-পয়সা লইয়া আমাকে রেহাই দেন, বা এরূপও বলিতে পারে যে, আপনার জিম্মায় যে মহরের টাকা আমার পাওনা আছে, তাহার আমি কোন দাবী দাওয়া রাখি না, আপনি আমাকে রেহাই দেন। এইরূপ বলাতে স্বামী যদি (সেই মজলিসেই) বলে, আচ্ছা "আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিলাম" তবে এইরূপ উক্তিতে স্ত্রীর উপর এক তালাক বায়েন হইবে। স্বামীর আর তাহাকে ফিরাইয়া রাখিবার ক্ষমতা থাকিবে না। অবশ্য যদি স্বামী ঐ মজলিসে কিছু না বলে, অথবা স্বামী কিছু না বলিয়া চলিয়া যায় বা স্বামী কিছু বলিবার পূর্বেই স্ত্রী উঠিয়া চলিয়া যায়, তারপর স্বামী বলে, আচ্ছা আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিলাম, তবে ইহাতে খোলা হইবে না। অর্থাৎ, সওয়াল জবাব একই স্থানে হওয়া চাই। এই উপায়ে স্ত্রীর জান ছুটানকে 'খোলা তালাক' বলে।

২। **মাসআলা ঃ** স্বামী বলিল, আমি তোমা হইতে খোলা করিলাম। স্ত্রী বলিল, আমি কবূল করিলাম, তখন খোলা হইয়া গেল। আর যদি স্ত্রী ঐ স্থানে উত্তর না দিয়া চলিয়া যায়, কিংবা স্ত্রী কবূলই করিল না, তবে কিছুই হইল না। কিন্তু স্ত্রী স্বস্থানে বসিয়া রহিল এবং স্বামী ইহা বলিয়া চলিয়া গেল এবং স্ত্রী স্বামীর যাওয়ার পর কবূল করিল, তবুও খোলা হইয়া গেল।

৩। **মাসআলা ঃ** স্বামী যদি শুধু এতটুকু বলে যে, "আমি তোমাকে খোলা করিলাম" এবং স্ত্রী বলে যে, "আমি কবূল করিলাম" টাকা-পয়সা সম্বন্ধে স্বামী-স্ত্রী কেহই উল্লেখ করে নাই, তবে স্বামী-স্ত্রীর বিবাহ সম্পর্কীয় দেনা-পাওনা সব মাফ হইয়া যাইবে, স্ত্রী যাহাকিছু মহর পাওনা ছিল তাহা মাফ হইয়া যাইবে এবং স্বামীও যদি পূর্ণ মহর দিয়া থাকে, তাহা ফেরত দিতে হইবে না।

কিন্তু ইদ্দতের খোরপোষ এবং (থাকিবার) ঘর স্বামীর দিতে হইবে। অবশ্য যদি স্ত্রী স্বামীকে বলিয়া থাকে যে, "আমি খোরপোষ বা ঘরও চাই না।" তবে দিতে হইবে না।

৪। **মাসআলা ঃ** আর যদি স্বামী টাকা-পয়সা উল্লেখ করিয়া বলে যে, আমি একশত টাকার বিনিময়ে তোমাকে খোলা করিলাম, এবং স্ত্রী তাহা কবুল করে, তবে যদি মহর নিয়া থাকে, তবে একশত টাকা দেওয়া ওয়াজেব হইবে। আর যদি মহর না নিয়া থাকে, তবুও স্ত্রী স্বামীকে তাহার একশত টাকা দিতে হইবে এবং মহরও পাইবে না। কেননা, খোলার কারণে মহর মাফ হইয়া গিয়াছে।

৫। **মাসআলা ঃ** খোলার ব্যাপারে অন্যায় যদি স্বামীর হয়, তবে স্বামী যে টাকা পাইবে, তাহা তাহার জন্য হারাম হইবে এবং উহা নিজের কাজে ব্যয় করাও হারাম। আর যদি স্ত্রীর অন্যায় হয়, তবে মহর পরিমাণের বিনিময়ে খোলা করিবে। মহর অপেক্ষা অধিক টাকা স্বামীর লওয়া উচিত নহে, কিন্তু যদি বেশী লয়, তবে অন্যায় হইবে, গোনাহ্ হইবে না, কিন্তু খোলা হইয়া যাইবে।

৬। **মাসআলা ঃ** স্ত্রী যদি খোলা করিতে স্বইচ্ছায় রাজি না হয়, স্বামী মারপিট করিয়া ধম্‌কাইয়া তাহার দ্বারা খোলা করায়, তবে তালাক হইয়া যাইবে বটে, কিন্তু স্ত্রীর নিকট হইতে স্বামী টাকা পাইবে না বা স্বামীর যিম্মায় মহর বাকী থাকিলে উহা মাফ পাইবে না।

৭। **মাসআলা ঃ** এই বিষয়গুলি ঐ সময়ের, যখন 'খোলা' শব্দ বলা হয়, কিংবা স্ত্রী এইরূপ বলে যে, শ' কিংবা হাজার টাকার বিনিময়ে আমাকে ছাড়িয়া দাও, কিংবা এরূপ বলে যে, আমার মহরের বিনিময়ে আমাকে ছাড়িয়া দাও, আর যদি এভাবে না বলে বরং তালাক শব্দ উচ্চারণ করে—যথা এরূপ বলিল, একশত টাকার বিনিময়ে আমাকে তালাক দাও, তবে উহাকে, 'খোলা' বলা যাইবে না। যদি স্বামী ঐ মালের বিনিময়ে তালাক দেয়, তবে এক তালাক বায়েন পড়িবে উহাতে কোন হক মাফ হইবে না। স্বামীর উপর যে হক আছে তাহাও না এবং স্ত্রীর উপর যে হক আছে তাহাও না। স্বামী যদি মহর না দিয়া থাকে, তবে তাহা মাফ হইবে না। স্ত্রী উহা দাবী করিতে পারিবে এবং স্বামী স্ত্রী হইতে ঐ একশত টাকা নিয়া নিবে।

৮। **মাসআলা ঃ** স্বামী বলিল, একশত টাকার বিনিময়ে তালাক দিলাম, তবে স্ত্রীর কবুল করার উপর নির্ভর থাকিবে, স্ত্রী যদি কবুল না করে, তালাক পড়িবে না। আর যদি কবুল করে, তবে এক তালাক বায়েন পড়িবে। কিন্তু যদি স্থান পরিবর্তন করার পর কবুল করে, তবে তালাক পড়িবে না।

৯। **মাসআলা ঃ** স্ত্রী বলিল, আমাকে তালাক দাও, স্বামী বলিল, তুমি স্বীয় মহর ইত্যাদি নিজের যাবতীয় হক মাফ করিয়া দাও, তবে তালাক দিব, তখন স্ত্রী বলিল, আচ্ছা আমি মাফ করিলাম। ইহার পর স্বামী তালাক দিল না, তবে কিছুই মাফ হইল না, আর যদি ঐ বসাতেই তালাক দিয়া দেয়, তবে মাফ হইয়া গেল।

১০। **মাসআলা ঃ** স্ত্রী বলিল, তিন শত টাকার বিনিময়ে আমাকে তিন তালাক দাও, অতঃপর স্বামী শুধু এক তালাক দিল, তবে স্বামী শুধু এক শত টাকা পাইবে। আর যদি দুই তালাক দেয়, তবে দুইশত টাকা, আর যদি তিন তালাক দেয়, তবে পুরা তিনশত টাকা স্ত্রী স্বামীকে দিতে হইবে এবং সকল অবস্থাতেই তালাকে বায়েন পড়িবে। কেননা, মালের বিনিময়ে এই তালাক।

১১। **মাসআলা ঃ** স্বামী নাবালেগ বা পাগল হইলে খোলা করার কোন উপায় নাই, (তাহাদের ওলী তাহাদের পক্ষ হইতে খোলা করিতে পারিবে না। আর যদি স্ত্রী নাবালেগা বা পাগলী হয়